পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চল্লিশ অভিযান

এক একটা দিন এমনভাবে শুরু হয যে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই। না হলে হাওড়া শহরের মধ্যস্থলে হাজারহাত কালীতলার মতো জায়গায় অমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটবে কেন?

বিস্ময়কর ব্যাপার! হ্যাঁ, ঠিক তাই। বিলুর এক সহপাঠী ফোনে জানাল ওদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সকাল থেকেই মেঝে ফুঁড়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গোটা বাড়িটা যেন তেতে আগুন। ঘরে থাকা যাচ্ছে না। মেঝেয় পা রাখা যাচ্ছে না। গরম ভাপে টেকাও যাচ্ছে না বাড়িতে। অর্থাৎ বাড়িটা আগ্নেয়গিরির মতো আগ্নেয়বাড়ি হয়ে উঠেছে। বাড়ির মানুষজন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সবাই এসে হাজির হয়েছেন বিলুর বন্ধুর বাড়িতে। দমকল এসে জল ঢালছে। থানা-পুলিশ কত কী হচ্ছে। এলাকার লোকজন যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে।

খবর শুনেই বিলু বাবলুকে জানাল।

বাবলু যারপরনাই অবাক হয়ে বিলুকে বলল, "ব্যাপারটা কী একবার দেখতে হচ্ছে তো। ভোম্বলকে ডাক। বাচ্চু-বিচ্ছুকে খবর দে।"

"ওদের কাউকেই পাবি না। ওরা তিনজনে একটু আগে কোথায় যেন গেল দেখলাম।"

"ওদের ফিরে আসার জন্য একটু সময় অপেক্ষা করবি?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তোর স্কুটারটা বের কর। আমরা দু'জনেই গিয়ে দেখে আসি আগে, পরে সেরকম কিছু বুঝলে না হয় ওদেরকেও নিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তা ছাড়া এইসব ব্যাপারে আমাদের তো করণীয় কিছু নেই। শুধুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে যাওয়া।"

বাবলু মাকে জানিয়ে স্কুটার বের করল। তারপর পেছনের সিটে বিলুকে বসিয়ে স্টার্ট দিল।

পঞ্চু এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে? সেও জোর কদমে ছোটা শুরু করল স্কুটারের পিছু পিছু।

বিলু বলল, "ওর কী হল হঠাৎ? ও-ও যেতে চায় নাকি?"

বাবলু বলল, "না। ওর একটা অন্য মতলব আছে।" বলে স্কুটার থামিযে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু ঘন ঘন লেজ নেড়ে 'কুঁই কুঁই' শুরু করল।

বাবলু হেসে বলল, "আর রোদে রোদে ঘুরিস না। যদি পাই তো নিয়ে আসব।" বলে আবার স্কুটারে স্টার্ট দিল।

বিলু বলল, "কী হল ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না তো?"

বাবলু বলল, "ও আজকাল রোজ সকালে সস দিয়ে শিঙাড়া খাচ্ছে। আজ শিঙাড়া না পেয়ে নিমকি এনেছি, তাই খেয়ে জুত হয়নি ওর। সেজন্যই আমাকে বেরোতে দেখে ও মনে করিয়ে দিতে এসেছে যদি শিঙাড়া পাই যেন ওর জন্য নিয়ে আসি।"

বাবলুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল বিলু।

কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা এ পথ সে পথ করে হাজারহাত কালীতলায় এসে পৌঁছল।

বিলুর বন্ধু ছুটে এল ওদের দেখে। তারপর সেই বাড়ির কাছে নিয়ে এল ওদের। যে বাড়ি আজকের তারিখে দারুণ রহস্যময়।

ওরা দূর থেকে দেখল সত্যই একটি বাড়ির ভেতর থেকে হালকা কুয়াশার মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই বাড়ির আশপাশে অনেক লোক। পুলিশ ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না দুর্ঘটনা অথবা লুটপাটের ভয়ে। দমকল বাহিনীর লোকেরা জল ঢেলে বাড়িটাকে শীতল করবার চেষ্টা করছে।

বাধা পেয়ে বাবলু বিলুও ঢুকল না।

বন্ধু বলল, "এর রহস্য কি তোরা উদ্ধার করতে পারবি?"

বাবলু অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "হ্যাঁ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কীভাবে?"

"কীভাবে আবার! যেমন রহস্যময়ভাবে এই বাড়ি তেতে উঠেছে তেমনই রহস্যময় ভাবে এই বাড়ি দু'-একদিন বাদে শীতলও হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার এটা। গত বছর এই হাওড়া শহরেই আর একটি বাড়িতে ঠিক এইভাবেই একইরকম ঘটনা হয়েছিল। এখন সেখানে কোনও উত্তাপ নেই। গৃহস্থ যেভাবে বসবাস করছিল ঠিক সেইভাবেই বসবাস করছে।"

"সত্যি?"

"তবে না তো কি মিথ্যে? যাই হোক, থানা পুলিশ দমকল পর্যন্ত যখন গড়িয়েছে তখন বিজ্ঞান গবেষকরা নিশ্চয়ই আসবেন এবং এর কারণ খুঁজে বের করবেন। পরে কী হল সময়মতো একটু জানিয়ে দিস।" বলে ওরা আর সেখানে না থেকে এখানকার বিখ্যাত হাজারহাত কালীর মন্দিরে গেল।

মন্দিরে দেবীদর্শন করে একটা দোকানে চা খেয়ে বাড়ির দিকে চলল দু'জনে।

হঠাৎ গদাধব মিস্ত্রি লেনের কাছে একটা জটলা দেখে স্কুটার থামিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

ব্যাপার কী! এখানে আবার কী হল? ওই একই ঘটনা নাকি? না অন্য কোনও ব্যাপার!

বাবলু একটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে এত ভিড় কেন ভাই? কী হয়েছে?"

ছেলেটি বলল, "আর বলো না। এখানে একটি নার্সারি স্কুল আছে। সেই স্কুলের একটি ছোট্ট মেয়ে টিফিনের সময় চুরি হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "অবাক কাণ্ড! প্রকাশ্য দিবালোকে পাড়ার স্কুল থেকে...!"

বিলু বলল, "ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারটা যেন আজকাল হঠাৎ করেই হয়ে যাচ্ছে। আর এইসব চোরেরাও খুব বেপরোয়া।"

বাবলু বলল, "মেয়েটির বয়স কত?"

"কত আর? চার পাঁচ বছরের। টিফিনের সময় খেলা করছিল, তারই মধ্যে কোন ফাঁকে কে যেন নিয়ে পালাল মেয়েটাকে।"

ওরা স্কুটার নিয়েই হেঁটে হেঁটে নানা লোকের মুখে নানারকমের আলোচনা শুনতে শুনতে স্কুলবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

লোকমুখে যা শুনল তাতে বুঝতে পারল খুবই রহস্যময় চুরি। পাঁচ বছরের মেয়ে। খেলতে খেলতেই হাওয়া। কীভাবে যে কী হল তা টেরও পেল না কেউ।

স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এইরকম একটি শিশুকে কেউ চুরি না করলে হারিয়ে যাবার নয়। তার কারণ পাড়ার মধ্যেই স্কুল। সবসময় লোকজন ঘোরাফেরা করছে চারদিকে। বিশেষ করে টিফিনের সময় সব শিশুরই বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসেন দুধ সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে। অথচ তারই ভেতর থেকে কোনও শিশু যদি উধাও হয়ে যায় তবে তা অপহরণ ছাড়া আর কী?

তাই এই অপহরণকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে, বাইরে, নানা লোকের জটলা ও গুঞ্জন যেন মুখর হয়ে উঠেছে। রীতিমতো একটা ভিড় দলা পাকিয়ে আছে সেখানে। থাকবে নাই বা কেন? এ তো একটা ভয়ের ব্যাপার। দিনদুপুরে পাড়ার মধ্যে এ কী! আজ স্কুল থেকে গেছে, কাল যে বাড়ির দোরগোড়া থেকে যাবে না তাই বা কে বলতে পারে? ছেলেমেয়ের বাবা-মায়েরা সকলেই তাই ভীত ও সন্ত্রস্ত।

বাবলু স্কুটারটা বিলুর জিম্মায় রেখে ভিড় ঠেলে আরও এগিয়ে গেল। তারপর স্কুলের ভেতরে অফিসঘরের কাছে গিয়ে দেখল চারজন শিক্ষিকা এবং দু'জন পরিচারিকা ম্লানমুখে বসে আছেন সেখানে।

বাবলু ভেতরে ঢুকতেই এক নজর তাকিয়ে দেখলেন তারা। তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন।

বাবলু বলল, "আমি এখানকার বড়দিদিমণির সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একজন বললেন, "আমিই বড়দিদিমণি। কী বলবে বলো।"

"যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আমি দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।"

বড়দিদিমণি একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, "কে তুমি?"

"আমার নাম বাবলু। আমি এই এলাকা থেকে একটু দূরেই থাকি। আপনি না চিনলেও অনেকেই আমাকে চেনেন। আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন।"

পরিচয় পেয়ে চিনতে পারলেন দিদিমণিরা। না চেনবার কিছু নেই। হাওড়া শহরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। মুখ না চিনলেও নামে চেনে সবাই। তাই আশার আলো দেখলেন প্রত্যেকেই।

বড়দিদিমণি সবিস্ময়ে বললেন, "ও, তুমিই বাবলু!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পারবে ভাই, তোমার দলবল নিয়ে হারিয়ে যাওয়া ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে?"

"আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা।"

"করতেই হবে। না হলে আমবা মুখ দেখাতে পারব না কারও কাছে।"

"আমি আপনাদের কাছে যা যা জানতে চাইব আপনারা যদি তার সঠিক উত্তর দেন তা হলে কোনও অসুবিধে হবে না ওকে খুঁজে বের করতে।"

"আমরা তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করব। তোমরা আমাদের সহায় হও। আসলে টিফিনের সময় সব ছেলেমেয়েরই বাড়ি থেকে অভিভাবকরা আসেন বলে সেইসময আমরা একটু নিশ্চিন্তে থাকি। কিন্তু আজ যে এমন হবে তা কে জানত!"

আর একজন দিদিমণি বললেন, "এতে যে আমাদের স্কুলেরও বদনাম। তা ছাড়া এরপরে আর কোনও অভিভাবকই আমাদের স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েকে রাখতে চাইবেন না।"

বাবলু বলল, "থানায় খবর দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, পুলিশ এল বলে।"

"আপনাদের স্কুলেব ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?"

"এই বছর একশো ষাটজন। এর মধ্যে এগাবোজন আজ অনুপস্থিত ছিল।"

"মেয়েটির বয়স কত?"

"পাঁচ বছর।"

"তা হলে তো একেবারেই শিশু।"

"আব কী দারুণ ফুটফুটে। এমন আধো আধো কথা বলে যে শুনলে মায়া লাগে। ঠিক যেন একটি পাখির মতো।"

"কী নাম ওব?"

"প্যাসিফিক দত্ত।"

"বাঃ। বেশ নাম তো। একেবারেই আন-কমন। মেযেটি ওর নাম উচ্চারণ করতে পারত?"

"পারত।"

"মেয়েটির বাড়ি থেকে কে টিফিন নিয়ে এসেছিল?"

"ওর বাড়ি থেকে সবদিন টিফিন নিয়ে কেউ আসত না। তবে আজ ওর মাসি এসেছিল। খাইয়ে চলে গেছে। তারপরই নিখোঁজ মেয়েটি।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? ওর মাসিকে একবার ডাকাবেন? আমি তার সঙ্গেও একটু কথা বলতাম।"

এমন সময় বাইরে শোরগোল উঠল।

পুলিশ এসেছে।

বাবলুদের অপরিচিত একজন নতুন এস আই মেয়েটির মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘবে ঢুকলেন। তারপর বললেন, "বাইরের লোক কেউ এখানে ভিড় কববেন না। যে যার বাচ্চাদের নিয়ে চলে যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

এই একটি কথাতেই কাজ হল। অনেকেই চলে গেলেন যে যার ছেলেমেয়ে নিয়ে।

শুধু পাড়ার কিছু উৎসাহী যুবক স্কুলের গণ্ডির বাইরে ভিড করে রইল।

বাবলু দেখল ঘাড় অবধি চুল এক কিশোরী দরজার কাছে বিবর্ণ মলিন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ওদেরই সমবয়সি। চোদ্দো পনেরোর বেশি নয়। পরনে মিনি স্কার্ট। টাওয়েল গেঞ্জি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চমৎকার মুখশ্রী। আর তেমনই লাবণ্যবতী। নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওযা মেযেটিব বাড়ির কেউ। চোখদুটি জলে ভরা। ছল ছল করছে।

বাবলু মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, "শোনো।"

মেয়েটি একবার চোখ তুলে তাকাল। তারপব আবাব চোখ নামিয়ে নিল। অহংকারে কি স্বভাবে তা কে জানে?

বাবলু বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কবব?"

মেয়েটি বাবলুকে ফালতু ছেলে মনে করেই যে ঘরে পুলিশেব সঙ্গে দিদিমণিদের কথা হচ্ছিল সেই ঘরে ঢুকে গেল।

বাবলুও ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

পুলিশের এস আই তখন জোর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। বাবলুকে দেখেই বললেন, "আমি না বারণ করেছিলাম এ সময় ভেতরে কেউ আসবে না। যাও, বাইরে যাও।"

বাবলু বলল, "এই মেয়েটির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।"

"তার মানে?"

অপহৃতা মেয়েটির মা বললেন, "কে রে কুসুম? ছেলেটিকে চিনিস তুই?"

"না দিদি।"

একজন শিক্ষিকা বললেন, "চেনবার দরকার নেই। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো। ও পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু। খুব ভাল ছেলে। হয়তো ওর দ্বারাও আমাদের উপকার হতে পারে।"

তরুণ এস আই একটু বিস্মিত হয়ে নরম সুরে বললেন, "ও! এই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বড়দিদিমণি বললেন, "হ্যাঁ। ওদেরই একজন।"

কুসুমও মুখে হাসি এনে বলল, "তাই ভাল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম কে না কে।"

বাবলু বলল, "দিদিমণিরা পুলিশকে যা বলবার বলুন। তুমি একটু বাইরে চলো। আমি দু'-একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব শুধু।"

কুসুম বাইরে এসে একটি বেঞ্চিতে বাবলুর পাশে বসে মুখটাকে করুণ করে বলল, "তোমার সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় না থাকলেও তোমাদের নাম আমি শুনেছি। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন নাম-ডাক খুব। আর তুমি হচ্ছ তাদের নায়ক, কে না চেনে তোমাকে? তোমরা তো অনেক অসাধ্যসাধন করেছ, তা পারবে কি আমার বোনঝিটিকে উদ্ধার করতে?"

"পারব এমন কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। তবে চেষ্টা করব। অবশ্য যদি তোমার সহযোগিতা পাই। তার আগে আমার দু'-একটা কথার উত্তর দাও তো।"

"কী কথা বলো।"

"তুমি যখন তোমার বোনঝিকে টিফিন দিতে এলে তখন সেখানে কে কে ছিল?"

"কেউ না। শুধু মউ আর মিঠু নামে দুটি মেয়ের সঙ্গে খেলছিল। অন্যান্য মেয়েদের বাড়ির লোকরাও অবশ্য ছিল সেখানে। আর কাউকে তো দেখিনি। আমি খাবার খাইয়ে চলে আসতেই ও মউ আর মিঠুর সঙ্গে খেলতে লেগে গেল।"

"ওই মেয়েদুটোর বাড়ি তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ। ওরা তো দু' বোন।"

"আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে ওদের বাড়ি?"

"নিশ্চয়ই পারব।"

"চলো তো দেখি।"

বিলু স্কুটার নিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করছিল।

বাবলু ইশারায় বিলুকে ডেকে কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে মউ মিঠুদের বাড়ির দিকে চলল।

যেতে যেতে কুসুম বলল, "এই ছেলেটি কে? তোমার ভাই বুঝি?"

"ভাইয়ের মতোই আপন। এক মন এক প্রাণ আমরা। ও আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন। ওর নাম বিলু।"

কুসুম মুখে হাসি এনে বলল, "ও আচ্ছা আচ্ছা।"

বেশ কয়েকটি বাড়ির পরেই একটি নতুন রং করা একতলা বাড়ির সামনে এসে থামল কুসুম। তারপর দরজায় নক করে ডাকল, "গৌরীদি! এই গৌরীদি!"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"আমি কুসুম। একবার মউ মিঠুকে আসতে বলবে? পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুদা কী জিজ্ঞেস করবে ওদের।"

গৌরীদি দরজা খুলে দিতেই মউ মিঠু ছুটে এল। কী সুন্দর টুকটুকে ফুটফুটে মেয়েদুটি।

বাবলু একজনকে কোলে নিয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম মউ।"

অপরজন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে আধো আধো বুলিতে বলল, "আমার নাম জিগ্‌গেছ করলে না তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু ওর গাল টিপে বলল, "ওমা! তাই তো, সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে। বলো তোমার কী নাম?"

"আমার নাম মিথু (মিঠু)।"

"বাঃ বাঃ। বেশ নাম। তোমরা তো নার্সারি স্কুলে পড়ো, তাই না?"

মউ বলল, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মউ বলোতো তোমাদের স্কুলের প্যাসিফিক মেয়েটি কেমন?"

মউ একগাল হেসে বলল, "খু-উ-ব ভাল। তবে কী জান, প্যাসিটা বড় হ্যাংলা।"

"কীরকম?"

"ও রোজ আমাদের কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট চেয়ে খায়।"

"তাই নাকি? তোমাদের দু' বোনেরই কাছ থেকে?"

"না। সবার কাছে থেকেই চায়। কেউ কিছু খেলেই ও বলে, এই একটু দিবিরে?"

"ও কাউকে কিছু দেয় না?"

"ও কিছু আনেই না তো দেবে কী?"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "একী শুনছি কুসুম? একটি শিশুকে তোমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করতে পাঠাচ্ছ অথচ তাকে একটু খুশি করবার কোনও ব্যবস্থা করো না? কেন একটি শিশুকে সামান্য লজেন্স বিস্কুটের জন্য অন্য শিশুর কাছে হাত পাততে হয়? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এ খুবই লজ্জার কথা।"

কুসুম মাথা হেঁট করল।

বাবলু মউকে আবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বলো তো দেখি তোমরা যখন খেলছিলে তখন কেউ তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল কি না?"

"হ্যাঁ। সেন্টুমামা এসে সবাইকে চকোলেট দিচ্ছিল। আমাদের তো অনেক আছে, তাই আমরা নিইনি।"

মিঠু বলল, "ছেনতুমামা আমাকেও দিচ্ছিল।"

"তুমি নিয়েছ?"

"না, আমি নিইনি। আমার বাবা আমাদের বলে দিয়েছেন বাইরের লোক কেউ কিছু দিলে একদম নিবি না। কারও কোলে যাবি না। জোর করলে চ্যাঁচাবি। না হলে ঢিল ছুড়ে চোখ কানা করে দিবি।"

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা! তা প্যাসি কী করল?"

মউ বলল, "প্যাসি কিছুই করল না। ও সেন্টুমামার কোলে উঠে বলল, "আমাকে কোয়ালিটি আইসক্রিম খাওয়াবে গো?" সেন্টুমামা বলল, "খাওয়াব। আমার সঙ্গে আয়।" বলে ওকে নিয়ে চলে গেল।

বাবলু কুসুমকে বলল, "সেন্টুমামা কে?"

কুসুম বলল, "জানি না। প্যাসির তো কোনও মামা নেই। আমরা তিন বোন, বড়দি মেজদি আমি।"

"প্যাসি কোন দিদির মেয়ে?"

"প্যাসি আমার মেজদির মেয়ে।"

"তোমার বড়দি কোথায় থাকেন?"

"বড়দি এখানে থাকেন না। বাংলার বাইরে থাকেন।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। এখন আমাদের অবিলম্বে এই সেন্টুমামাটিকে খুঁজে বের করতে হবে। তা প্যাসির কোনও ছবি আমাদের দিতে পারো কুসুম?"

"পারি। আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসো।"

বাবলু বিলু দু'জনেই কুসুমের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেল। তারপর প্যাসির একটি ছবি নিয়ে সেটি সযত্নে রেখে বাড়ি ফিরে এল।

ওদের দু'জনের মনেই এখন একটাই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল, কে এই সেন্টুমামা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ২ ॥

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিবে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন চিন্তা করল বাবলু। তারপর বিলুকে বলল, "খুব গোলমেলে ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে, তাই না রে?"

বিলু বলল, "সেইরকমই তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।"

"তুই এক কাজ কর, চট করে স্নান খাওয়াটা সেরে এখানে চলে আয়। তাড়াতাড়ি করবি কিন্তু। যা করবার এখনই করতে হবে আমাদের। না হলে মেয়েটা পাচার হয়ে যাবে।"

"এই সময় ওবাও যদি সঙ্গে থাকত!"

"এতক্ষণে নিশ্চযই এসে গেছে। যাবার পথে ওদেরকেও খবরটা দিয়ে যা।"

বিলু চলে গেল।

বাবলু ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর মাকে বলল, "মা! আমাকে খুব তাড়াতাড়ি খেতে দাও তো। আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে ফেলি।"

মা বললেন, "কেন রে! এত তাড়া কেন? কোথায় যাবি?"

"কোথায় যাব তা জানি না। তবে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা। কী যে হবে কে জানে?"

"কী হল আবার?"

"তুমি কখনও হাজারহাত কালীতলায় গেছ মা?"

"তুই যখন খুব ছোট তখন একবার গেছি।"

"একটু আগে বিলুকে নিয়ে আমি ওখানেই গিয়েছিলাম। বিলুর এক বন্ধুর বাড়ি। কোনও একটা রহস্যময় ব্যাপারে। সেখান থেকে ফেরবার সময় এক জায়গায় একটু ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে শুনলাম ওইখানকার নার্সারি স্কুলের একটি বাচ্চা মেয়ে টিফিনের সময় চুরি হয়ে গেছে।"

বাবলুর কথায় মা শিউরে উঠলেন, "ওমা! সে কী।"

"হ্যাঁ মা।"

"কবে! কখন?"

"আজই। কাজেই এখন যেভাবেই হোক আমাদের তো উচিত শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মা-বাবার বুকে ফিরিয়ে দেওয়া।"

মা বললেন, "আহা রে! দেখ বাবা দেখ। যেভাবেই হোক, ঠাকুরকে স্মরণ করে মায়ের বাছা মায়ের বুকে ফিরিয়ে এনে দে।"

মায়ের কথা শুনে বাবলু অবাক হয়ে গেল। কেন না ওরা যত কৃতীই হোক, তবুও এইসব ব্যাপারে এগিয়ে যেতে মা বড় একটা উৎসাহ দেন না। ওরা যতবার যে কাজ করতে গেছে মা ততবারই ভয় পেয়েছেন। বাধা দিয়েছেন। বারে বারে বাবলুকে তাঁর বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। সেই মা আজ কিনা স্পষ্টই বলে দিলেন এই কাজে ওদের এগিয়ে যেতে। এ যে ভাবাও যায় না।

বাবলু দেওয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিতে একটা প্রণাম করে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল, "ঠাকুরকে স্মরণ তো করবই, তোমার আশীর্বাদও মাথায় থাক। তুমি প্রসন্ন হলে জয় আমাদের হবেই।" বলে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিল বাবলু। তারপর খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনই দরজায় খট খট শব্দ।

বাবলু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই বিলু ম্লান মুখে ঘরে ঢুকল।

বাবলু বলল, "ওরা কই?"

বিলু বলল, "ওরা কেউ নেই।"

"সে কী! কোথায় গেছে ওবা?"

"ভোম্বল গেছে ওর মামার বাড়ির গ্রামে নেমন্তন্ন খেতে আর বাচ্চু-বিচ্ছু হলদিয়ায়।"

"হঠাৎ?"

"ওদের মামা না কে যেন এসেছিল, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। ফিরতে সেই কাল সন্ধেবেলা।"

বাবলু হতাশ হয়ে বলল, "একটা নতুন কাজ শুরু করতে যাব অথচ কীরকম বাধা দ্যাখ।"

"সত্যি, এরকম কিন্তু কোনওবারে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ভোম্বল নেই, বাচ্চু নেই, বিচ্ছু নেই। এখন যা কিছু করবার তা আমাদের দু'জনকেই করতে হবে।"

বিলু বলল, "উপায় নেই। শুধুমাত্র পঞ্চুকে নিয়েই এবারের অভিযান হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "তাই হবে।" বলে দরজা বন্ধ করে প্যাসির ছবিটা নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল দু'জনে।

কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে। মায়া হয়।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে ছবিটাকে দেখে ওর কচি মুখখানি বেশ ভালভাবে এঁকে নিল ওদের মনের ক্যানভাসে।

বিলু বলল, "প্যাসির ব্যাপারে তুই কি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছিস?"

"না। তার কারণ, আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ওই সেন্টুমামাটি কে? কীরকম দেখতে? বয়স কত? কতদিন আসাযাওয়া করছে এখানে, তবে তো?"

"কিন্তু কুসুম যে বলল ওর কোনও মামা নেই।"

"না থাকতে পারে। আর কারও তো আছে? তাকেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

"কীভাবে?"

"তদন্ত করে। দরকার হলে ওই স্কুলের প্রতিটি ছাত্রীর বাড়িতে যাব আমরা।"

বিলু নতবদনে চুপ করে বসে রইল। ওর দৃষ্টি দেওয়ালের একটা ক্যালেন্ডারের দিকে।

বাবলু অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। ওর দৃষ্টিতে গভীর তন্ময়তা। ওর মনে একটাই জিজ্ঞাসা, কে এই সেন্টুমামা! স্থানীয় কেউ নিশ্চয়ই। না হলে মউ মিঠু তো তাকে চিনত না।

বিলু কী যেন ভেবে বলল, "বাবলু!"

বাবলু সে ডাকের সাড়া না দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আমার সঙ্গে একবার আয় তো বিলু।"

"কোথায় যাবি?"

"মউ মিঠুদের বাড়িতে।"

"হঠাৎ? সকালে তো গেলাম একবার।"

"আয় না।" বলে দালান থেকে স্কুটারটা বের করে জোরে হাঁক দিল বাবলু, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু বোধহয় ছাদে ছিল, বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এসে ওর পায়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বিলু বলল, "পঞ্চুও কি যাবে?"

বাবলু বলল, "যাবে তো বটেই। তবে এখন না।" বলে সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আমরা একটু বেরোচ্ছি। হয়তো আবার একটা অভিযানে যেতে হবে আমাদের। তৈরি থাকিস কিন্তু।"

পঞ্চু ঘাড় নেড়ে জানাল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা সবই বুঝে গেছে সে।

বাবলু বিলুকে ওর স্কুটার নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত মউ মিঠুদের বাড়িতে এল।

দরজায় কড়া নাড়তেই গৌরীদি সাড়া দিলেন, "কে?"

"আমি বাবলু। দরজাটা একবার খুলুন না?"

গৌরীদি দরজা খুলেই ভয়ে ভয়ে বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা আবার এলে যে?"

"মউকে একবার ডেকে দিন তো?"

"ও এখন ঘুমোচ্ছে।"

"আমাদের বিশেষ দরকার।"

"কোনও দরকারেই তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না। আমরা এসবের ভেতরে নেই।" বলেই দড়াম করে মুখের সামনে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

বাবলু আর বিলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল পরস্পরের।

এমন সময় পাশের বাড়ির এক বয়স্কা মহিলা জানলার পাল্লা খুলে ওদের দেখে বললেন, "আর বোলো না বাবা, একটু আগে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কেন, কী হল?"

"তোমরা চলে যাবার পরই কোথা থেকে চাপ দাড়ি একটা ছেলে এসে শাসিয়ে গেল, 'মেয়েকে সাবধানে রাখবেন। তোতা পাখির মতো গড়গড় করে যেন নাম টাম না বলে। বললে একেবারে হাপিস করে দেব। আর ওই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে কোনওরকম কথাবার্তা নয়। পুলিশকেও কিছু বলবেন না, বুঝেছেন?' তা এরপরে আর কি কেউ এইসব ব্যাপারে থাকে বাবা?"

"বলেন কী!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই বললাম। একটুও বানিয়ে বলছি না।"

এইকথা শুনেই বাবলু আবার দরজায় ধাক্কা দিল, "গৌরীদি! গৌরীদি! শুনুন, একটিবার দরজা খুলুন, প্লিজ। একদম ভয় পাবেন না। আমরা বলছি কোনও ভয় নেই আপনাদের।"

ভেতর থেকেই উত্তর এল, "বলছি তো কারও কোনও ব্যাপারে নেই আমরা।"

"আপনি কোনও ব্যাপারে না থাকলেও এখন কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। যেভাবেই হোক, ওই সেন্টুমামা জানতে পেরেছে আপনার মেয়ে তার নামটি ফাঁস করে দিয়েছে। অতএব আর আপনার ভয় কী? তাই বলি আপনি একটু সহযোগিতা করুন আমাদের সঙ্গে না হলে আমরা তো পুলিশকে জানাবই। তখন কিন্তু রোজ তারিখে পুলিশের জেরায় উত্তর দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।"

এইবারে দরজা খুলল।

গৌরীদি বললেন, "কী জ্বালা ভাই। কী যে করি এখন?"

"কী আবার করবেন?"

"কীরকম শাসিয়ে গেছে তা তো জানো না।"

"সব শুনেছি আমরা। তবু বলছি ভয় নেই। শুধু যতদিন না ওই মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করতে পারি ততদিন আপনার মেয়েদুটিকে একটু সাবধানে রাখবেন। ঘরের বাইরে বের করবেন না। এমনকী স্কুলেও পাঠাবেন না ওদের। এখন বলুন তো এই যে চাপদাড়ি ছেলেটি এসে আপনাকে শাসিয়ে গেল ওকে আপনি চেনেন কি না?"

"না ভাই। তবে মাঝে মাঝে ওকে ওই স্কুলের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। রোজ নয়, কখনও সখনও। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও খুব ভালবাসত, আদর করত, লজেন্স বিস্কুট দিত। সবাই ওকে সেন্টুমামা বলে ডাকত। আমি ভাবতাম ওই পাড়ারই কারও বাড়ির ছেলে বুঝি। কিন্তু কে জানত ভাই ওর পেটে পেটে এত।"

"সেন্টুমামার বয়স কত?"

"তা ধরো না কেন ত্রিশ-বত্রিশ তো হবেই। আরও কম হবে তবু বেশি নয়।"

"ব্যাস। আর কিছু জানার নেই আমাদের। এখন বলুন তো ওই কুসুম মেয়েটি কেমন?"

"তা কী করে বলব ভাই?"

"আপনি তো ওকে ভালই চেনেন মনে হল।"

"স্কুলেই আলাপ। একবার ওর দিদির সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল অনেকদিন আগে। ও তো থাকে না এখানে।"

"কোথায় থাকে ও?"

"ঝাঝায়। ওর বাবা রেলে চাকরি করেন, সেখানেই থাকে ও। মাঝে মধ্যে দিদির বাড়ি আসে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?" বলে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা। আমরা আসছি।" বলেই বিলুকে নিয়ে সোজা চলে এল প্যাসিদের বাড়ি। কেন না প্যাসির মায়ের সঙ্গেও এই ব্যাপারে একবার কথা বলা দরকার।

প্যাসির মা তখন গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন।

বাবলু বিলু গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই সাড়া দিলেন, "কে?"

"আমরা। একবার দরজাটা খুলবেন?"

প্যাসির মা দরজা খুলেই একটু বিরক্তির সুরে বললেন, "কী চাই তোমাদের? আবার কেন এসেছ?"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো সেন্টুমামাটি কে?"

প্যাসির মা অবাক হয়ে গেলেন।

"ওই নামের কাউকে কি আপনি চেনেন? দেখেছেন কখনও?"

"কই ন্‌না তো!"

একটি বছর দেড়েকের ফুটফুটে শিশু তখন গুট গুট করে এসে বাবলুর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে কোলে ওঠবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

প্যাসির মা বললেন, "বাবাই দুষ্টুমি কোরো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু শিশুটিকে বুকে নিয়ে তাকে আদর করে বলল, "বেশ সুন্দর ছেলে তো। কোনও ভয়-ডর নেই, কেমন সহজেই কোলে এল।"

ওর মা বেশ প্রসন্ন হয়েই বললেন এবার, "ও সবার কোলেই যায়। খুব আমুদে। আর একদম ভয়-ডর নেই। আমার ওই মেয়েও তাই ছিল।"

"আপনার বোন কোথায়? কুসুম।"

"সে চলে গেছে।"

"চলে গেছে! কখন?"

"সকালেই গেছে। তোমরা চলে যাবার পরই।"

বাবলু বিলু দু'জনেই হতাশ হয়ে বলল, "কিন্তু ওকেই যে আমাদের দরকার ছিল। কেন, চলে গেল কেন?"

"যা এখানকার ব্যাপার স্যাপার, অতবড় মেয়ে কাছে রাখা ঠিক নয়। তাই ভয় পেয়ে আমিই ওকে পাঠিয়ে দিলাম। তা ছাড়া আর ক'দিন বাদে আমরাও বর্ধমান চলে যাব। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটাকে ফিরে পেলে হয়।"

"আপনার বোনকে কোথায় পাঠিয়েছেন বউদি?"

"সে বাড়ি চলে গেছে। বাবার কাছে।"

"তার মানে ঝাঁঝায়?"

"যেখানেই হোক, তোমরা এখন যাও তো দেখি। একে মন মেজাজের ঠিক নেই, তার ওপর এইসব জেরা। এর বাবাও যে কবে আসবে বর্ধমান থেকে কে জানে? পুলিশকে তো সব বলেছি। দেখি এখন কী হয়।"

বাবলু বিলু দু'জনেই আশাহত হয়ে ফিরে এল। তবে বাড়িতে নয়, মিত্তিরদের বাগানে। আর সেখানে এসেই দেখল ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে একা ভোম্বল চুপচাপ বসে আছে। আর পঞ্চু ঘোরাঘুরি করছে এদিক সেদিকে।

ভোম্বলকে দেখে তো আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার! তুই কখন এলি! শুনলাম নেমন্তন্ন বাড়ি গেছিস।"

"যাচ্ছিলাম। পথে হঠাৎ ভীষণ ট্রাফিক জ্যাম দেখে চলে এলাম। এসেই শুনলাম তোরা নাকি আমার খোঁজ করেছিস। তাই চলে গেলাম তোদের বাড়ি। তোর মা বললেন, কী একটা মেয়ে চুরির ব্যাপারে নাকি তোরা—।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, বেশ রহস্যময় চুরি।"

"বলিস কীরে!"

"শুধু তাই নয়, রীতিমতো সন্দেহজনক ব্যাপার।"

"যে কোনও চুরিই তো সন্দেহজনক।"

"এটা একটু অন্যরকম।"

"কী রকম কী তবু বল দেখি শুনি?"

বাবলু আর বিলু তখন এক এক করে সব কথা খুলে বলল ভোম্বলকে।

সব শুনে ভোম্বল গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "সত্যিই সন্দেহজনক। তুই তা হলে কাকে সন্দেহ করেছিস বাবলু?"

বাবলু ভোম্বলের পাশে বসে দুটো হাত টান করে একটু আড়ামোড়া ভেঙে বলল, "সন্দেহ একাধিকজনকে করছি। অপহরণকারী চিহ্নিত। কিন্তু নেপথ্যে যে মুখগুলো উঁকি দিচ্ছে তাদের আচরণেও সন্দেহ একটা থেকে যায় না কি?"

"একটু খুলে বল।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল! তুই স্পটে ছিলিস না। বিলু ছিল। তুই শুধু আমাদের মুখে ঘটনার কথা শুনলি মাত্র। তাই বিলুকেই প্রশ্ন করি, একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস বিলু?"

"কী ব্যাপার?"

"একটি শিশু চুরি গেল। তার মা অথবা পাড়াপড়শিরা পুলিশে খবর দিলেন। দারুণ উত্তেজনা। কিন্তু কারও চোখে একফোঁটা জল নেই। অন্য কোনও পরিবার হলে কান্নাকাটির চরম হত। মেয়ের মাকে সামাল দিতে পারত না কেউ। অথচ এখানে যেন সবই অন্যরকম।"

বিলু বলল, "ঠিকই বলেছিস তুই। এক্ষেত্রে সে সব কিছুই হয়নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"মেয়েটির মাসি, বেদনায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, ভাবটা এই, অথচ নির্জলা চোখ। একবার অবশ্য একটু চোখের কোলদুটো চিক চিক করে উঠেছিল। তবে, মনে হয় সেটা উত্তেজনায় অথবা ভয়ে।"

বিলু আর ভোম্বল পরস্পরের দিকে তাকাল।

"সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হল, মউ আমাদের কাছে সেন্টুমামার নাম বলল কিন্তু সে খবর সেন্টুমামা জানতে পারল কী করে?"

বিলু লাফিয়ে উঠল, "সত্যিই তো! এটা তো মনে হয়নি আমাব।"

ভোম্বল বলল, "তোরা যখন কথা বলছিলি তখন আর কেউ ছিল সেখানে?"

"না। বিলু আমি আর কুসুম ছাড়া আর কেউ ছিল না। আরও মজার ব্যাপার, আমরা যখন প্যাসিদের বাড়িতে গেলাম তখন ওর মায়ের মনে কোনও দুশ্চিন্তার ছাপই দেখলাম না। বরং দেড বছরের বাবাই যে সবার কোলে গিয়ে আদর খেতে ভালবাসে সেই কথাটাই উনি বেশ ফলাও করে বললেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল এইরকম একটি ঘটনার পর আজই কুসুম পালাল কেন?"

এই কথা শুনেই ভোম্বল হাতের তালুতে একটা ঘুষি মেরে লাফিয়ে উঠে বলল, "তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

বিলু বলল, "তুই ঠিক ধবেছিস বাবলু। এই দিকগুলো আমি একবারও ভাবিনি। একের পর এক সন্দেহ মেঘের মতো ছায়াপাত করছে মনে ওপর।"

"তার ওপর মেয়েটির বাবা বর্ধমানে আছেন। শুনে মনে হল তাঁকে একটা টেলিগ্রামও করা হয়নি।"

বিলু বলল, "কী করে জানলি তুই?"

"করলে তো শুনতামই। মেয়েটির মা কী বলল শুনিসনি? এর বাবা কবে আসবে কে জানে? এর দ্বারা কী মনে হয়? তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?"

"না।"

"আমার মনে হয় মেয়েটিকে পরিকল্পিতভাবে অপহবণ করানো হয়েছে। এবং তা ওই মহিলাবই কারসাজিতে। এবং তার চেয়েও বড় সন্দেহ যেটা আমার মনেব মধ্যে উঁকি মাবছে সেটা হচ্ছে উনি হয়তো ওই মেয়েটির মা নন।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপাবগুলোই এব কাবণ। তুই-ই বল না, এছাড়া আমবা আর কী-ই বা ভাবতে পারি?"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই বলল, "হুঁ।"

বাবলু বলল, "এবার বুঝেছিস তো গোলমালটা কোনখানে? এখন আমাদেব কাজ হচ্ছে আজ থেকেই ওই বাড়ির দিকে নজরদারি করা। সন্দেহজনক কাউকে ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে বেরোতে দেখলেই তাকে অনুসরণ করব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, তাই করব।"

বাবলুর পরিকল্পনামতো ঠিক সন্ধের পরই ওরা তিনজনে প্যাসিদের বাড়িব সামনে এসে দাঁড়াল। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে ঘুট ঘুট করছে চারদিক। ওরা টর্চের আলো ফেলেই দেখল দরজায় তালাচাবি।

রহস্যময় ব্যাপার।

বাবলু পাশের একটি বাড়িতে নক করতেই এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, "কে গা বাছা?"

অন্ধকারে বাবলু নিজেদের পরিচয় না দিয়েই বলল, "আচ্ছা, বলতে পারেন আপনাদের পাশের বাড়ির এঁরা কোথায় গেছেন?"

"না বাবা, বলতে পারব না। কোত্থেকে আসছ তোমরা?"

"আমরা শিবপুর থেকে আসছি।"

"অ। তা কী ব্যাপার?"

"শুনলাম এঁদের একটি বাচ্চা মেয়ে সকালে হারিয়ে গেছে, সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। মেয়েটিকে পাওয়া গেছে কী জানেন?"

"না বাবা, পাওয়া যায়নি। যে দিনকাল পড়েছে তাতে এই বাজারে ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে কি পাওয়া যায়? আহা! মা মরা মেয়ে। কোথায় যে গেল! কে যে নিয়ে পালাল তা কে জানে?"

বাবলুর আশঙ্কা যে এমন অভ্রান্ত হবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "মা মরা মেয়ে মানে?"

"ও বাবা! তা জান না বুঝি? প্যাসি তো নিজের মেয়ে নয়, সতীনের।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তাই নাকি?"

"বউমার ওই একটিই মাত্র ছেলে, বাবাই। প্যাসির মা মরে যেতে ওর বাবা এই মেয়ের দ্যাখাশোনার জন্য ফের বে করে। মেয়ে অন্ত প্রাণ। ওর বাবা ফিরে এসে শুনলে কী যে করবে তা কে জানে? হার্টফেলই করবে হয়তো।"

"ওর বাবা খবর পেয়েছেন?"

"কে খবর দেবে? বউটি তো রঙ্গের। কোনও ঠিকানা পত্তর রাখে নাকি যে খবর দেবে?"

"আচ্ছা, ওঁর এক বোন এসেছিল না?"

"হ্যাঁ, সেও তো সকালেই পালিয়েছে। বোনে বোনে কী ঝগড়া। একদম মিল নেই। ঝগড়ার পরই চলে গেছে মেয়েটা।"

"আর বউদি?"

"ওর কথা বলতে পাবব না বাবা। আসলে সত্যিকথা বলতে কী পাড়ায় কারও সঙ্গে ওদের বনিবনা নেই। বউটা যেন কী রকমের। আমরাও কথা বলি না। বড মুখরা মেয়ে। ওইটুকু বাচ্চাকে কী মারই না মারত। আদ্দেক দিন ইসকুলে পাঠাত না। টিফিন দিত না। ওর বাবা থাকলে নিজে গিয়ে দিয়ে আসত নিয়ে আসত মেয়েকে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এদের সেন্টুমামা নামে কেউ আছে বলে জানেন?"

"না বাবা। বলতে পারব না।"

বাবলুরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কীরে! কোনও খোঁজখবর কিছু পেলি?"

"না মা। কোনও হদিসই পেলাম না।"

বাবলু বিলু আর ভোম্বল তিনজনেই বাবলুর ঘরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল। আর পঞ্চু করল কী একটা টেবিলের ওপর শুয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এমনভাবে দেখতে লাগল ওদের যে সে অনুমান কবতে পারল রহস্যের কালোমেঘ একটা সাত্যই ঘনিয়েছে এবার।

॥ ৩ ॥

সে রাতে অনেক ভাবনাচিন্তার পর সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু স্কুটার নিয়ে ছুটল প্যাসিদের বাড়ি। গিয়ে দেখল বাড়ি সেই আগের মতোই তালাবন্ধ। অর্থাৎ কিনা কাছাকাছি নয়, বেশ দূরেই কোথাও চলে গেছে ওরা।

বেশ গোলগাল চেহারার মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক, দিব্যি একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। বাবলু স্কুটার থেকে নেমে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, বলতে পারেন এই বাড়ির এরা কোথায় গেছেন?"

ভদ্রলোক বোয়াল মাছের মতো মুখটা কুব কুব করে বললেন, "কেন বলো তো?"

"কাল এই বাড়ির একটি মেয়ে চুরি হয়ে গিয়েছিল কিনা তাই খবর নিতে এসেছি।"

ভদ্রলোক একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না বাবা, কোনও খবর নেই। মেয়েটাকে পাওয়া যায়নি। আর বাইরের দরজায় যখন তালা, তখন নিশ্চয়ই কোথাও গেছে ওরা। শুনেছি বউমার বাপের বাড়ি ঝাঁঝায়। সেখানেই গেছে হয়তো।"

"ঝাঁঝার ঠিক কোনখানে বলতে পারেন?"

"তা কী করে বলব? ওঁর বাবা স্টেশনমাস্টার। এইটুকুই শুধু জানি। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে খোঁজখবর নিলেই পেয়ে যাবে।"

"বাবার নামটা জানেন?"

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, "এই তো ফ্যাসাদে ফেললে ভায়া। পাড়াসুদ্ধু লোকের আত্মীয়-স্বজনের বাবার নাম কি কেউ বলতে পারে? আমি শুধু আমার বাবার নামটাই বলতে পারি, দিগম্বরচন্দ্র কাঁঠাল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু স্কুটার নিয়ে ফিরে এল। আসবার সময় ডেকে এল বিলু ভোম্বলকেও।

ওরা এলে বাবলু বলল, "শোন, আজই আমাদের ঝাঁঝায় যেতে হচ্ছে।"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই বলল, "আজই?"

"হ্যাঁ, এখনই।"

"কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কী করে যাব?"

"প্রস্তুতির ব্যাপার নেই। দারুণ ইমার্জেন্সি।"

ভোম্বল বলল, "ঝাঁঝায় গিয়ে আমাদের লাভ?"

"লাভ লোকসানের হিসেব পরে হবে। আমার মন বলছে ঝাঁঝায় গিয়ে কুসুম আর বউদিকে চাপ দিলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অপহরণের নেপথ্যে ওঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। সতীনের মেয়ে বলে প্যাসিকে বউদি সহ্য করতে পারতেন না। তার ওপর অপুত্রক কোনও পরিবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর চেনা পরিচয় হয়েছে। তাই স্বামীর অবর্তমানে মোটা টাকার বিনিময়ে অথবা অন্য কোনও কিছুর লোভে পাচার করে দিয়েছেন মেয়েটাকে। তবে আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে কিন্তু আমি ওদের সহজে ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "কী করবি তুই?"

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা জানিস? প্রয়োজনে ওদের বাবাইকেও চুরি করে আনব। এবার মেয়ে দেবে, ছেলে নেবে।"

"বাবলু! কী সর্বনাশা খেলা খেলতে যাচ্ছিস তুই?"

"এছাড়া কোনও উপায় নেই। মনে করেছে পালিয়ে গিয়ে বেহাই পাবে ওটি হচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "ঝাঁঝায় গেলে কখন যাবি?"

"দশটা দশের তুফানে।"

"কে কে যাব?"

"আপাতত আমরা তিনজনেই।"

বিলু বলল, "তোর ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে তুই খুবই উত্তেজিত। ব্যাপারটা যতই জরুরি হোক না কেন, ভাঙা টিম নিয়ে আমরা কখনও কোনও দূর দেশে যাইনি। তাই এবারও যাব না। আজ সন্ধের সময় বাচ্চু-বিচ্ছুকে আসতে দে। তারপর কাল সকালে যে গাড়িতে যেতে বলবি সেই গাড়িতেই যাব।"

বাবলু বলল, "বিলু তুই বুঝছিস না, এটা আমাদের পিকনিকের অভিযান নয়। সামান্য একটু গাফিলতির ফলে যে কী অনুতাপ করতে হবে পরে তা বুঝবি।"

এতক্ষণে ভোম্বল বলল, "হোক। হাজার হলেও দূরের ব্যাপার। কার কখন কী বিপদ হয় তা কে বলতে পারে? তাই আমারও মনে হয় দলছুট হয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।"

বিলু বলল, "তা ছাড়া একদিনে এমন কিছু দেরি হবে না।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের সকলের যাবার কোনও দরকারও নেই।"

"তবে কি তুই একা যাবি?"

"ভাবছি।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, আজ রাত্রে ঝাঁঝায় যাবার কোনও গাড়ি নেই? রাতের গাড়িতে গেলে কিন্তু সকলেরই যাওয়া হয়।"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "তা অবশ্য মন্দ বলিসনি। এখন গেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। আর রাতের গাড়িতে গেলে সকালেই।"

বিলু বলল, "তা হলে সেই ব্যবস্থাই কর।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে টাইম টেবলটা বের করে দেখতে লাগল কোন গাড়িতে গেলে ওরা সকালের দিকে পৌঁছোতে পারে। মিথিলা, নর্থ-বিহার, গোরক্ষপুর, জনতা, দিল্লি এক্সপ্রেস অনেক গাড়ি। বাবলুর চোখ হঠাৎ একটি গাড়ির দিকে নিবদ্ধ হল। ফাইভ জিরো ফোর নাইন। বলল, "আজ বৃহস্পতিবার না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে দারুণ একটা ভাল গাড়ি আছে।"

"কী গাড়ি?"

"উইকলি গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস। শুনেছি গাড়িটা একদম ফাঁকা যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "ওয়ান্ডারফুল। তবে তো রিজার্ভেশনেরও কোনও ব্যাপার থাকবে না।"

বিলু বলল, "থাকলেই বা লাভ কী? রিজার্ভেশন পাওয়াও যাবে না। তবে বাবলু, গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস অথচ ভিড় হবে না এমন স্বপ্ন কিন্তু ভুলেও দেখিস না।"

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় খুব একটা ভিড় হবে না। উইকলি গাড়ি, সেজন্য ডিম্যান্ডও কম। অনেকে হয়তো জানেই না। আমরা তো যাব ঝাঁঝা। তাই আমাদের পক্ষে এই গাড়িই উপযুক্ত। গাড়িটা ঝাঁঝায় পৌঁচচ্ছে কখন?"

"সকাল ছ'টা পঁচিশে।"

"চার ঘণ্টা লেট করলেও সাড়ে দশটায়।"

বিলু বলল, "তা হলে এক কাজ করি আয়, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে একবার দেখি পাঁচটা বার্থ পাওয়া যায় কি না।"

বাবলু বলল, "যা তবে। যাবার আগে বাচ্চু-বিচ্ছুদেব বাড়ি হয়ে যা। ওদের মাকেও একবার জানিয়ে আয়।"

বিলু ভোম্বল চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল ওরা। ভোম্বলের মুখ ভাব।

বাবলু বলল, "কী হল পেলি না তো টিকিট?"

বিলু বলল, "পেয়েছি। সাইড লোয়ার আপারে দুটো বার্থ। তোর আমার।"

"সে কী! ওদের পেলি না?"

ভোম্বল বলল, "না। তোরা দু'জনেই যা। আমবা কেউ যাচ্ছি না।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ?"

বিলু বলল, "টিকিট কাটতে যাওয়ার আগে ভাগ্যে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা ফোনে জানিয়েছে আজ ওরা আসছে না। তখনই ঠিক হল ভোম্বলও যাবে না। বাচ্চু-বিচ্ছুদের জন্য ও এখানে থাকবে। আমরা বাইরে গিয়ে যদি প্রয়োজন বুঝি তখন ফোনে জানাব। ও বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে যে কোনও গাড়িতেই হোক আমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।"

বাবলু বলল, "এই পবিকল্পনাটা অবশ্য মন্দ নয়।"

বিজ্ঞ পঞ্চু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে কোনও প্রতিবাদ না কবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাত বাবলু আর বিলু যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল প্লাটফর্মগুলো তখন খাঁ খাঁ করছে। দুটি একটি লোকাল ট্রেন মাঝে মধ্যে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু লোকজনের ভিড় একদম নেই। বিশেষ করে এই আট নম্বব প্লাটফর্ম তো একেবারেই ফাঁকা।

দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হল।

বাবলু বলল, "ওরে ব্বাবা। এ তো দেখছি ভুতুড়ে গাড়ি।"

বিলু বলল, "ব্যাপার কী! সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা হয়ে গেল অথচ এখনও ট্রেনের পাত্তা নেই কেন?"

বিলু বলল, "গাড়ি বাতিল হয়ে যায়নি তো?"

বাবলু বলল, "সন্দেহ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রিজার্ভেশন চার্টও তো এল না।"

"একটা অন্তত ঘোষণা করা উচিত ছিল।"

হানটান করতে করতেই ট্রেন এসে গেল। বিশাল বগি। সবই প্রায় থ্রি-টিয়র স্লিপারের। কতগুলো যে বগি তা বুঝি গুনে শেষ করা যায় না।

বাবলু বলল, "এত বগির গাড়ি কিন্তু প্যাসেঞ্জার কই?"

"কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার।"

একটু পরেই রেলের একজন লোক এসে রিজার্ভেশনে চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে গেল।

চার্ট দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। এ কেমন হল? নাম কই? সবই তো ফাঁকা।

দু'জন নন বেঙ্গলি ভদ্রলোক বললেন, "ইয়ে ক্যায়সা তামাশা হো রহে ভাই?"

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর একটি বার্থে নাম নজরে এল। মাত্র চারজনের নাম। বাবলু বিলু আর ওই দু'জন ভদ্রলোকের।

বাবলু বলল, "তাজ্জব ব্যাপার। এত বড় গাড়ি অথচ আর কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। যতগুলো কোচ সবেতেই রিজার্ভেশন ফাঁকা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "একটা বগিতে মাত্র চারজন। এইভাবে কি যাওয়া যায়?"

বিনা রিজার্ভেশনের যাত্রী জনা পঞ্চাশেকের মতো ছিল। তারা তো ফাঁকা গাড়ি দেখে যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ল। একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে স্লিপার নামিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল যে যার।

নন বেঙ্গলি দু'জন বাবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁহা যাওগে তুম দোনো?"

বাবলু বলল, "ঝাঁঝা। আপ লোগ?"

"সমস্তিপুর। লেকিন ইয়ে গাড়ি মে তো যানা নেহি চাহিয়ে।"

"কিঁউ?"

"ডাকাইতি হো যায়েগা।"

"তা হলে কী করবেন আপনারা?"

"টিকিট রিটার্ন কর দেঙ্গে। কাল সুবে সমস্তিপুর মে যায়েঙ্গে হাম।" বলে চলে গেলেন।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু? এই অবস্থায় যাবি? ভেবে দ্যাখ। আমরা মাত্র দু'জন। পঞ্চুও নেই সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ভাবাভাবির কিছু নেই। জয় দুর্গা বলে উঠে পড়। তারপর যা আছে কপালে হবে। আমিও নিরস্ত্র নই। বাধা পেলে লড়ে যাব।"

"তা তো যাবি। রাতদুপুরে যদি দশবারোজন ওঠে একসঙ্গে, তখন?"

বাবলু হেসে বলল, "এই গাড়িতে একটা ভিখিরিও উঠবে না।"

"বলিস কী তুই?"

"ঠিকই বলছি। নেহাত যাদের মাথা খারাপ আছে তারাই উঠবে এই ফাঁকা গাড়িতে ডাকাতি কবতে। বুঝলি?"

"বুঝলাম।"

বাবলু বিলু আর দেরি না কবে ওদের কোচে উঠে বার্থ দেখে নিল।

বাবলু বলল, "সম্ভবত আমাদের জীবনে এই প্রথম ট্রেন ভ্রমণ যে একটি বিশাল বগিতে মাত্র দু'জন।"

ওরা যখন ব্যাগ রেখে চুপচাপ বসে আছে ঠিক তখনই দেখল একজন শক্তসমর্থ বিহারি যুবক ওদের কামরায় উঠে ছয় বার্থের একটি ছোট্ট কুপে ঢুকে লোয়ার বার্থে শোবার জন্য বিছানা পাততে লাগল। ফোলানো বালিশ, পুরু বেডশিট পেতে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে নিল।

বাবলু বলল, "আপনি কোথায় যাবেন দাদা?"

"জসিডি।"

"আপনার রিজার্ভেশন আছে?"

"কেন বলো তো?"

"না না। অন্য কিছু নয়। আসলে চার্টে কারও নাম দেখছি না তো, তাই।"

যুবক হেসে বলল, "এই ট্রেনে বিশেষ সময় ছাড়া কেউ রিজার্ভেশন করায় না। তোমরা করিয়েছ নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"টাকাটা জলে গেছে।"

বাবলু বলল, "এইরকম ফাঁকা গাড়ি আমরা জীবনে দেখিনি। এমনকী বিনা প্যাসেঞ্জারে যে একটি ট্রেন চলতে পারে তাও জানা ছিল না আমাদের। আজকের এই ট্রেনটা এখনই বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।"

যুবক বলল, "তোমরা এক কাজ করো, বাইরে না থেকে এই কুপের মধ্যে ঢুকে পড়ো। আগে এগুলো লেডিজদের জন্য ব্যবহার হত। এখন সবার জন্য।"

বাবলু বিলুর মুখের দিকে তাকাল।

যুবক বলল, "তাকিয়ে দ্যাখার কিছু নেই। যা বলছি ভালর জন্যই বলছি। ট্রেন ছাড়লেই দরজাগুলো সব লক করে এর ভেতরে ঢুকে এটাকেও লক করে দাও। বাথরুম সারবার দরকার থাকে তো সেরে নাও এইবেলা। রাত্রে একদম ওঠা নয়। সারারাতে কেউ হাজার ধাক্কাধাক্কি করলেও বেরিয়ো না কেউ।"

এমন সময় দু'জন আর পি এফ সহ একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে ঢুকলেন ভেতরে। বললেন, "এই বগিতে কে কে আছেন ভাই?"

বাবলু বলল, "আমরা তিনজন।"

"তোমরা মালপত্তর নিয়ে এস ওয়ানে চলে এসো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু আর বিলু একটু যেন নার্ভাস হয়ে তাকিয়ে রইল অ্যাটেনডেন্টের মুখের দিকে।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "আমরা সব বগি থেকে লোক সরিয়ে একটা বগিতে জড়ো করছি। না হলে এত ফাঁকা গাড়িতে এক আধজন করে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে আসানসোলের পর এই গাড়ির চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়।"

বাবলুরা ব্যাগ নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

বাধা দিল যুবক, "আরে ঘাবড়াও মাৎ। আমি জসিডির বুকিং ক্লার্ক। এই গাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করি। কোনও ভয় নেই। এই কুপ ভেঙে কে ঢুকবে?"

কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "যেতে পারেন যান, তবে কিনা আমাদের কর্তব্য সাবধান করে দেওয়া তাই করে গেলাম। এবার যে যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

বাবলুরা আর কিছু ভাবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আর পি এফ এবং কোচ অ্যাটেনডেন্ট রানিং-এই নেমে গেলেন।

যুবক নিজেই এবার লক করে দিয়ে এল দরজাগুলো। তারপর বলল, "ওদের কথা শুনে বগি পালটাতে গেলেই হয়েছিল আর কী।"

বিলু বলল, "এই ট্রেনের এই হাল বলেই যাওয়া মাত্র রিজার্ভেশন পেয়ে গেছি।"

যুবক বলল, "যাক, রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো।"

বাবলু বলল, "এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা হল আমাদের। তবে এই গাড়িতে এই প্রথম, এই শেষ।"

কুপের মধ্যে লোয়ার বার্থে একদিকে যুবক অপরদিকে বিলু শুয়ে পড়ল। বাবলু গেল আপার বার্থে।

ট্রেন ছুটছে।

রাতের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে সাঁ সাঁ করে ছুটছে ট্রেন। চমৎকার গাড়ি। অথচ কী তার হাল।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম যেন নেমে আসছে দু'চোখ জুড়ে। বাবলু আড়চোখে একবার দেখল বিলুকে। বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে সে।

হঠাৎ কী যেন মনে হতেই ঘুম মাথায় উঠে গেল বাবলুর। তাই তো, রেলের পুলিশ এবং কোচ অ্যাটেনডেন্ট যখন সাবধান করে দিতে এলেন তখন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজনের কথায় বিশ্বাস করে ওদের থেকে যাওয়াটা কি ঠিক হল? বিশেষ করে এই রাতের গাড়িতে? কে বলতে পারে এই লোকই ছদ্মবেশী কোনও শয়তান নয়? গভীর রাতে এই নির্জন কামরায় ওদের ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে এই লোকই যে ওদের গলা কেটে ফাঁক করবে না তাই বা কে বলতে পারে?

কথাটা মনে হতেই বুকটা কেঁপে উঠল বাবলুর।

আর তো ঘুমোলে চলবে না। পিস্তলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে রেখে দিল।

আজ এই মুহূর্তে বড় বেশি করে মনে হল পঞ্চুর কথা। ট্রেন জার্নিতে পঞ্চুর চেয়ে সহায়ক আর কে আছে? পঞ্চু সঙ্গে থাকলে এই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত বাবলু। আসলে গাড়ির অবস্থা যে এমন হবে তা কে-ই বা জানত?

যাই হোক, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। সারারাত জেগে কাটানোই ভাল। এ গাড়ির আবার বর্ধমানে স্টপেজ নেই যে সেখানে নেমে পালটে নেবে। ফার্স্ট স্টপেজ আসানসোলে। এর মধ্যে বেগতিক বুঝলেই 'ডিসুম'।

এইভাবে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতেই অন্য একটা মতলব এল ওর মাথায়। বার্থের ওপর থেকেই ঝুঁকে পড়ে বাবলু দেখল যুবকটি পাজামা আর গেঞ্জি পরেই হাওয়া বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে নাকও ডাকছে বেদম জোরে। সঙ্গে ট্রেনের গতির মিউজিক থাকায় ব্যাপারটা মিলেমিশে যাচ্ছে। যুবকের পাঞ্জাবিটি ঝোলানো ছিল পাশের হুকে। বাবলু সেটি সন্তর্পণে উঠিয়ে নিল।

এইবার উঠে বসে শুরু করল ওর কাজ।

একসময় একপাশে রাখা কিট ব্যাগটাও টেনে নিল। তাবপর জামার পকেট হাতড়াতেই পেয়ে গেল কিছু কাগজ পত্তরের সঙ্গে একটি কার্ড পাস ও আইডেনটিটি কার্ড। এতক্ষণে বুকটা যেন হালকা হল ওর। নাঃ। লোকটা জালি লোক নয়। এরপর কিট ব্যাগ হাতড়ে দেখল সেখানে কোনও ছোরা বা পিস্তল জাতীয় কিছু আছে কিনা। দেখল সেখানেও কিছু নেই। যুবকের যা কিছু তা যথাস্থানে রেখে ও ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সেই ঘুম ভাঙল বিলুর ডাকে ভোরবেলায়।

বিলু তখন সেই যুবককে ডাকাডাকি করছে, "এই যে দাদা, উঠবেন না? আপনি যে বললেন জসিডিতে নামবেন। এই তো আপনার জসিডি এসে গেছে, নামুন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যুবক ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তারপর সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে গেল ট্রেন থেকে।

বাবলুও আপার বার্থ থেকে নেমে এল লোয়ারে।

একজন চা-অলা কর্কশ গলায় হেঁকে হেঁকে চা বিক্রি করছিল। বাবলুরা তার কাছ থেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে খেতে লাগল। কী চমৎকার চা।

ট্রেন ছাড়ল একটু পরেই।

জসিডি থেকে ছাড়ার পর পাহাড় ও বনভূমির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল ট্রেন। এই অঞ্চলের বন ও পাহাড়ের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল একসময়। এখন ততটা না থাকলেও বেশ মনোরম। বিশেষ করে শিমুলতলা ও ঝাঁঝার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ভারী চমৎকার। ট্রেন শিমুলতলাতেও থামল না। জসিডির পর একেবারেই ঝাঁঝায়।

॥ ৪ ॥

ঝাঁঝায় যখন ট্রেন এসে থামল তখন সকাল হয়ে গেছে। লেট ছিল মাত্র আধঘণ্টা। এই লেটও হত না, যদি না হাওড়া থেকে ছাড়তে দেরি করত।

বেশ বড় স্টেশন। পাশেই ঝাঁঝার পাহাড়। সুন্দর পরিবেশ। তবে স্টেশন বড় হলেও খুব একটা জমজমাট নয়। ওরা স্টেশনের কলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু ফ্রেস হয়ে নিল। তারপর এগিয়ে চলল স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়েই ধাক্কা খেল নেম প্লেটের ফলকটির দিকে তাকিয়ে। এতে যে নাম লেখা আছে তা বাঙালির নয়। এন কে ঝা। আবার সহকারী স্টেশনমাস্টার যিনি তিনিও একজন অবাঙালি, আর কে যাদব।

বাবলু আর বিলু হতাশভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে তাকিয়ে। যাঃ। এতদূরে আসাটাই বৃথা হয়ে গেল।

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ। কী বোকামিই না করলাম। ভাল করে নামধাম না জেনে খোঁজখবর না নিয়েই চলে এলাম। ভাগ্যিস সবাই এসে পড়েনি।"

বিলু বলল, "তার চেয়েও বড় কথা, ভগবান রক্ষে যে রাতদুপুরে এসে পৌঁছইনি।"

"এখন কী করা যায় বল তো?"

"কী আবার। সারাটাদিন ধরে চারদিক তোলপাড় করব। তারপর রাতের গাড়িতে ব্যাক।"

"আমি যেন কীরকম মনোবল হারিয়ে ফেলছি এবার।"

"ধ্যুস। তোর মুখে একথা মানায় না। আগে চল কোথাও গিয়ে পেট ভরে কিছু খেয়ে নিই। তারপরে ভেবেচিন্তে উপায় একটা বের করা যাবে।"

ওরা আর সময় নষ্ট না করে বেশ ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ওভার ব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। প্লাটফর্মের ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে কী হয় স্টেশন এলাকাটা দারুণ নোংরা। একেবারে খোলার ঘরের বস্তির পরিবেশ।

জায়গাটাও জমজমাট নয়। লোকজনেরও বসতি খুব একটা বেশি আছে বলে মনে হল না। যা আছে তা শুধু রেলের কলোনি।

বেশ কিছু শিঙাড়া জিলিপি ও চায়ের দোকান আছে। গরম গরম কচুরিও ভাজা হচ্ছে কোথাও। চ্যাটচ্যাটে রসে মাখানো বোঁদের লাড্ডুও পাকানো হচ্ছে।

ওরই মধ্যে একটা দোকান বেছে নিয়ে বসে পড়ল ওরা। দোকানে খরিদ্দারের চেয়ে মাছির সংখ্যা বেশি। যাই হোক, ওরা অন্য কিছু না খেয়ে চারটে করে কচুরি আর দুটো করে প্যাঁড়ার অর্ডার দিল। সব শেষে এক কাপ করে চা।

খেয়ে তৃপ্তি হল না। তবু পেটটা ভরানো হল।

কিন্তু দাম দিতে গিয়েই বিপত্তি।

ওরা পকেটে হাত দিতেই গজকচ্ছপের মতো দীর্ঘদেহ একটি মাংসর তাল পচর পচর করে পান চিবোতে চিবোতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক। বলল, "চালিশ রুপিয়া পঁয়যট পয়সা হুয়া তুমহারা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলুর তো মাথা গেল গরম হয়ে, "তার মানে?"

গজকচ্ছপ হুমকি দিয়ে বলল, "চালিশ রুপিয়া পঁষট পয়সা তুরন্ত নিকালিয়ে।"

বিলু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "এটা মগের মুলুক নাকি?"

বাবলু বলল, "তোমার কচুরির দাম কত করে?"

"দেড় রুপাইয়া।"

"আমরা আটটা খেয়েছি। কত হয়?"

"বারা রুপাইয়া।"

"চারটে প্যাঁড়ার দাম?"

"আট রুপাইয়া।"

"কত হয় তা হলে?"

"বিশ রুপাইয়া।"

"দু'কাপ চায়ের দাম কত?"

"চার রুপাইয়া।"

"তা হলে হয় চব্বিশ টাকা। কিন্তু চাল্লিশ রুপিয়া পঁয়ষট পয়সার হিসাবটা আসছে কোত্থেকে?"

"মেরা হিসাবমে যো হুয়া উয়ো তুমকো বতায়া। তুম দেওগে কি নেহি।"

বিলু বলল, "নেহি। এক পয়সাও দেব না তোমাকে। চোট্টামি করবার জায়গা পাওনি ব্যাটা?"

গজকচ্ছপ একটা লাঠি উঁচিয়ে বলল, "তব তুম হিঁয়াসে যানে নেহি পাওগে।"

বিলুকে এর আগে এমন রাগতে বাবলু কখনও দ্যাখেনি। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বিলু বলল, "ব্যাটার আস্পর্ধা দ্যাখ, লোককে ঠকাতেও ঠকাবে আবার লাঠি দ্যাখাবে। মজা দ্যাখাচ্ছি দাঁড়া। আজ ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে জেলে যাব আমি।" বলেই পাশের টেবিলে পড়ে থাকা সবজি কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল বিলু।

সঙ্গে সঙ্গে বাবলু পেছনদিক থেকে জাপটে ধরল বিলুকে।

গজকচ্ছপ তখন তড়াং তড়াং করে লাফাচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে "বাঁচাও বাঁচাও! মুঝে বাঁচাও! আরে ভাই, কোঈ হ্যায়?"

রাস্তার ধারে দোকান। তাই নিমেষের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে গেল।

দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরাও ছুটে এসেছে তখন।

অবশেষে বাবলুই সকলকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে মেটাল ব্যাপারটা।

ভগবান রক্ষে যে স্থানীয় কিছু লোক বাবলুদের পক্ষ নিয়ে দোকানদারকেই দোষারোপ করল। সবাই বলল, "এই লোকটার স্বভাবই হচ্ছে বেশি করে দাম বাড়িয়ে বলা এবং লোককে ঠকানো।"

একজন গজকচ্ছপের হাত থেকে লাঠি ও একজন বিলুর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিল।

ওরা দাম দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে এসে বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "হুট করে তোর ওইভাবে ছুরি হাতে নেওয়াটা ঠিক হয়নি বিলু। কেসটা অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারত। তা ছাড়া বিদেশ বিভুঁই এটা। এমন কাঁচা কাজ কেউ করে?"

বিলু বলল, "না। কাজটা মোটেই ভাল করিনি। আসলে লোকটা লাঠি তুলতেই মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে গেল।"

"স্বাভাবিক। ভোম্বল এই কাজ করলে চমকাতাম না। তুই যে এত রাগবি তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি। এলাম একটা ভাল কাজে কিন্তু শুরুতেই বিপর্যয়। এর ওপর কিট-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোরা। এ কি ভাল লাগে? এগুলোকে যে কোথাও নামিয়ে রাখব সে উপায়ও নেই। কোথাও একটা হোটেল পত্তরও তো দেখছি না।"

বিলু বলল, "আমাদের কাজ শেষ হলে ওই পাহাড়টায় কিন্তু উঠব একবার। কী ভাল লাগছে না পাহাড়টাকে?"

"অবশ্যই। ঝাঁঝায় এসে ঝাঁঝার পাহাড়ে উঠব না এ কি হয়?"

"তবে একটা কিন্তু ভুল হল আমাদের।"

"কীরকম?"

"কিট-ব্যাগদুটো রেলের ক্লোকরুমে রেখে দিয়ে এলেই হত। তা হলে আর এগুলোকে ঘাড়ে করে বইতে হত না।"

"যা বলেছিস।"

ওরা পায়ে পায়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসে দেখল একজায়গায় ওদেরই বয়সি কতকগুলো মেয়ে সেজেগুজে চুড়িদার পরে বইখাতা সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

বাবলু মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে ডাকল, "এই যে। একটা কথা বলছিলাম।"

থমকে দাঁড়াল মেয়েরা, "ক্যা মতলব?"

বাবলু হেসে বলল, "মতলব কিছু নেই। তোমাদের মধ্যে বাঙালি কেউ আছ?"

একজন বলল, "হ্যাঁ, আছে। কেন বলো তো?"

"কুসুম নামে কাউকে চেনো তোমরা?"

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। একজন বলল, "আলাপ জমাবার টেকনিকটা বেশ ভালই শিখেছ তো দেখছি। এখানে কুসুম টুসুম কেউ নেই। আকাশকুসুম কল্পনা না করে ভালয় ভালয় কেটে পড় তো দেখি। না হলে কিন্তু সবাই মিলে চাঁদা তুলে এমন পেটাব যে ঠ্যালাব নাম বাবাজি কাকে বলে তা টের পাবে।"

বাবলু একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলল, "তোমরা স্কুল কিংবা কলেজ গার্ল। লেখাপড়া জানা মেয়ে তোমবা। আমাদের সঙ্গে ব্যাগ ট্যাগ দেখেও কি তোমরা বুঝতে পারছ না আমরা লোকাল ছেলে নই, বাইরে থেকে আসছি। এমনও তো হতে পারে আমরা তোমাদেরই কোনও বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের ভাই কিংবা দাদা।"

ওদেরই ভেতর থেকে একটি মেয়ে তখন নরম হয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কিছু মনে করো না ভাই। আসলে এই সমস্ত এলাকা খুব একটা ভাল জায়গা নয়। নানা ধরনের ছেলে নানান মতলবে ঘোরাফেরা করে এখানে। কত রকমের অছিলা নিয়ে যে মেয়েদের বিরক্ত কবে তা তোমাদের কী বলব। তাই আমরা তোমাদেব অন্যরকম ভেবেছিলাম। এখন বলো তো কাকে চাই?"

বাবলু বলল, "মেয়েটির নাম কুসুম। তোমাদেরই বয়সি মেয়ে।"

"কুসুম কী?"

"আর কিচ্ছু বলতে পারব না। এমনকী ওব বাবার নামও না। শুনেছিলাম ওর বাবা স্টেশনমাস্টার। কিন্তু এখানে এসে দেখছি সে ধারণা ভুল। ওর দিদির বিয়ে হয়েছে হাওড়া শহরে শিবপুর এলাকায়।"

"আর বলতে হবে না। এইবার বুঝেছি। পাপ্পুদের বাড়ি।"

"পাপ্পু কে?"

"তোমরা যাকে কুসুম বলছ ওরই নাম পাপ্পু। ওর বাবা তো স্টেশনমাস্টার নন। জে এস আই। যাই হোক, এসো আমার সঙ্গে ওদের কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিই।"

বাবলু বিলু মেয়েটির সঙ্গ নিয়ে এগিয়ে চলল।

যাবার সময় মেয়েটি অন্যদের বলল, "তোরা যা। আমি ওদের বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে চলে আসছি।"

স্টেশন থেকে প্রায় মিনিট দশেকের পথ হেঁটে যাবাব পব মেয়েটি একটি কোয়াটারের কাছে এসে বলল, "ওই যে দেখছ জেড ব্লকের 'ন' নম্বর ঘর, ওইটাই।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্কস।"

মেয়েটি বলল, "বাইরে নেম প্লেট আছে দেখবে। ওর বাবার নাম এস কে রায়। যাও।"

মেয়েটি চলে গেল।

বাবলু আর বিলু বাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতেই মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।

বাবলু বলল, "আপনিই রায়বাবু? মানে কুসুমের বাবা?"

"হ্যাঁ। কোথায় সে? তার কোনও খবর আছে? এসো এসো, ভেতরে এসো। কী দুশ্চিন্তায় যে আছি বাবা।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "খবর মানে?"

রায়বাবু হাঁক দিলেন, "ও মা রুনু! দ্যাখ তো কারা এসেছে। আমার তো ভয়ে হাত-পা কাঁপছে।"

বাবার ডাক শুনে যিনি ঘরে ঢুকলেন, ঢুকেই তিনি পিছিয়ে গেলেন দু'পা। তাঁর মুখ তখন কাগজের মতো সাদা।

রায়বাবু বললেন, "কী হল! কী হল তোর?"

বাবলু বলল, "কিছুই হয়নি। দিনের আলোয় উনি ভূত দেখেছেন।"

ওদিক থেকে তখন সাড়া এল, "তো-তো-তোমরা এখানেও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এখন তো শুধু আমরাই এসেছি। এরপরে পুলিশ আসবে। বলুন, কেন আপনি ওইভাবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন? প্যাসিকে কার হাতে তুলে দিয়েছেন আপনি? শিগগির বলুন, না হলে কিন্তু আপনার ছেলেকেও আপনি হারাবেন।"

রায়বাবু বললেন, "এসব কী শুনছি? আমি তো এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রুনু এবার কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, "বাবাই?"

সেই ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি ঘরে এসে ঢুকল এবার।

রুনু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শোনো ভাই, কোনও মা কখনওই তার ছেলের দিব্যি দিয়ে মিথ্যে কথা বলে না। আমিও তাই বলছি না। আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করো। আমি একটু মাথা গরমের মেয়ে। রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না। সেইজন্যই ছেলেমেয়ে অন্যায় করলে একটু বেশি মারধোর করি। আমার স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গে বনিবনা হয় না আমার। তাই পাড়াতেও আমার সুনাম নেই। তবু বলছি, তোমরা যাই ভাবো না কেন আমাকে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি জানিই না মেয়েটা কীভাবে চুরি হল বা কারা এ কাজ করল।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হলে মেয়েটাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে আপনার চলে আসাটা তো ঠিক হয়নি। আপনার বোন কোথায়? কুসুম?"

"জানি না। তারও কোনও খবর নেই। সেও নিখোঁজ। তাকেও নিশ্চয়ই আমি কোথাও পাচার করে দিইনি। মেয়েটা চুরি যাবার পর ওর সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়। মেয়ে চুরি যাওয়ার ঘটনার জন্য আমি ওকেই দায়ী করি। ও যদি টিফিন পিরিয়ডে শেষপর্যন্ত থাকত তা হলে এই কাণ্ড ঘটত না। সেই ঝগড়ার পর আমার বোন আমাকে কিছু না বলেই এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসে। এবকম আবও অনেকবার করেছে ও। কিন্তু এবাবে কেন জানি না আমার মনটা একটু বিপদের আশঙ্কা করল। তাই রাতের গাড়িতেই আমি ওর খোঁজে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু এসে দেখি সে এখানেও আসেনি।"

"সে কী! গেল কোথায় মেয়েটা।"

"কী জানি ভাই। কী যে হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রায়বাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার। অবশ্যই মেয়ের শোকে। বললেন, "না না। আমার পাপ্পু আর ফিরবে না। আমার আদরের কুসুম অকালেই ঝরে গেছে। ওকে নির্ঘাত খুন করেছে ওরা। নয়তো বেচে দিয়েছে।"

বাবলু বলল, "ওরা মানে? ওরা কারা?"

"যারা ওই দুধের শিশুটাকেও উঠিয়ে নিয়েছে।"

"আপনার জামাই খবর পেয়েছে?"

"তার ঠিকানাই জানি না আমরা। অফিসের কাজে বর্ধমান, দুর্গাপুর কতদিকে যায়। কখন কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তার কী ঠিক আছে? তা ছাড়া বর্ধমান বা দুর্গাপুর তো একটুখানি জায়গা নয়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, আপনি সেন্টুমামা নামে কাউকে চেনেন?"

"হাউ ডেঞ্জারাস। সেন্টুকে চিনব না? ওর ভাল নাম জর্জ। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা। জেলভাঙা কয়েদি। প্যাসির মামা।"

বাবলুর চোখ কপালে উঠল, "প্যাসির মামা!"

"হ্যাঁ। আপন মামা। ফেরারি আসামী। শুধুমাত্র ওরই জন্য আমার জামাই অর্থাৎ অজয় আগের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি। প্যাসি যখন ছ'মাসের তখন থেকেই মামাবাড়ির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। ওর মা হঠাৎ স্টোভ বার্স্ট করে মারা যায়। আর ওই ক্রিমিন্যালটার ধারণা অজয় বুঝি আবার বিয়ে করবার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে ওর বোনকে পুড়িয়ে মারে। তাই মাঝে মাঝে ও শাসাত অজয়কে, হয় তার বোনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লাখ টাকা দেবে, নয়তো প্যাসিকে কেড়ে নেবে সে। শুধু তাই নয়, আমার রুনুর সঙ্গে যখন অজয়ের বিয়ের কথা হল তখন একদিন ও এসে ভয় দেখিয়েছিল আমাকে, এখানে বিয়ে না দিতে। বলেছিল ওর বোনের হত্যাকারীর প্রতিশোধ ও নেবেই। কাজেই এইরকম জায়গায় বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? এইসময় জর্জ একটি পুলিশ খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাই সুপাত্র দেখে নির্ভাবনায় আমি অজয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিই। প্যাসিকে তা হলে ওই চুরি করেছে এবং আমার ওপর বদলা নেবে বলে কুসুমকেও। এই দুটি অপহরণ একই লোকের কাজ। না হলে আমার পাপ্পু, গেল কোথায়? আমি তাই তো রুনুকে বকছি। অতবড় মেয়েটাকে তুই একা ছাড়লি কী বলে? আসলে বলব কী বাবা, আমার

এই মেজ মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। ছেলেবেলা থেকেই ও অসহিষ্ণু। মাথা গরমের। কিছুতেই কারও সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। শুধু এই বাচ্চাটার মোহে কুসুম ওর ওখানে যেত। তাও দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসত কাঁদতে কাঁদতে, ওর দুর্ব্যবহারে।"

বাবলু বিলু সব শুনে অনুমান করল ব্যাপারটা। বলল, "আপনার বড় মেয়ে কোথায় থাকেন?"

"বিলাসপুরে।"

"কুসুম যেখানে যায়নি তো?"

"না। তার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই ও সেখানে যাবে না। তা ছাড়া বিলাসপুরের কোথায় যে আছে সে তাও জানি না আমরা।"

বাবলু বলল, "কুসুমের ব্যাপারে থানাপুলিশ কিছু করেছেন?"

"করেছি। তবে কিনা অসুবিধে হয়েছে এই যে ওর বড় বয়সের কোনও ফটোই আমাদের কাছে নেই। তা ছাড়া সত্যিকথা বলতে কী জর্জের হাতে ও পড়ে থাকলে কারও ক্ষমতা নেই ওকে ফিরিয়ে আনে।"

"এবার বলুন তো জর্জের চেহারাটা কীরকম?"

"সুন্দর চেহারা। রাজপুত্রের মতো। টকটকে ফরসা গায়ের রং। পাজামা পাঞ্জাবি পরে। দাড়ি রাখে। আর সবসময় মোটরবাইকে চেপে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়।"

বাবলু সব শুনে বলল, "কিছু যদি মনে না করেন তো আমাদের ধারণার কথা বলি।"

"বলো।"

"আমাদের অনুমাণ, প্যাসিকে অপহরণ করানোর ব্যাপারে আপনার মেয়ে পাপ্পু অর্থাৎ কুসুমের যথেষ্ট হাত আছে। তার কারণ যেখানে গিয়ে এবং যার কাছ থেকে সেন্টুমামার নাম শুনি সেখানে আপনার মেয়ে কুসুম ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। অথচ কীভাবে যেন জর্জ-এর কানে খবরটা চলে যায়। এতেই আমরা এইরকম একটা ধারণা করছি।"

"এ কী করে সম্ভব!" বলেই রায়বাবু মাথার চুলগুলো মুঠো করে বললেন, "ওঃ ভগবান! যাও যাও তোমরা যাও। আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না।"

বিলু বলল, "এত অধৈর্য হয়ে পড়লে কী করে হবে?"

রায়বাবু বললেন, "আমি আমার মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলছি ক্রমশ। এবাব আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আপনি শান্ত হন।"

"ডোন্ট ডিসটার্ব। গো ব্যাক প্লিজ।"

বাবলুরা আর সময় নষ্ট না করে চলে এল স্টেশনে। ওদেব যা কিছু জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এখন কোথাও কোনওখানে ক্ষীণতম এতটুকু সূত্রও যদি পায় তো তাই ধরেই এগোতে হবে। সেন্টুদা ওরফে জর্জ-এর সন্ধান পেলেই উদ্ধার হবে মেয়েদুটো।

ঝাঁঝা স্টেশনে তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। সেই রোদে তেতে পুড়ে বহুদূর থেকে ছুটে আসা অমৃতসর মেল তখন ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে আছে। কখন ছাড়বে তারও কোনও ঠিক নেই।

অনেক পরে স্টেশনের লাউড স্পিকারে ঘোষণা করা হল মধুপুরের কাছে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য অমৃতসর মেল ছাড়তে দেরি হবে এবং শিমুলতলা পর্যন্ত যাবে।"

একজন বাঙালি ভদ্রলোক তো রেগে আগুন তেলে বেগুন। বললেন, "কেন শিমুলতলা অব্দি যাবে? ছোট্ট স্টেশন একটা। গেলে অন্তত জসিডি পর্যন্ত যাক। তা ছাড়া মেল গাড়ি। যে স্টেশনে তার স্টপেজ নেই সেই পর্যন্ত কেন যাবে সে?"

ভদ্রলোকের রাগারাগিই সার হল। ট্রেন যেমনকার তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ির সিগন্যালও হল না। ড্রাইভার গার্ডও ঢুকে বসে রইলেন অফিসঘরে।

বিলু বাবলু দু'জনেই তখন মনে মনে দারুণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সারারাত ট্রেন জার্নির পর একটা শুয়ে বসে থাকার মতো আশ্রয় না পেলে কি ভাল লাগে? অথচ ট্রেন না ছাড়লে রোদে রোদেই ঘুরতে হবে অথবা স্টেশনেই পড়ে থাকতে হবে ওয়েটিংরুমে।

পায়চারি করতে করতেই একসময় বিলু বলল, "মানুষ কত রকমেরই না হয়, কী বল বাবলু?"

"তা তো হয়ই।"

"রায়বাবুর কথা বলছি। আমরা যে অতদূর থেকে এলাম এখানে, আমাদের একটু থাকতেও বললেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভদ্রলোক। উলটে 'যাও যাও' করে ভাগিয়ে দিলেন। একবার ভেবেও দেখলেন না এই অচেনা জায়গায় এসে আমরা কী করব কোথায় যাব।"

বাবলু বলল, "সব মানুষ কি সমান হয়রে? তা ছাড়া ওঁদের মানসিক অবস্থাও এখন স্বাভাবিকের পর্যায়ে নেই। যাই হোক, চল আমরা বরং ঝাঁঝার ওই বিখ্যাত পাহাড়টায় গিয়ে উঠি।"

"পাহাড়টাকে বিখ্যাত বলছিস কেন?"

"অনেক আগে তো এইসব জায়গা বাঙলাতেই ছিল। তখন জসিডি, শিমুলতলা, মধুপুর, কার্মাটার, মিহিজাম থেকে বিখ্যাত বাঙালিরা এখানে বনভোজনে আসতেন। কত গুণী জ্ঞানী কবি শিল্পী সাহিত্যিকের স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে ওই পাহাড়ে তার ঠিক নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে একবার ঘুরেই আসি পাহাড় থেকে। ট্রেন কখন ছাড়বে তার যখন ঠিক নেই তখন কেন বৃথা সময় নষ্ট করা।"

এই বলে ওরা যাবার জন্য সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় আবার ঘোষণা, "অমৃতসর মেলের গার্ড এবং ড্রাইভার, আপনারা গাড়ি ছাড়ার ব্যবস্থা করুন। সিগ্‌ন্যাল হয়ে গেছে।"

ঘোষণা শোনামাত্র প্লাটফর্মে ভ্রাম্যমাণ যাত্রীরা ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠল।

একজন বাঙালি চেকার তখন ঘোরাফেরা করছিলেন প্লাটফর্মে।

বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "দাদা, এখানকার টিকিটঘরটা কোথায়?"

"টিকিটঘর! কোথায় যাবে তোমরা? এ গাড়ি শিমুলতলার বেশি যাবে না। লাইন ক্লিয়ার পেলে জসিডি।"

"আমরা শিমুলতলাতেই যাব। ট্রেনের গোলমাল দেখে এতক্ষণ টিকিট কাটিনি। তবে আপের টিকিটটা আছে বলেই স্টেশনে ঘোরাফেরা করছিলাম।"

"তা হলে ওতেই হবে। এখনই ট্রেন ছাড়বে। যে কোনও কামরায় উঠে পড়ো। আজ চেকিং নেই। তা ছাড়া আমি তো আছি।"

চেকারেব কথামতো দু'জনেই উঠে পড়ল ট্রেনে।

ট্রেনও ছেড়ে দিল।

বিলু বলল, "এইজন্যই লোকে পাঁজিপুঁথি দেখে ঘর থেকে বেরোয়, বল? আমার মনে হয় আমরা বোধহয় মঘা অশ্লেষা নক্ষত্রে যাত্রা করেছিলুম।"

বাবলু বলল, "এখন তাই মনে হচ্ছে।"

"শিমুলতলায় নেমে আমরা তা হলে কী করব?"

"থেকে যাব। ঝাঁঝায় থাকতাম, তার জায়গায় শিমুলতলায়। এ বরং ভালই হল। অনেকের মুখেই শুনেছি শিমুলতলা ভারী মনোরম জায়গা। এখন বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ করে পুজোর সময় অনেকেই এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেন। ওখানে স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও কোনও হোটেলে উঠে ভোম্বল আর বাচ্চু-বিচ্ছুকে চলে আসতে বলব। পঞ্চুও আসবে ওদের সঙ্গে। তারপর সবাই একজোট হয়ে চিন্তাভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় কাজ করব সকলে। এই সুন্দর পরিবেশে তদন্তের কাজ ভালই হবে আশা করি।"

"তোর কি মনে হয় সেন্টুদার নাগাল পাব আমরা?"

"অবশ্যই। এবং এই জায়গাটাই হবে আমাদের তদন্ত করার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোনও দুষ্টচক্রের কাজ এটা নয়। প্যাসির অপহরণেব ব্যাপারটা স্রেফ পারিবারিক। কুসুমের অন্তর্ধানও সন্দেহজনক। এমনও হতে পারে ওরা হয়তো এই বেল্ট-এরই আশেপাশে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। তাই ধরা ওরা পড়বেই।"

বিলুর বুক আশায় ভরে উঠল এবার।

ট্রেন থামল শিমুলতলায়। গেট পার হতে কোনও অসুবিধে হল না ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৫ ॥

স্টেশনের বাইরে এসে ওরা প্রথমেই বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করল। বাবলু সরাসরি বাড়িতে ফোন না করে ফোন করল ভোম্বলের বাড়িতে।

বাবলুর কণ্ঠস্বর শুনেই উল্লসিত হয়ে ভোম্বল বলল, "তোরা দু'জনে ভালভাবে পৌঁছেছিস তো? এখন নিশ্চয়ই ঝাঁঝা থেকেই ফোন করছিস?"

"না। আমরা ফোন করছি শিমুলতলা থেকে। খুব ভাল জায়গা। বেড়ানোর চমৎকার পরিবেশ। সেইসঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের।"

"ওদিককার ব্যাপার স্যাপার কতদূর কী হল?"

"এত কথা ফোনে বলা যাবে না। তবে মনে হয় বিফল হব না আমরা। বাচ্চু-বিচ্ছুর খবর কী?"

"ওরা এসে গেছে।"

"তা হলে এক কাজ কর, আমাদের দু'জনের বাড়িতে খবর দিয়ে বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে পারলে আজই শিমুলতলায় চলে আয় তোরা। খুব অসুবিধে হলে কাল।"

"আজ গেলে কোন গাড়িতে যাব বলে দে।"

"তুফানের টাইম পার হয়ে গেছে। রাতের দিল্লি অথবা জনতা এক্সপ্রেসে চলে আয়। বাবাকে বলবি স্টেশনে এসে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিতে।"

কথা বলতে বলতেই বাচ্চু-বিচ্ছু এসে পড়ায় ভোম্বল বলল, "বেস্ট অব লাক। বাচ্চু-বিচ্ছু এসে গেছে, কথা বল।"

ভোম্বল বিচ্ছুর হাতে রিসিভার দিতেই বিচ্ছু বলল, "তোমার ফোন পেয়ে খুব খুশি হলাম। আমরা তা হলে আজই যে কোনও ট্রেনে শিমুলতলায় চলে যাচ্ছি। তোমরা ওখানে উঠেছ কোথায়?"

"এখনও ঘর ঠিক হয়নি। স্টেশন এলাকা থেকে ফোন করছি আমরা। ঝাঁঝা থেকে সবেমাত্র এখানে এসেছি।"

"তা হলে তোমরা মনোরম পরিবেশে ভাল দেখে একটা ঘর ঠিক করো। কিন্তু তোমরা কোথায় আছ না আছ আমরা কীভাবে জানতে পারব?"

"আমরা ঘর ঠিক করেই স্টেশনে লোক মোতায়েন করে দেব। কিছু না হোক, স্টেশনমাস্টারের কাছে আমাদের ঠিকানা দেওয়া হবে। অতএব কোনও অসুবিধেই হবে না তোদের। রাখি তা হলে—?"

"ও কে।"

ফোন রেখে বাবলু বলল, "ভালই হল। ওরা সময়মতো যখন হোক এসে পড়বে। এখন তা হলে ঘরের চেষ্টা করি চল।"

ওরা ঘরের ব্যাপারে দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল, "তোমরা বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। ওদিকে ভাল ভাল অনেক ঘর পাবে। রানিকুঠি, বিহারিকুঠি, ভাল ভাল ঘর। আরামে থাকবে।"

বাবলু আর বিলু তাই করল। হাঁটা পথে স্বল্পদূরেতে যেতেই চোখে পড়ল রানিকুঠি। সেখানে তখন মেরামতির কাজ চলছিল। তাই আরও একটু এগিয়ে বিহারিকুঠিতে গিয়ে উঠল।

বিহারিকুঠির পরিবেশ খুবই মনোরম জায়গা। ঘরগুলোও বেশ বড় বড় এবং ভাল। চারদিকে ঘন গাছপালা আর দূরে পাহাড়ের স্পষ্ট রেখা। ঝাঁঝার পাহাড়গুলো তো দারুণ দেখাচ্ছে এখান থেকে। মনে হচ্ছে কিছুটা পথ হেঁটে গেলেই বুঝি উঠে পড়া যাবে পাহাড়ে।

বিহারিকুঠির নির্জন পরিবেশে মনের মতো একটি ঘর ওরা ভাড়া করে নিল। বেশ বড় ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। তবে একটাই অসুবিধে, পর্যাপ্ত জলের সুবিধা নেই। জল আছে বাইরের বাগানে, ইঁদারায়। সেখানে কপিকল ও দড়ি বালতির ব্যবস্থা আছে।

বিহারিকুঠির দেখাশোনা করে যে লোকটি তার নাম গফুর। বেশ লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। মধ্যবয়সি, করিতকর্মা।

বাবলু বলল, "দ্যাখো ভাই, আমরা কিন্তু মোট পাঁচজন। এখন দু'জন এসেছি। বিকেলের দিকে আরও তিনজন আসবে। তখন কিন্তু মাথাগুনে ভাড়া নেবার জন্য দরকষাকষি কোরো না।"

গফুর হেসে বলল, "না খোকাবাবু, তা কেন করব? এখানে এইরকমই হয়। কেউ একজন আগে এসে পছন্দমতো ঘরের ব্যবস্থা করে, পরে বন্ধুবান্ধব বাড়ির লোকেরা আসে। তোমরা যখনই বড় ঘর নিয়েছ তখনই বুঝেছি তোমাদের আরও লোক আসবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গফুরের সঙ্গে কথা বলে ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এল ওরা।

কী দারুণ নির্জনতা এখানে। তবুও প্রকৃতির সুমনোহর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। গিরিডি বা দেওঘরের মতো জায়গাটা এখনও জমে ওঠেনি, তাই শিমুলতলা আজও মানুষকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে এই জায়গাটায় লোকজনের বসতি খুব কম। এমনকী একটি দোকানপত্তরও নেই। শুধু গলির মুখে চায়ের দোকান আছে একটি।

ওরা দোকানে চা খেতে ঢুকল।

দোকানেরই এক অংশে কচুরি আর জিলিপি ভাজা হচ্ছে। বাধ্য হয়েই এত বেলাতেও কচুরি জিলিপি আর চা খেল ওরা। এছাড়া খাবেই বা কী? কিছুই তো নেই। অথচ খিদেও পেয়েছে।

যাই হোক, চা খেয়ে ওরা পায়ে পায়ে আবার স্টেশনের দিকে এল। ওরই মধ্যে এখানটা তবু জমজমাট। দোকানপত্তর সবই আছে এখানে। বাজার হাট আছে। তবে কিনা খুবই দৈন্যদশা এসবের।

সবচেয়ে মুশকিল হল একটি মাত্র নিম্নমানের হোটেল ছাড়া আর কোনও হোটেল চোখে পড়ল না এখানে। আসলে যেখানে সিজন টাইম ছাড়া লোকজনের বেশি আনাগোনা নেই সেখানে হোটেল রেখেই বা লাভ কী? খাবেটা কে? দুর্গাপুজোর সময় থেকে শীতের কয়েকটা মাস সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে। তাও সপরিবারে যে সব যাত্রীবা এখানে আসেন স্বাস্থ্যোদ্ধারে তাঁরা নিজেরাই রেঁধে খান। এখন শুধুই শূন্যতা।

বাবলুরা তাই হোটেলে খাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে আবাব বিহারিকুঠিতে ফিরে এল।

গফুর বলল, "খোকাবাবুরা কোথায় কখন চলে গেলে কিছু টের পেলুম না। তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হল?"

বাবলু বলল, "সেই ধান্দাতেই তো বেরিয়েছিলাম গফুরভাই। কিন্তু খাবার মতো হোটেল তো সেরকম দেখতে পেলাম না।"

"পাবেও না। এসো আমি ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি। একটা দোকানে বলে দিচ্ছি ওরা রান্না করে খাইয়ে দেবে।" বলে একটু আগে বাবলুরা যে দোকানে চা খেয়েছিল সেই দোকানেই নিয়ে গেল ওদের।

দোকানদার বলল, "ওবা তো খানিক আগেই এসেছিল। তখন বলে গেলে এতক্ষণে খাবার রেডি হয়ে থাকত।"

বাবলু বলল, "আমরা তো জানি না এখানে চায়ের দোকানেও এইসবের ব্যবস্থা হয়।"

দোকানদার বলল, "ক'জন তোমরা? দু'জন তো? হয়ে যাবে। তবে একটু দেরি হবে।"

"তবু কত দেরি?"

"এই এক দেড় ঘণ্টা।"

"ঠিক আছে। আমরা তা হলে ওইরকম সময়েই আসব।"

এমন সময় কোথা থেকে যেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের সুদর্শন এক যুবক পান চিবোতে চিবোতে এসে দোকানের সামনে এক ধ্যাবড়া পানের পিক ফেলে নারকেল দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "এ নয়া চিড়িয়া কাঁহাসে আয়ারে বাবুলাল?"

"কলকাত্তাসে। ঘুমনে আয়া।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। ঘুমনে আয়া? মানে ঘুরতে এসেছে।"

"জি হাঁ।"

"ঘুরতে এসেছে না ধান্দায় এসেছে? কিঁউ রে লেড়কা, ঠিক বলিনি? চাল্লুশ পুরিয়া কাঁহাকা।"

বাবলু বিলু দু'জনেই ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল তার দিকে।

সে তখন ফিক করে হেসে বাবলুর দিকে এক চোখ টিপে মস্তানি কায়দায় পাশের একটি পান দোকানের গুমটির কাছ থেকে মোটর বাইকটা নিয়ে সাইক্লোনের মতো উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "লোকটা কে?"

"জয়নাল। বহুৎ বদ মতলবি লেড়কা।"

"কোথায় থাকে ও?"

"এদের কি থাকার কোনও ঠিক ঠিকানা আছে? আজ হিঁয়া, কাল হুয়া। চোরোঁ কা বাদশা।"

"ধরে একদিন বেশটি করে পিটিয়ে দিতে পারো না?"

"হায় রাম। অ্যায়সা মাৎ বোলো ভাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলুরা আর বাইরে না থেকে কুঠিতে ফিরে এল। তারপর ইঁদারার জলে স্নান করে দেহটা ঝরঝরে করে গফুরকে বলল, "ভাই, খাবার জল কোথায় পাব?"

গফুর বলল, "এই তো জল। এই ইঁদারার জলই খাও তোমরা। হজমি পানি। কলকাতার বাবুরা এসে এই ইঁদারার জল ঢক ঢক করে খায়। তাগদ বাড়ে। খিদে হয়।"

বাবলু বলল, "তা হয়, তারপরে কতলোক আমাশায় ভোগে সে খবর রাখো?"

গফুর হাঁ হাঁ করে উঠল, "নেহি নেহি। এ বহুৎ বড়িয়া পানি। ভাল জল আছে। খাও তোমরা। কিছু হবে না।"

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, এই অঞ্চলের জল যে সত্যিই ভাল সে আমরা সবাই জানি। তাই তো দলে দলে বাঙালিরা এখানে আসেন স্বাস্থ্য ফেরাতে। এককালে মধুপুর, জসিডি, দেওঘর, শিমুলতলার জল খেয়ে লোকে কঠিন ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু সে জমানা চলে গেছে এখন। এখন এত যাত্রী, এত নোংরা, এত রোগ যে এখানকার ধুলোমাটি পর্যন্ত বিষিয়ে গেছে। সেইসব ধুলো ময়লা দমকা বাতাসে উড়ে এসে পড়ছে এর ভেতরে। ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে লোকে সাবান মেখে স্নান করে, নোংরা জায়গার ওপর বালতি বসিয়ে সেই বালতিতে ময়লা কাপড় কেচে আবার জলে ডোবায়। তা ছাড়া ওই দ্যাখো, একটা ভাঙা পাখা, একটা প্লাস্টিকের পুতুল আর একটা পোড়া কাঠ জলে ভাসছে। তবুও বলবে এই জল ভাল জল?"

"হাঁ খোকাবাবু। তব ভি বোলবে। এই জল খেলে আমাদের বেমার হয় না। তুমি লোগ্ বিশোয়াস করবে না তো হামি কী করবে?"

বাবলুরা আর কথা বাড়াল না।

গফুর চলে গেলে ওরা ঘবে এসে ওদের সঙ্গে আনা ওয়াটার বটলটা নিয়ে রাস্তার মোড়ে যে টিউবঅয়েলটা আছে সেখানেই চলল জল আনতে। ইঁদারার জল যতই হজমি হোক, ওদের পক্ষে ওই জল খাওয়া সম্ভব নয়।

জল নিয়ে ফেরবার সময় দোকানে বসে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে নিল ওরা। ঘরোয়া রান্না। ভাত ডাল একটা সবজি। খেয়ে তৃপ্তি হল খুব।

দুপুরবেলা পূর্ণ বিশ্রাম। অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করল ওরা। তারপর নানারকম যুক্তি করতে লাগল। প্যাসিকে অপহরণ, কুসুমের অন্তর্ধান, সবই এক সূত্রে গাঁথা মালা। এরই মাঝে ওই জয়নাল নামে যুবকের কথাগুলো গায়ে যেন হুল ফুটিয়ে দিল।

বিলু বলল, "জয়নালের ওই কথাটা কিন্তু আমার ভাল ঠেকল না।"

বাবলু বলল, "কোন কথাটা?"

"ওই যে বলল, ঘুরতে এসেছে না ধান্দায় এসেছে।"

"ও হয়তো এমনি বলেছে কথার কথা।"

"উঁহু। অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে কেউ একথা বলে? নিশ্চয়ই আমাদের ওপর নজরদারি করছে কেউ।"

"করলে তো ভালই। আমরা এসেছি শিকার করতে। তা শিকার যদি আপনা থেকেই আমাদের মুখের গ্রাসে এসে যায় এতে তো আমাদেরই লাভ।"

এমনসময় দরজায় টকটক শব্দ।

"কে?"

"আমি গফুর।"

বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কালো রঙের প্যান্ট আর খাঁকি জামা পরে মধ্যবয়সি গফুর ভেতরে ঢুকল। বলল, "তোমাদের কোনও তকলিফ হচ্ছে না তো?"

বাবলু বলল, "না না। বেশ ভালই আছি।"

"ক'দিন থাকবে তোমরা?"

"তার কোনও ঠিক নেই। যে ক'দিন ভাল লাগবে সেই ক'দিনই থাকব।"

গফুর অকারণেই একবার চারপাশ দেখে নিয়ে একটু চাপা গলায় বলল, "খোকাবাবু, তোমরা এক কাজ করো, আজকের দিনটা থাক এখানে। তারপর তোমাদের আর সবাই এসে গেলে কাল তোমরা জসিডি কিংবা দেওঘরে চলে যাও। মধুপুরেও যেতে পারো। ভাল জায়গা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বিলুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "কেন গো, শিমুলতলাই বা খারাপ কীসে?"

গফুর বলল, "শিমুলতলা ভাল জায়গা। লেকিন খোকাবাবু তোমাদের জন্য এই জায়গা ভাল নয়।"

এবারে বিলু বলল, "কেন? কী দোষ করলাম আমরা?"

"তোমাদের পেছনে দুশমন লেগে গেছে। তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই এই দেখেই কিছু বদমাশ নজর রাখছে তোমাদের দিকে। ওইরকম একটু আন্দাজ করেই আমি তোমাদের সাবধান করে দিতে এলাম। তোমরা ভাল মন নিয়ে এদিক ওদিক করবে আর ওই বদমাশরা তোমাদের সবকিছু কেড়ে কুড়ে নেবে। হয়তো গলা কেটে ফেলে দেবে রাস্তার ধারে।"

"সে কী।"

"হ্যাঁ খোকাবাবু। একটু আগে জয়নাল এসেছিল। ও খোঁজ নিচ্ছিল তোমাদের ব্যাপারে। তোমরা ক'জন আছ, ক'দিন থাকবে, এইসব। আমার ভাল লাগল না ব্যাপারটা। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তো আমার কুঠির বদনাম হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "তুমি সতর্ক করে দিয়ে ভালই কবলে গফুবভাই। আজ রাতটা তো থাকি, তারপর কাল সকালে দ্যাখা যাবে।"

গফুর চলে গেল।

বাবলু বলল, "একেই বলে কপাল। এক ক্রিমিন্যালের খোঁজে এসে আর এক ক্রিমিন্যালের পাল্লায় পড়ে গেলাম।"

বিলু বলল, "জর্জ-সেন্টুদা এখন মাথায় থাক। আগে জয়নালের মোকাবিলা করি আয়।"

বাবলু বলল, "জানিস বিলু, পাপের ভারা যখন পূর্ণ হয় তখন এইরকমই হয়। না হলে শিমুলতলায় আমাদের আসবারই কথা নয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমাদের আসতেই হল।"

"তার মানেই কাল ঘনিয়ে এসেছে ওব।"

"তখন থেকেই মাথাটা জ্বলে ছিল আমার।"

"তুই তো ওব কথাকে আমলই দিচ্ছিলি না।"

"না দিলেও মনের মধ্যে কিন্তু তোলপাড় করছিল। যাই হোক, ও যত বিষাক্ত সাপই হোক না কেন, ওর বিষদাঁত না উপড়ে আমরা যাচ্ছি না। শুধু পঞ্চুকে একবার আসতে দে।"

"পঞ্চু না আসা পর্যন্ত ওর সমস্ত উপদ্রব আমরা হজম করব। আমরা যে কত মারাত্মক তা ওকে কিছুতেই বুঝতে দেব না।"

বাবলু আর বিলু এবার আলোচনার মাধ্যমে জয়নালকে প্যাঁচে ফেলার পরিকল্পনা করতে লাগল।

বিকেল চারটে পর্যন্ত ওরা শুয়ে বসে থেকে স্টেশনের দিকে গেল ট্রেনের খবরাখবর নিতে। একটু আগেই লাইন ক্লিয়ার হয়েছে। ট্রেন চলাচলও শুরু হয়েছে তাই।

বাবলু আবার বাড়িতে ফোন করল।

বাবা ছিলেন। বললেন, "ওরা রওনা হয়ে গেছে। তুফান অনেক দেরিতে ছেড়েছে আজ। ওরা তুফানেই ঝাঁঝা বগিতে চেপে রওনা হয়েছে। পৌঁছতে একটু রাত হয়ে যাবে এই যা।"

ফোন রেখে বাবলু স্টেশনমাস্টারের ঘবে গিয়ে ওদের ব্যাপারে জানাল। তারপর একজন কর্মচারীকে বলল, যদি মাঝরাতে ছেলেমেয়েগুলো এসে পড়ে তা হলে সে যেন একটু কষ্ট করে ওদের বিহারিকুঠিতে পৌঁছে দেয়। অবশ্য এই কাজের জন্য সে বখশিসও পাবে।

কর্মচারী বলল, "বখশিস পাই না পাই ওরা ঠিকই পৌঁছে যাবে। কেন না আজ আমার নাইট ডিউটি।"

বাবলুরা নিশ্চিন্ত হয়ে আবাব ফিরে এল নিজেদের ড্যারার কাছে।

সেই দোকানটিতে বসে চা খেল। তারপর রাতের ডাল কটির অর্ডার দিয়ে একটু দূরের আরও গভীর নির্জনে এসে সুবৃহৎ একটি শিলাখণ্ডের ওপর বসল। এখানকার বিখ্যাত লাট্টু পাহাড় দূরেই দেখা যাচ্ছে। ওরা সেইদিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকে একসময় ঘরে ফিরল ওরা।

বিলু বলল, "দ্যাখ বাবলু, যত যাই করি না কেন আমরা, আসলে দলছুট হয়ে ঘুরি না তো, তাই কেমন যেন বোর লাগছে।"

বাবলু বলল, "আমারও। কিন্তু ওরা যে কখন আসবে তা কে জানে?"

"খাবারের অর্ডারটা একটু বেশি করেই দিয়েছিস তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"অবশ্যই।"

রাত ন'টা নাগাদ খাবার এসে গেল।

ওরা এল রাত বারোটায়। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু। সেই রেলকর্মচারী এসে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের। কিন্তু কিছুতেই তাকে বখশিস নেওয়ানো গেল না। বলল, "তোমরা আমাদের অতিথি। ছেলেমেয়ের বয়সি। তোমাদের সঙ্গে কখনও বখশিস নিতে পারি। ও তোমরা রেখে দাও। ভাল থাকো সব।"

যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফুল ফর্মে এসে যাওয়ায় সে কী আনন্দ ওদের।

বাবলু তো পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল। তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়ল যে যার। সারাদিনের ক্লান্তির শেষে ঘুমের দেশে পাড়ি দিল সবাই।

॥ ৬ ॥

ঘুম ভাঙল পাখির গানে ভোরবেলায়। শিমুলতলার ভোর যে কী মধুর তা কল্পনা করা যাবে না। ওদের তো এমনিতেই ভোরে উঠে মর্নিংওয়াক করা অভ্যাস আছে। তাই ভোরের বারতা পেতেই শয্যাত্যাগ করল সবাই।

ভোম্বল বাগানে গিয়ে দড়ি বালতি নামিয়ে ইঁদারা থেকে জল তুলতেই সবাই দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিল। তারপর পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে চলল প্রাতর্ভ্রমণে।

নতুন পরিবেশে এসে সে কী খুশি পঞ্চু। আনন্দের আতিশয্যে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল সে।

এখান থেকে ত্রিমুখী রাস্তা তিনদিকে বেঁকে গেছে। একটি পথ গেছে লীলাবরণ ঝরনার দিকে। একটি হলদি ঝোরায়। আর একটি লাট্টু পাহাড়ের দিকে। লাট্টু পাহাড় তো লাট্টু পাহাড়। ঠিক লাট্টুর মতোই গড়ন। দূর থেকে অন্তত সেইরকমই দেখায়।

ওরা একটু চা খাবার প্রত্যাশায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বাইরে এলে বিশেষ করে এইরকম সময় একটু চা পেলে বেশ ভাল লাগে।

খানিক এগোতেই তিন চারটি চায়ের দোকান চোখে পড়ল। সব কটিতেই তখন সবে উনুন ধরানো হয়েছে।

এদিকে দলে দলে দেহাতি আদিবাসীরা কুড়ুল কাঁধে নিয়ে হইহই করতে করতে চলেছে তাদের অরণ্যের অধিকার নিতে। অর্থাৎ বন কেটে ফাঁকা করে দু' পয়সা রোজগার করতে।

বিলু বলল, "এই আরণ্যকরা যদি অরণ্যকে রক্ষা না করে তো কে করবে বল?"

ভোম্বল বলল, "এরা গাছ কাটতে যতটা আগ্রহী গাছ লাগাতে ততটা নয়। পয়সাই এখন এদের কাছে সব।"

বাবলু বলল, "এইভাবেই প্রকৃতির সৌন্দর্য একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই শিমুলতলাও শিগ্রই শ্রীহীন হবে এদের কুঠারাঘাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চা ও জলখাবারের আশায় স্টেশনের দিকেই এগোল। ভোরের ট্রেনের যাত্রী পাবার আশায় স্টেশন এলাকা তখন জমজমাট। সব দোকান খুলে গেছে। শিঙাড়া, জিলিপি ভাজা হচ্ছে। চা হচ্ছে। ওরা সেইখানে এসে পছন্দসই একটি দোকান বেছে নিয়ে যে যার রুচি অনুযায়ী খাবার খেল। তারপর একটু রোদ উঠলে ওরা বেড়াতে চলল লাট্টু পাহাড়ের দিকে। অভিযান পরে হবে। তদন্ত নিয়ে মাথা ঘামাবে পরে। আগে তো বেড়ানো হোক। জায়গাটার সঙ্গে পরিচয় হোক আগে।

কী নির্জন চারদিক। শুধু গাছগাছালির শোভা। তারই ফাঁকে ফাঁকে একটি দুটি বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। সাবেককালের। আসলে এই দেশ একসময় বাংলাতেই ছিল। তখনকার আমলের বিখ্যাত বাঙালিবাবুদের বাড়ি। সেগুলোর এখন পোড়ো বাড়ির চেহারা। সব বাড়িরই জানলা দরজা বন্ধ। বাবুরা সারাবছর বাইরে থাকেন। পুজোর সময় বছরে একবার আসেন। খুব শখ হলে শীতকালে অথবা ছুটিছাটায়। উপযুক্ত দাম না পাওয়ার কারণে বিক্রিও হয় না এইসব বাড়ি। এগুলো দেখাশোনার জন্য একজন করে স্থানীয় লোক নিযুক্ত থাকে। তারা মাসে মাসে টাকাও পায় আবার বাড়িও ভোগ করে। কাজেই এখানে প্রকৃতি, প্রাসাদ এবং নির্জনতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বাচ্চু বলল, "আসলে এই সমস্ত এলাকা হল কবি সাহিত্যিকদের মনের খোরাক পাওয়ার মতো জায়গা।"

বিচ্ছু বলল, "আমি যদি কিছুদিন এখানে থাকি তো আমিই কবি হয়ে যাব।"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আমাদের ওখানে অত মানুষ অথচ এখানে দ্যাখো এইসমস্ত ঘরবাড়ি ভোগ করবারও কেউ নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় কে বা কারা যেন পেছন থেকে বলে উঠল, "কেন, আমরা তো আছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘুরে তাকিয়ে দেখল পাক্কা শয়তানের মতো চেহারার গলায় রেশমি রুমাল বাঁধা তিনজন যুবক ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন বলল, "তা বাবা ছিলে তো দু'জন, রাতারাতি পাঁচজন কী করে হলে বাবা? তা যাক, ভালই হয়েছে। এখন সঙ্গে মালকড়ি কী আছে বেব করো দেখি?"

বাবলু বলল, "আমরা এত বোকা নাকি যে এই সাত সক্কালবেলা অচেনা জায়গায় মালকড়ি সঙ্গে নিয়ে পথে বেরোব? এখন আমরা মানিলেশ।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন টেনে একটা থাপ্পড় মারল বাবলুকে। বাবলু টাল সামলাতে না পেরে একটা পাথরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চোখের নিমেষে হয়ে গেল ঘটনাটা।

তারপরই তুলকালাম।

বাবলুর গায়ে হাত পড়লে পঞ্চু যে কী ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তা আশাকরি নতুন করে বলে দিতে হবে না কাউকে। পঞ্চু ভালুকেব মতো ঝাঁপিয়ে পডেই ওব তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বারোটা বাজিয়ে দিল আক্রমণকারীর চোখদুটোর। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে, "আরে বাবারে! মর গয়ীরে! মেরা দোনা আঁখো বরবাদ হো গয়া। আবে এ রাজকুমাব ভাই ।"

আর রাজকুমার।

বাকি দু'জনে পঞ্চুর মূর্তি দেখে সঙ্গীকে ফেলে রেখেই ছুটেছে। প্রাণের দায়ে ছোটা যাকে বলে।

ছুট ছুট ছুট।

ছুটে গিয়ে সামনেবই একটি বড় বাড়ির আড়ালে আত্মগোপন কবল ওরা।

বাবলু ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চুকে সামলে দুষ্কৃতীকে বলল, "আর কখনও না বুঝে শুনে যার তার গায়ে হাত দেবে?"

"নেহি। মেরা আঁখ ববাদ হো গয়া। কুছ নেহি দিখাই যাতা।"

বাবলু বলল, "পবিণাম ফল তো ভোগ করতেই হবে। বহুলোকের সর্বনাশ করে এখন তুমি ফেঁসেছ। মস্তানি কি সব জায়গায চলে? এখন বলো তোমাদের ডেরা কোথায? লিডার কে?"

বিষধর সাপের স্বভাবই হল ফণা তোলা। তাই এত কাণ্ডর পরও ফোঁস করে উঠল সে, "জিনা চাহো তো ভাগো হিঁয়াসে।"

বিলু তখন রাগের মাথায় জোরে একটা ঘুষি মারল তার পেটে।

'ওঁক' করে বসে পডল দুষ্কৃতী।

বাবলু বলল, "তোমাদের জয়নালকে বলে দিয়ো আর দ্বিতীয়বার যেন আমাদের না ঘাঁটায়।"

যাকে বলা হল তার মুখে আর কথাটি নেই। শুধু অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে।

হঠাৎই পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' চিৎকারে চমকে উঠল সকলে। তাই সতর্ক হয়ে ঘুরে তাকাল।

ওরা দেখল সেই বড় বাডিটার ভেতর থেকে জয়নাল ও আরও দু'জন রিভলভার হাতে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

আর এখানে থাকা নয়।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এবার পিছু হটবার পালা।

যদিও বাবলুর কাছে পিস্তল আছে তবুও তিন তিনটি রিভলভারের মুখোমুখি হতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কী?

ওরা তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে বড় বড় পাথর ও গাছপালার ফাঁক দিয়ে তিরবেগে দৌড়তে লাগল। এ এমনই এক জায়গা যে এখানে ওদের রক্ষা করবার মতো কেউ নেই।

অনেকটা পথ দৌড়ে দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল ওরা।

জায়গাটা লোকালয়ের কাছাকাছি। তাই বিপদের সম্ভাবনাটা একটু কম বলেই মনে হল ওদের।

ওই তো দেখা যাচ্ছে স্টেশন। বাজার। আর ভয় নেই। তবে কিনা দুষ্কৃতীরা যদি এখান পর্যন্ত তাড়া করে না আসে।

এইখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরও যখন কেউ এল না তখন মনে মনে আশ্বস্ত হল ওরা। ধন্যবাদ জানাল ভগবানকে। কেন না আচমকা এই বিপদে খুব জোর বেঁচে গেছে ওরা এ যাত্রা। তবে এও ঠিক, যে

মৌচাকে ঢিল ওরা ছুড়েছে আজ, তাতে আর বেশিক্ষণ এই শিমুলতলায় থাকলে বিপদের শেষ থাকবে না ওদের।

বেশ কিছুক্ষণ নিরুপদ্রবে বসে থাকবার পর এক সময় বিলু বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য।"

বাবলু বলল, "সর্বাগ্রে থানা পুলিশ করা।"

ভোম্বল বলল, "কী জন্য?"

বাচ্চু বলল, "বাঃ রে। ওই দুষ্কৃতীগুলোকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে না?"

ভোম্বল বলল, "ওদের আমরা ধরলাম কখন যে তুলে দেব?"

বিচ্ছু বলল, "ধরতে পারিনি একথা ঠিক। তাই বলে পুলিশে খবর না দেওয়ার মতো ভুলও আমরা করব না। পঞ্চুর আক্রমণে একজন লোক কিন্তু অন্ধ হয়ে ছটফট করছে ওখানে।"

বিলু বলল, "গণ্ডগোলটা তো পঞ্চুই বাধিয়ে বসে আছে। এখন ওই বৃত্তান্ত পুলিশকে জানালেই উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "কোনও ঝামেলাতেই জড়াব না। আমাদের কুকুরই যে ওই কীর্তি করেছে তাই বা বলতে যাব কেন পুলিশকে।"

"কী বলব তা হলে?"

বাবলু বলল, "যা বলবার আমি বলব।"

ভোম্বল বলল, "তবু শুনিই না কী বলবি তুই?"

"বলব, আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় জয়নালের লোকেদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই। হঠাৎ কোথা থেকে পথের একটা পাগলা কুকুর ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের প্রাণ বাঁচায়। সেই কুকুরের আক্রমণে ওদেরই একজন—।"

"ব্যস। আর বলতে হবে না। আমি বরং বাচ্চু-বিচ্ছু আব পঞ্চুকে আড়াল করি। তোরা দু'জনে থানায় যা।"

ভোম্বলের যুক্তিটা মনঃপূত হল সকলের। তাই বাচ্চু-বিচ্ছু আব পঞ্চু ভোম্বলের সঙ্গেই বিদায় নিল সেখান থেকে।

বাবলু আর বিলু থানায় গিয়ে খবর দিতেই ওখানকার অফিসার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনাটা দেখা দিল জয়নালের নামে। বললেন, "কাঁহা হ্যায় ও বদমাশ। উয়ো মকান কিধাব?"

বাবলু বলল, "জায়গার নাম তো বলতে পারব না। তবে কিনা সঙ্গে গেলে বাড়িটা আমরা চিনিয়ে দিতে পারব।"

"চলিয়ে তো।"

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল সহ বাবলু বিলুকে নিয়ে চললেন দুষ্কৃতী দমনে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে ওরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল তখন দেখল এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

সেই জখমি লোকটা রক্তাক্ত কলেবরে আকাশের দিকে চিত হয়ে শুয়ে আছে।

ওর বুকের বাঁদিকে একটা গুলির চিহ্ন।

বিলু বলল, "এমন তো হবার কথা নয়।"

বাবলু বলল, "এটাই তো স্বাভাবিক। যন্ত্রণাকাতর এই অন্ধ সঙ্গীটি বেকায়দায় পড়ে পুলিশের কাছে যদি ওদের সব কিছু ফাঁস করে দেয় তবে তো সমূহ বিপদ। তাই এই কাজ করে ওর নিজেরাও বেঁচেছে, ওকেও মুক্তি দিয়েছে।"

পুলিশ অফিসার এবার বাবলু বিলুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেই বাড়িটার দিকে। যে বাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ কোথাও নেই সেখানে।

কুকর্ম করে সবাই পলাতক।

দলে একজন ইনস্পেক্টরও ছিলেন। বললেন, "বাঙালিবাবুরা একটার পর একটা মকান বানিয়ে রেখে গেছেন এখানে। ইচ্ছে হলে আসেন, না হলে আসেন না। বছরের পর বছর বাড়িগুলো খালিই পড়ে থাকে। তা এইসব বাড়িতে চোর-ডাকাতের ঘাঁটি হবে না তো কোথায় হবে?"

বাবলু বিলু ওঁর কথার কোনও উত্তর দিল না। বাঙালিবাবুরা যে সব বাড়ি এখানে ফাঁকা রেখেছেন সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হল সাবেক কালের পৈত্রিক বাড়ি। উপযুক্ত দাম না পাওয়াব জন্যই এইসব বাড়ি বিক্রি হচ্ছে না। হয়তো বা হবেও না কোনওদিন। তা যাকগে, ওরা সবাই বাড়ির আশপাশ ঘুরে ফিরে চারদিকে লক্ষ রেখে নজরদারি করতে লাগল বাড়িটার ওপর। তারপর একসময় বাড়ির পেছনদিকের একটি দরজা খোলা পেয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকল।

বাড়ি তো নয়, নির্বান্ধবপুরী। কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

এ বাড়ির ভেতরের সব ঘরেই তালা দেওয়া।

একটি ঘরে শুধু শিকল লাগানো।

সেই ঘরের ভেতরে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একজন লোক তখন তক্তাপোশের ওপর পড়েছিল।

পুলিশ গিয়ে তার বাঁধনমুক্ত করতেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল সে।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুই?"

"আজ্ঞে আমি এই বাড়ির দ্যাখাশোনা করি। আমাব নাম প্রভুজি। আজ দু'দিন হল জয়নালের লোকেরা আমাকে এইভাবে বেঁধে রেখেছে। বলেছে আরও কয়েকটা দিন ওরা এখানে থাকবে। তারপর ওরা চলে গেলেই আমি মুক্তি পাব।"

"ওরা কোথায় জানিস?"

"না বাবু। একটু আগেও তো ছিল ওরা।"

পুলিশ প্রভুজিকে বন্ধনমুক্ত করে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে পড়ল। ইনস্পেক্টর পা দিয়ে জায়গাটায় বার দুয়েক ঠোকাঠুকি কবে বললেন, "এখানটা এমন ঢকঢক করছে কেন রে?"

প্রভুজি বলল, "এর নীচে একটা ঘর আছে বাবু। পুরনো জিনিসপত্তর সব রাখা আছে সেখানে।"

"আমরা একবার দেখব ঘরটা।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "যানে কা রাস্তা কিধার?"

প্রভুজি সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে গিযে লোহাব একটি আংটা ধবে টান দিতেই ফাঁক হয়ে গেল জায়গাটা।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল ধাপে ধাপে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এই সুড়ঙ্গ পথটা নীচের দিক থেকে বন্ধ করা যায়?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বুঝেছি। শয়তানরা এরই ভেতরে লুকিয়েছে। এখান দিয়ে পালিয়ে যাবার আর কোনও পথ নেই?"

"না। আসলে ডাকাতের ভয়ে সেকালের বাবুরা প্রায় সব বাড়িতেই এইবকম এক একটি সুড়ঙ্গ ঘর করিয়ে রেখেছিলেন।"

পুলিশ অফিসার ইনস্পেক্টর ও অন্যান্যদের নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, "অন্দরমে কোঈ হ্যায় তো জলদি বাহার নিকাল। হাম সব পুলিশ কা আদমি।"

কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

পুলিশ অফিসার বার বার হুঙ্কার দিতেও যখন কেউ-ই বেবিয়ে এল না তখন সবাইকে নির্দেশ দিলেন ভেতরে নামতে।

অফিসার নিজে বইলেন সবার আগে। তাঁর পিছনে ইনস্পেক্টর। তাবপর কনস্টেবলদের সঙ্গে সবার পেছনে বাবলু ও বিলু।

সবাই নেমে যাওয়ার পরই বিপর্যয়টা বেধে গেল। হঠাৎই ওপবের ডালাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

অন্ধ বিবরে বন্দি হল পুলিশ সহ বাবলু বিলু।

ওপরের ডালাটা বন্ধ করে হো হো করে হাসতে লাগল প্রভুজি। সেটাকে সে এমনভাবে লক করে দিল যে অনেক চেষ্টাতেও আর খোলা গেল না তাকে।

সবাই যখন বন্দি, ঠিক তখনই পাশের একটি বট গাছের ঘন ডালপাতার আড়াল থেকে এক সুদর্শন যুবক লাফিয়ে নামল সেখানে।

তাকে দেখেই প্রভুজি বলল, "কেল্লা ফতে। সবকো কযেদ কর দিয়া।"

"ঠিক আছে। তবে কিনা—।"

"ডরো মাৎ জয়নালভাই।"

"না না ভয় আমি পাচ্ছি না। শুধু আজ রাতে টাকার বাণ্ডিলটা হাতে এলেই তো এখানকার কাজ শেষ হবে আমাদের। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ক্যা শোচ রহে তুম? কী ভাবছ বলো?"

"আড়াল থেকে এই কাণ্ডকারখানাটা দেখে ফেলেনি তো কেউ? তা হলেই সব ভেস্তে যাবে।"

"না দেখলেও তো ভেস্তে যাবে। এই পুলিশ বাহিনী ফিরে না গেলে কি টনক নড়বে না ওদের? তা ছাড়া তুমি যেমন যেমন বলেছ আমি তেমন তেমনই করেছি। তবে কিনা ওদের এইভাবে গুম করবার মতলব যে তুমি কেন করলে আমি তা বুঝতে পারছি না। ধরো ওরা যদি ওই সুড়ঙ্গঘরের সন্ধান না পেত তা হলে কী করতে? তখন তো বহুত আপশোশ কি বাত হয়ে যেত।"

"তা অবশ্য যেত। তা ছাড়া সবাই একসঙ্গে নামল তাই। না হলে কিছুই করা যেত না। যাই হোক, ঝুঁকিটা একটু বেশিরকম নেওয়া হয়ে গেছে। এখন মুশকিল হল পুলিশের গাড়িটাকে নিয়ে। ওটাকে কোথায় সরানো যায়? ওর ড্রাইভারকে অবশ্য বস্তাবন্দি করে এখনই নিয়ে আসছে যিশু আর রাজকুমার।"

বলতে বলতে বস্তাবন্দি ড্রাইভারকে যিশু আর রাজকুমার নিয়ে এল সেখানে।

জয়নাল বলল, "তোরা ওকে দোতলায় নিয়ে যা।"

যিশু বলল, "জয়নালভাই, আমার তো মনে হয় এদের আর বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই।"

জয়নাল বলল, "উঁহু। কোনওভাবেই এখন খুন খারাপির দিকে যাওয়াটা উচিত নয়। বিশেষ করে আজই যখন আমরা সরে পড়ব এখান থেকে তখন কী দরকার ওই সবে? আপাতত পুলিশের নজরটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ওরা এখন আমাদের ধরবার চেষ্টা না করে পুলিশ উদ্ধারের দিকেই নজর দেবে বেশি। উদ্ধার করবেও। ততক্ষণে আমরা পালিয়ে যাব অনেকদূরে। এখন কেটে পড়ি চল এখান থেকে। সুখেনটা নিজের দোষে মরল। ওকে বলেছিলাম ছেলেমেয়েগুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এইখানে নিয়ে এসে একটা ঘরে আটকে রাখতে। তার জায়গায়...।"

যিশু আর রাজকুমার বস্তাবন্দি ড্রাইভারকে দোতলায় রেখে নীচে এসে বলল, "আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।"

জয়নাল বলল, "এখনই যেতে হবে আমাদের।"

রাজকুমার বলল, "প্রভুজির কাজও তো শেষ। ও ও এবারে গা ঢাকা দিক। পরে আমরা জানালে ও আমাদের সঙ্গে মুঙ্গেরে দ্যাখা করবে।"

জয়নাল বলল, "সেই ভাল।"

জয়নাল, যিশু আর রাজকুমার বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তারপর চারদিক বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে হাঁটা শুরু করল।

প্রভুজি চলে গেল একদিকে। ওরা অন্য পথ ধরল। যে পথটা সোজা লাইন বরাবর চলে গেছে সেইদিকে।

ওরা যখন একেবারেই মিলিয়ে গেল ঠিক তখনই একটি ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ভোম্বল বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু আত্মপ্রকাশ করল। ওরা ভেবেও পেল না একদল পুলিশ নিয়ে বাবলু, বিলু ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকার পরও ওদের আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কেন?

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা কী হল বলো তো?"

ভোম্বল বলল, "আমারও তো মাথায় কিছু ঢুকছে না। ওটা কি সত্য সত্যই কোনও পোড়ো বাড়ি, নাকি আলিবাবার সেই জাদু গুহা?"

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও আশ্চর্য রহস্য লুকিয়ে আছে ওই বাড়ির ভেতরে। না হলে এ কী করে সম্ভব! পুলিশ যে বাড়িতে প্রবেশ করে সেই বাড়িতে জয়নালের মতো দুষ্কৃতীরা ঢোকে কী করে? তা ছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল সে কে?"

বাচ্চু বলল, "কী দারুণ অভ্যস্ত এরা। ড্রাইভারকে কীভাবে কবজা করল দেখলি?"

ভোম্বল বলল, "ওরা যে কোনও কায়দাতেই হোক সবাইকে গুম করেছে। অতএব ওদের মুক্তি দেওয়ার জন্য এখনই আমাদের ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকা উচিত।"

সবার আগে পঞ্চুই চলল।

ওর পিছু পিছু ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু।

বাইরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। তাই সেটাকে ভাঙবার জন্য তৎপর হতে হল ভোম্বলকেই। এদিক সেদিক খুঁজে পেতে ভারী একটা পাথর জোগাড় করে বাচ্চুর হাতে দিল। তারপর নিজে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে হেঁট হতেই বাচ্চু ওর পিঠে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে পাথর ঠুকে ভেঙে ফেলল তালাটাকে।

এরপর দরজা খোলা পেয়ে এক এক করে ভেতরে ঢুকল তিনজনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চু তো চারদিকময় দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল।

সবার মনেই উৎকণ্ঠা, গেল কোথায় ওরা?

একসময় পঞ্চুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে দোতলায় উঠল ওরা। দেখল বারান্দার একপাশে বস্তাবন্দি করে কাউকে যেন রাখা আছে। নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ির ড্রাইভার। ওরা খুব তৎপরতার সঙ্গে ড্রাইভারকে বন্ধনমুক্ত করল।

মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে তারপরই বস্তাবন্দি করা হয়েছিল ড্রাইভারকে। তাই এখনও আচ্ছন্ন ভাব। এখানে কোথাও এখন একটু জলের ব্যবস্থা নেই যে তা নিয়ে এসে ওঁর চোখে মুখে দেওয়া হয়। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি বড় ইঁদারা আছে কিন্তু তা বহুদিনের অব্যবহারে আবর্জনাযুক্ত ও পরিত্যক্ত।

যাই হোক, ড্রাইভারকে খোলা জায়গায় রেখে ঘরের পর ঘরে তল্লাশি চালাল ওরা।

আর একটি ঘর থেকে মুক্ত করা হল এই বাড়ির আসল কেয়ারটেকার রামজিকে।

রামজি মুক্ত হয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল থর থর করে। তারপর ভোম্বল বাচ্চু আর বিচ্ছুকে বলল, কীভাবে জয়নালের লোকরা ওকে এই ঘরে বন্দি করে রেখেছে।

রামজি নীচের ঘরে একা থাকে। এই বাড়ির মালিক ব্রজগোপালবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর ছেলেরা আর এমুখো হননি। তবে প্রতি মাসে তিনশো করে টাকা মানিঅর্ডারে ঠিকই পাঠিয়ে দেন।

যাই হোক, মুক্তি পেয়ে রামজি জলের ব্যবস্থা করে ড্রাইভারের চোখে মুখে দিতেই ঘোর কাটল ওঁর।

ড্রাইভার সুস্থ হয়েই বলল, "তুম সব হিঁয়াই রহো। ম্যায় আভি আ রহা হুঁ, জায়দা পোলিশ লেকে।" বলেই দ্রুত জিপ নিয়ে চলে গেল থানার দিকে।

পঞ্চু ততক্ষণে সেই কাঠের ডালাটার কাছে গিয়ে নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ডাকও ছাড়ছে 'ভৌ ভৌ' করে।

ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু রামজিকে নিয়ে সেখানে যেতেই রামজি বলল, "হিঁয়া পর এক নীচেবালা কামরা হ্যায়। মালুম হোতা কি ইসিকো অন্দর মে ঘুসা দিয়া উন লোগোঁকো।"

ওরা তখন রামজির সাহায্য নিয়ে ডালাটা ছিটকিনি মুক্ত কবেই টেনে তুলল।

আর তখনই বিবরমুক্ত হয়ে এক এক করে বেরিয়ে এল সবাই।

হতভম্ব পুলিশের লোকেরা কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। এমন ঘুঘুর ফাঁদে বোধহয় ওরা কেউ কখনও পড়েনি।

বাবলু, বিলুও কপাল চাপড়ে বলল, "আমরাও কী ভুলটাই না করলাম। একসঙ্গে সবারই নীচে নামাটা খুবই ভুল হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে আমরা দূর থেকে নজর বেখেছিলাম।"

বাবলু বলল, "কীভাবে রাখলি?"

"একেই বলে কপাল। তুই আমাদের বিহারিকুঠিতে চলে যেতে বললি। আমরা যেতে যেতে ভাবলাম কী করব এখনই ঘরে গিয়ে বরং তোদেরই পিছু নিয়ে দেখি তোরা পুলিশের সঙ্গে গিয়ে কীভাবে কী করিস। ভাগ্যে এসেছিলাম।" বলে বাবলুরা ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকার পব যা যা ঘটেছিল সবই বলল এক এক করে।

পুলিশ অফিসার ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে ধন্যবাদ জানালেন।

একটু পরে গাড়ির ড্রাইভার আরও পুলিশ নিয়ে এলে সবাই মিলে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালালেন। কিন্তু না। কোথাও দুষ্কৃতীচক্রের দুষ্কর্মের কোনও চিহ্নই পেলেন না কেউ। অর্থাৎ বোঝাই গেল দুষ্কৃতীদের সাময়িক ঘাঁটি এটা। স্থায়ী আড্ডা এখানে নয়।

পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ সেই মৃতের সন্ধানে চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল বিহারিকুঠিতে। বেলা তখন অনেক হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুঠিতে ফিরে এসে প্রথমেই স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল ওরা। আর সেই চা-দোকানেও বলে এল সকলের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতে। এমনকী রাতের খাওয়ার ব্যাপারটাও পাকা করে এল।

একটু পরেই গফুর এল। এসে বলল, "কী খোকাবাবুরা, আমি না বলেছিলাম তোমরা এখানে থেক না। শুনলে না তো আমার কথা? এখনও বলছি ভাল চাও তো পালাও।"

বাবলু বলল, "গফুরভাই, চলে আমরা যেতামই। কিন্তু আর তো যাওয়া হবে না।"

গফুর বিস্মিত হয়ে বলল, "কেন?"

"জয়নালকে আমাদের চাই। যে কাজ করেছে ও, তাতে ওকে রীতিমতো শাস্তি না দিয়ে আমরা কিছুতেই যাচ্ছি না।"

এমন সময় থানা থেকে দু'জন কনস্টেবল এসে হাজির হল সেখানে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার?"

একজন বলল, "তুম সব কৌন কামরে মে হো?"

বাবলু বলল, "এই তো, রুম নাম্বার ওয়ান।"

"ঠিক হ্যায়। হাম দোনোকা ডিউটি হ্যায় হিঁয়া পব।"

আব একজন বলল, "ও সি সাহেব পাঠিয়েছেন আমাদের। এখন থেকে এইখানেই আমাদের ডিউটি।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। এই যে দেখছ শ্রীমানকে—।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এর নাম পঞ্চু। এ যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছে ততক্ষণ আমরা একেবারেই নিরাপদ। তোমাদের ওই জয়নালেব থেকেও অনেক বেশি মারাত্মক এই কুকুরটা।"

"কিন্তু ও সি যে আমাদের পাঠালেন তোমাদের গার্ড দেবার জন্য।"

"ওঁকে বোলো প্রয়োজনে আমরাই খবর দেব। কাছেই তো থানা।"

কনস্টেবলরা খৈনি টিপতে টিপতে চলে গেল।

গফুর বলল, "এই কাজটাও তোমরা ঠিক করলে না খোকাবাবু।" বলে গফুরও চলে গেল।

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা করে পাণ্ডব গোয়েন্দারা খেতে গেল। গিয়ে দেখল চারদিকেই পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

বাবলু হেসে বলল, "বেকার টহলদারি করা।"

ভোম্বল বলল, "বাঃ রে। এমন একটা রোমহর্ষক কাণ্ড হয়ে গেল এর পরে পুলিশ একটু সতর্ক হবে না?"

"নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ওরা পাবে কাকে? বদমায়েশি যারা করে গেল তারা কি এখন ধরা দেবে বলে ধারে কাছে থাকবে? সবাই এখন গা-ঢাকা দিয়েছে যে যার। এত কাণ্ডের পর ওদের ঘাঁটি থেকেই বেরোবে না কেউ।"

বিলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আবার কী? ধরব ওদের রাত্তিরবেলায়। চারদিকে অনুসন্ধান করে ঠিক খুঁজে বের করব একসময়। প্রয়োজনে সারারাত ধরে চষে বেড়াব এলাকাটা।"

বাচ্চু বলল, "কী কাজে এসে কী কাজে জড়িয়ে পড়লাম।"

বিচ্ছু বলল, "তাই না তাই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খাবার রেডিই ছিল।

দোকানদার ওদের খেতে দিয়ে বলল, "শুনা হ্যায় তুম সব নে জয়নালকা এক আদমি কো মার ডালা।"

বাবলু বলল, "রং ইনফরমেশন। ভুল খবর শুনেছ।"

"লেকিন—।"

"লেকিন ফেকিন কিছু নেই এখানে। ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাই কুকুরটা ওদের একজনকে একটু শিক্ষা দিয়েছে। বাকি কাজটা করেছে জয়নালই।"

"আচ্ছা হুয়া। উসিকা নাম থা সুখন। বড়ি বদমাশ।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"বহুৎ খতরনক আদমি।"

"তা ওইসব লোককে তোমরা প্রশ্রয় দাও কেন? তোমাদের পুলিশই বা এতদিন ধরেনি কেন ওদের?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ও তুম নেহি সমঝোগে খোকাবাবু। উয়ো বদমাশকা ড্যারা কিধার ও ভি মালুম নেহি কিসিকা। উয়ো এক মাহিনা হিঁয়া রহে তো পাঁচ মাহিনা বহার।"

"বলো কী!"

"হাঁ। কভি কভি অচানক আ যাতা উয়ো লোগ, অউর ছিনতাই উনতাই করকে ভাগ যাতা।"

"খুন খারাপি করে না?"

"নেহি।"

"দলে ওরা ক'জন?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি। বাত ইয়ে হ্যায় কি এক সাল জয়নালকা সাথ যো কোঈ রহেগা তো দুসরে সালমে উয়ো নেহি রহেগা।"

"তার মানে দলের লোকেদের সঙ্গেও ওর বেশিদিন বনে না।"

একজন মধ্যবয়সি বিহারি ভদ্রলোক দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন। বললেন, "শুধু জয়নালের দলেই নয়, এইসব গুন্ডা-বদমাশদের প্রায় সব দলেই এক লোক বেশিদিন কাজ করে না। তার কারণ কিছুদিন গুন্ডা-মস্তানি করবার পব সবাই নিজেকে শের মনে করে। তখন আর কেউ কাউকে মানতে চায় না। এক একজন এক একটি হিরো বনে নতুন নতুন দল তৈরি করতে অন্যত্র সরে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। জয়নালের দল তা হলে খুব একটা মজবুত দল নয়। ওর সঙ্গীসাথিরাও তা হলে পার্মানেন্ট নয় কেউ।"

"না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন খেয়ে উঠে মুখ-হাত ধুচ্ছে বিহারি ভদ্রলোক তখন পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। পঞ্চুর একটি ভাল গুণ আছে, ওকে কেউ আদর করলে ও বেশ চোখ বুজে আদর খায় আর দারুণ অনুগত হয়।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ ভাইয়ারা?"

বাবলু বলল, "হাওড়া থেকে।"

"এমন অসময়ে এখানে এলে কেন? শিমুলতলায় এলে শীতকালে আসতে হয়। পুজোর সময়টাও ভাল।"

বাবলু বলল, "সত্যই আপনাদের শিমুলতলা খুবই ভাল জায়গা। অনেকের মুখেই এখানকার অনেক গল্প শুনেছিলাম। তাই একবার এসে দেখে গেলাম। এরপরে যখন আসব তখন শীতকালেই আসব। মা বাবাও আসবেন সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, সবাই এসো। তবে কিনা শীতকালে এলে আগে থেকে ঘরের ব্যবস্থা করে আসবে। কোথায় উঠেছ তোমরা?"

"বিহারিকুঠিতে।"

"ওখানে তো গফুর আছে। খুব ভাল মানুষ। ওকে চিঠি লিখে জানিয়ে ঘর বুক করে আসবে। এই অঞ্চলে বেড়ানোর জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।"

বাবলু বলল, "আমরা এই ক'জনে মিলে প্রায়ই এদিক সেদিকে বেড়াতে যাই। কিন্তু শিমুলতলার মতো এমন স্বপ্নময় পরিবেশ আর কোথাও দেখিনি।"

"এখানে এসে কী কী দেখলে তোমরা?"

"কিছুই না। আসতে না আসতেই তো একটা ঝামেলা বেধে গেল।"

"এখন আর ভয় নেই। পুলিশ প্রশাসন জেগে ওঠায় একধার থেকে পালিয়েছে সব। যাই হোক, তোমরা লাটু পাহাড় দেখেছ?"

"দেখেছি। তবে ওপরে ওঠা হয়নি।"

"তা হলে এক কাজ করো, এই সামনের পথ ধরে সোজা চলে যাও। এইদিকে আছে লীলাবরণ ঝরনা। দেখে এসো।"

বিল্টু মুগ্ধ হয়ে বলল, "বাঃ। ভারী সুন্দর নাম তো। কতদূর এখান থেকে?"

"একটু দূর আছে। আর না হলে চলে যাও ওই-ওইদিকে হলদি-ঝোরায়।" বলে যে পথটা রেললাইন ক্রশ করে সোজা দূরের পাহাড় জঙ্গলের দিকে চলে গেছে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

ওইদিকের পথটির ওপর বাবলুর আকর্ষণ ছিল খুব। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ওই দিককার। সবুজ বনানী

ঘেরা টিলা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ। আর এই পথ দিয়েই তো গহনগিরি কন্দরে হলদি ঝরনা। পথ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছ ওদের। বুনো টিয়ার ঝাঁক ডাক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওইদিকেই। শুধু তাই নয়, ওই পথ দিয়েই জয়নাল তার মোটরবাইকটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাল বাবলুর মনে হল এমনও তো হতে পারে যে ওই সুন্দর নির্জনেই কোথাও কোনওখানে জয়নাল তার দুষ্টচক্রের ঘাঁটি গেড়ে রেখেছে।

বাবলু তাই নির্দেশিত সেই পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, "এক কাজ করি আয়, আর বিশ্রাম না নিয়ে এই পথ ধরেই আমরা হলদি ঝরনা দেখতে যাই চল।"

ভোম্বল বলল, "যাবি, চল। তবে রোদ কিন্তু বড্ড চড়া। একটু কমলে হত না?"

বাচ্চু বলল, "ভাদ্র মাসের রোদ তো। সত্যিই চড়া। কিন্তু তবুও ঘরে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো অনেক ভাল।"

বিচ্ছু বলল, "তার চেয়েও বড় কথা দেরি করে বেরোলে রোদের তাপটা হয়তো কম পাব কিন্তু ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "ওই ভয়টাই আমিও খাচ্ছি। এই নির্জনতায় সন্ধের পর আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। তাই বলি কী রোদ্দুর উপেক্ষা করে এখন আমাদের এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "আমাদের সবার মতই তো এক এক করে জানা গেল। পঞ্চু কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ। এবার তার মতটা একবার নিয়ে দ্যাখ।"

বিলু বলল, "পঞ্চু! তুই কী বলিস? এগিয়ে যাওয়া, না ঘরে ফেরা?"

পঞ্চু কোনওরকম সাড়াশব্দ না করে এগিয়েই চলল।

দোকানদার এবং সেই ভদ্রলোক ওদের রকমসকম দেখে হাসতে লাগলেন।

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়েই চলল। বেঁটে বেঁটে পলাশ ও মহুয়া বনের উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে যতই এগোয় ওরা পথের সৌন্দর্যে ততই মুগ্ধ হয়। শরতের বৃষ্টিস্নাত, শিশিরসিক্ত সতেজ ও সজীব গাছের পাতাগুলো অসীম শোভা বর্ধন করে। দূরের পাহাড়, আরও ঘন বন আর চারদিকের পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম বাড়িগুলো ওদের মনকে মোহিত করে। অ্যালা রঙের কত যে পুরনো ধাঁচের বড় বড় বাড়ি রয়েছে তা না দেখলে অনেক কিছুই অদেখা রয়ে যেত এখানে এসে।

এক জায়গায় একটি ঘন পাতার গোলঞ্চগাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিল ওরা।

চারদিক কী সুন্দর ও ছায়া সুনিবিড়।

এইখান থেকে ভূমির প্রকৃতি ঢালু হয়ে ক্রমশ আরও অনেক নীচে নেমে গেছে।

বিচ্ছু সেইদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক যেন মালভূমি।"

বাবলু বলল, "ঠিক যেন নয়, সত্য সত্যই। মনে নেই সেবাব দুমকাতে গিয়েও এইরকম মালভূমি অঞ্চলে আমরা অভিযান করে এসেছিলাম।"

"ও, হ্যাঁ তাই তো।"

"আসলে পুরো সাঁওতাল পরগণার ভূ-প্রকৃতিই এইরকম। রাঙামাটির প্রান্তর সর্বত্রই যেন ঢেউ খেলে গেছে।"

বাচ্চু বলল, "দূরে দূরে তাল খেজুরের সারি।"

বিলু বলল, "এখানে আবার তাল খেজুরের সারি কোথায় পেলি?"

বাচ্চু বলল, "তা নাই বা পেলাম, তবে খেজুরগাছের সংখ্যাও কি নেহাত কম? আর কীরকম ঘন পাতা দেখেছ? দুমকাতে যা দেখেছি তা সবই আঁটিসার খেজুরের রিকেটগ্রস্ত গাছ। রুক্ষ ভাব চারদিকে। অথচ এখানে দ্যাখো, কী সুন্দর বনশোভা।"

বাবলু বলল, "প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল তাই না?"

বিলু বলল, "যা বলেছিস।"

হঠাৎ পঞ্চুর তৎপরতা দেখে সচকিত হল ওরা।

পঞ্চু মাটি শুঁকে শুঁকে বড় একটি বাড়ির দিকে একবার করে যাচ্ছে পরক্ষণেই 'ভুক ভুক' শব্দ করতে করতে ছুটে আসছে। এসে আবার যাচ্ছে।

বাবলু সন্দিগ্ধভাবে সেইদিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপার কী বল তো?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও কিছুর গন্ধ পেয়েছে ও। না হলে এমন তো করবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচ্ছু বলল, "দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখে আসছি ব্যাপারটা কী। কেন এমন করছে ও।" বলে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিচ্ছু।

ওর দেখাদেখি বাচ্চুও গেল।

তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কী সব যেন নিরীক্ষণ করে হাতছানি দিয়ে ডাকল সকলকে।

বাবলু বিলু আর ভোম্বল নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হল সেখানে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওরাও দেখল।

বিচ্ছু বলল, "তোমার কী মনে হয় বাবলুদা?"

বাবলু অসম্ভব গম্ভীর।

বাচ্চু বলল, "কিছু বলো।"

"কী যে বলব তাই তো ভেবে পাচ্ছি না। ভাগ্যে পঞ্চুর নজরে পড়ল এগুলো।"

সবাই তখন বাড়িটার দিকে তাকাল।

মস্ত পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। ভেতরে সাজানো বাগান। তবে কিনা দেখাশোনার অভাবে ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ভরা। এই বাড়ির বাগানে ঢোকার মুখে এবং ভেতরে মোটরবাইকের চাকার দাগ।

সবাই একভাবে সেই দাগ লক্ষ করতে লাগল।

বিলু হঠাৎ একটা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়ে সেটা তুলে দিল বাবলুর হাতে।

বাবলু সিগারেটের প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে বলল, "অর্থাৎ এই বাড়ির মধ্যে মোটরবাইক নিয়ে কেউ আসাযাওয়া করে। আর এই সিগারেটের খোলটাও পুরনো নয়। আজকালের মধ্যেই কেউ ফেলেছে এটাকে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে কি একবার পঞ্চুকে নিয়ে ঢুকে দেখব বাড়ির ভেতর, সন্দেহজনক কারও অবস্থিতি টের পাওয়া যায় কিনা?"

বাবলু বলল, "খবরদার নয়। এখন কখন ও চমকে দেয়।"

"তা হলে?"

"এখন মাথা ঠান্ডা রেখে এবং ধৈর্য ধরে বাড়িটার দিকে নজর রাখতে হবে।"

"কীভাবে নজরদারি করব আমরা?"

"কাছে পিঠেই কোথাও লুকিয়ে থাকব। লুকিয়ে দেখব এই বাড়ির মধ্যে কে বা কারা যাতায়াত করে। পরে রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করে হানা দেব ওই বাড়ির ভেতর।"

"কিন্তু আমাদের টার্গেট যদি রং হয়?"

বিলু বলল, "টার্গেট তো এখানে বিশেষ কেউ নয়, আবার কোনও একজনও বটে। পোড়ো বাড়ির সামনে এই মোটরবাইকের চাকার দাগ আর পরিত্যক্ত সিগারেটের প্যাকেটটাই ভাবিয়ে তুলেছে।"

বাবলু বলল, "টার্গেট রং হবেই বা কেন? এখানে এমনিতেই লোকজনের চলাফেরা নেই। তার ওপর একমাত্র জয়নাল ছাড়া আর কাউকেই আমরা মোটরবাইকে চাপতে দেখিনি। তা ছাড়া যে বাড়িতে কোনও লোকজন নেই সেই বাড়ির সামনে এই মোটরবাইকের চাকার দাগ আর সিগারেটের খালি প্যাকেট দেখে কোন ধারণাটা আমরা করতে পারি বল?"

বিলু বলল, "এটাই যে জয়নালের ঘাঁটি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি চুপি চুপি একটা কাজ সেরে আসি।"

"কী কাজ?"

"দ্যাখই না।" বলে গেট পেরিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে বাইরে বেরোবার তিনটি দরজাতেই শিকল তুলে দিল। তারপর যেমন গিয়েছিল তেমনই ফিরে এল আবার।

বাবলু বলল, "কিছু অনুমান করতে পারলি?"

বিলু বলল, "পারলাম। আমার মনে হচ্ছে এই বাড়ির মধ্যে কেউ না কেউ আছে। তার কারণ, এর সব ক'টি দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এর ভেতরে লোক আছে। তা সে জয়নালই হোক বা আর কেউ হোক।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে এক কাজ করো, আমার মনে হয় দুপুরের এই চড়া রোদ মাথায় নিয়ে আমাদের আর হলদি ঝরনায় গিয়ে কাজ নেই। কোথাও কোনও ছায়ায় বসে দূর থেকে এই বাড়িটার দিকে নজর রাখি এসো।"

বাচ্চু বলল, "সেইরকমই করা উচিত। তা ছাড়া এই জায়গাটাও তো বেশ মনোরম। চারদিকে কত

গাছপালা। দূরের পাহাড়গুলোও কী সুন্দর দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।"

বিলু বলল, "মনে হয় ঝাঁঝার পাহাড় ওগুলো।"

ভোম্বল বলল, "তা সে যেখানকারই হোক, আমরা কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না। ওই যে দূরের ঝোপঝাড়গুলো আছে ওরই আড়ালে গিয়ে বসে থাকি চল।"

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। সবার আগে চলল পঞ্চু। ওর উৎসাহ এখন দ্বিগুণ। কেন না একে এই সুন্দর পরিবেশ তার ওপরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একজোটেই আছে। এক একবার যেমন হয়, দুষ্কৃতীদের কবলে পড়ে কেউ না কেউ উধাও হয়ে যায়। তখন দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় মন ভরে থাকে। এবারে তেমন বিপদ এখনও নেই। অতএব আর পঞ্চুকে পায় কে?

ওরা যখন বাড়ির কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসেছে তখন হঠাৎই দেখল একটা পুলিশের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল পথ দিয়ে।

বাবলু বলল, "মনে হয় হলদি ঝরনার দিকেই গিয়েছিল গাড়িটা টহল দিতে।"

বিলু বলল, "এইভাবে টহল দেওয়ার কোনও মানে হয়?"

ভোম্বল বলল, "এত সব পোড়ো বাড়ি, এইসব বাড়ির ভেতর ঢুকে তল্লাশি চালালে কেউ না কেউ তো ধরা পড়ে। তার জায়গায় অযথা গাড়ির তেল পুড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি।"

বাচ্চু বলল, "উদ্দেশ্যহীন ঠিক নয়, অপরিকল্পিত ঘোরাঘুরি।"

বিচ্ছু একটি কথাও না বলে নীরবে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা যাবার পর মনোমতো একটি জায়গা বেছে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিল ওরা। জায়গাটা এমনই ভাল লেগে গেল ওদের যে কোনও একসময় এখানে এসে সবাইকে নিয়ে, অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবদেরও নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করবার পরিকল্পনা করল ওরা। যাই হোক, এখানে এসে শুরু হল ওদের অন্তহীন প্রতীক্ষা।

কত সময় যে এইভাবে কেটে গেল ওদের তার আর ঠিক নেই। একভাবে ওরা সবাই নজর রাখতে লাগল বাড়িটার দিকে। শুধু যে বাড়িটার দিকে তা নয়, আশপাশেও লক্ষ রাখল সন্দেহজনক তেমন কোনও অতিথির আবির্ভাব হয় কিনা তা দেখবার জন্য।

কিন্তু না। সেরকম কারওরই উপস্থিতি ঘটল না সেখানে।

তবে কিনা সন্ধের পরই বাড়ির পেছনদিকের একটি ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ওরা দেখতে পেল। ইলেকট্রিকের আলো নয়, মনে হল চিমনি লণ্ঠন জ্বেলেছে কেউ। অথবা মোমবাতি। অথচ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কাউকেই বাড়ির বাইরে আসতে দেখা গেল না। যদিও বাইরে বেরনোর তিনটি দরজাতেই শিকল তুলে দিয়েছে ওরা, তবুও বাড়ির বাইরে আসার চেষ্টাও করেনি কেউ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছিল বাড়ির সামনের দিকে। তাই আলো লক্ষ করে ওরা পেছন দিকেই গেল। এদিকটায় গাছপালা বেশি। তাই আরও ছায়ান্ধকার। ওদের পক্ষে ভালই হল।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে বাবলু চাপা গলায় বলল, "তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি সামনের ওই মহুয়া গাছটায় উঠে ঘরের ভেতরটা একবার দেখবার চেষ্টা করি।"

বিলু বলল, "খুব সাবধানে দেখে শুনে উঠিস কিন্তু।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই, এসবে তো আমরা অভ্যস্ত।"

"তা ঠিক। তবু কিনা গাছের ডালপাতাগুলো এতই ঘন যে দেখলে ভয় লাগে। এইসব বুনো পাহাড়ি জায়গায় কত কী থাকতে পারে ওখানে। আসলে সত্যি বলতে কী সাপের ভয়টাই আমার খুব বেশি।"

বিচ্ছু বলল, "ভর সন্ধেবেলা ওই নামটা কেন করলে বিলুদা? লতা বলো?"

বাবলু তখন একটু একটু করে উঠতে লাগল গাছে। সত্যই এই গাছের পাতাগুলো এত ঘন যে খুবই ভয় লাগে।

যাই হোক, গাছের অনেকটা ওপরে উঠে ও জানলার দিকে একভাবে নজর রেখে বসে রইল চুপচাপ। কিন্তু ঘরের ভেতরে কে বা কারা আছে তা কিছুতেই বুঝতে পারল না। কেন না জানলার দিকেই এল না কেউ।

পঞ্চু তখন উত্তেজিতভাবে ঘন ঘন লেজ নাড়ছে।

বিলু বলল, "কীরে! কী হল? এমন চুপ হয়ে গেলি কেন?"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "জাস্ট এ মিনিট।"

ভোম্বল বলল, "না। আর এক মিনিটও নয়। বেশি রাত হবার আগে এখান থেকে কেটে পড়ি চল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "নেমে আয় তুই গাছ থেকে। আমার মনে হয় আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি।"

বাবলু আগের মতোই চাপা গলায় বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় আমরা একটুও সময় নষ্ট করছি না।"

অতএব সবাই চুপ।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জানলার কাছে একটি মুখ দেখা গেল। সে মুখ এক কিশোরীর। কিন্তু ঘরের মধ্যেকার ক্ষীণ আলোটা মেয়েটির পেছনদিকে থাকায় মুখ দেখে তাকে চেনা গেল না। বোঝাও গেল না মেয়েটিকে কেমন দেখতে। সে একবার বাইরের দিকে তাকিয়েই আবার ভেতরদিকে সরে গেল।

বাবলুও আর রইল না ওপরে। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে নেমে এল গাছ থেকে।

বিচ্ছু বলল, "কী হল বাবলুদা?"

"একটি মেয়ে। সম্ভবত কিডন্যাপ করেই ওকে রাখা হয়েছে ওখানে।"

"তা হলে?"

"আরও স্পষ্ট করে দেখতে হবে মেয়েটিকে। দেখে কথা বলতে হবে।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে কার্নিশ বেয়ে জানলার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "ভয় পেয়ে যদি চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি?"

"তাতে ওরই ক্ষতি। আমরা তো কেটে পড়ব, ও থাকবে খাঁচা বন্দি হয়ে।"

বাচ্চু বলল, "ধরো, মেয়েটি যদি এই বাড়িরই কেউ হয়?"

"তা হলে তো কোনও ঝামেলাই হবে না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব আমরা।"

ওরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে বাগানের মধ্যে ঢুকল।

সবাই দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নীচে অপেক্ষা করতে থাকলে বাবলু একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। সাবেককালের বাড়ি বলেই বিভিন্ন ধরনের খাঁজ ধরে কার্নিশ বেয়ে সহজেই ওপরে উঠতে পারল।

আর বাবলুর তৎপরতা দেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর দম যেন বন্ধ হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা কী হয় কী হয় ভাব। বাবলু ওপরে উঠে হাত নাড়লে সবাই এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

বাগানের একটি গাছের ডাল থেকে প্যাঁচা ডাকল কর্কশ স্বরে। বুকের রক্ত হিম করে, ভূত-ভূত ভুতুম। ভূত-ভুতুম-ভূত।

॥ ৮ ॥

বাবলু ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে নিজেকে যতটা সম্ভব গোপন রেখে ভেতরদিকে তাকাল।

তাকিয়েই অবাক।

এ কী দেখছে ও? যা দেখছে তা কি বাস্তব না স্বপ্ন?

ও তাই জানলার রড ধরে সাহসে ভর করে নিজেকে দেখিয়ে চাপা গলায় ডাক দিল, "কুসুম!"

চমকে উঠল কুসুম, "কে! কে ডাকে?"

ক্ষণপূর্বে অস্পষ্টভাবে দ্যাখা সেই মেয়েটিই কুসুম। স্কার্ট পরা শ্যামলা রঙের সুন্দর মুখের কুসুম বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে শিশুর চুল বেঁধে দিচ্ছিল তখন। বাবলুর ডাক শুনে সচকিত হয়ে ছুটে এল জানলার কাছে।

বাবলু বলল, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"কী আশ্চর্য! তোমাকে কি ভুলতে পারি? কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমি একা নই। আমরা সবাই। আমরা যে তোমারই খোঁজে হন্যে হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"সত্যি!"

"সত্যি না হলে এখানে আমরা এলাম কী করে বলো? তোমাদের ঝাঁঝার বাড়িতেও আমরা গিয়েছিলাম। তোমার মা বাবা ছটফট করছেন তোমার জন্য। কিন্তু তোমাকে ও প্যাসিকে যে একইসঙ্গে এখানে দেখতে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

কুসুম বলল, "আমাকে তুমি চিনতে পারো। কিন্তু প্যাসিকে চিনলে কী করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"বাঃ রে। তুমিই তো ওর ফোটো দিয়েছিলে আমাকে।"

"এইবার মনে পড়েছে।"

"তা ছাড়া প্যাসির পরিবর্তে আর কে-ই বা তোমার কাছে থাকতে পারে বলো?"

"কিন্তু প্যাসিকে নিয়ে যে আমি এখানে আছি এ খোঁজ তোমরা কী করে পেলে? এইখানকার সন্ধান কে দিল তোমাদের?"

"কেউ না।"

"রহস্য না করে সত্যিকথাটা বলো দেখি এবার?"

"তা হলে শোনো, জয়নাল নামে একজন দুষ্কৃতীর খোঁজ করতে গিয়েই এখানে এসে পড়েছি আমরা। তোমার সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা দৈবের কৃপা ছাড়া কিছুই নয়।"

কুসুম এবার গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক লোকেরই পিছু নিয়েছিলে তোমরা।"

"তার মানে?"

"জয়নাল বলে কেউ নেই। ওটা ওর ছদ্মনাম।"

বাবলু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কার?"

"এই রহস্যকাণ্ডের মূল নায়ক জর্জদা, মানে প্যাসির ওই সেন্টুমামা।"

চমকে উঠল বাবলু, "বলো কী! তার তো শুনেছি চাপদাড়ি ছিল।"

"কোনওদিনই ছিল না। ওইভাবে ও সেজে থাকত। যাতে সহজে কেউ ওকে চিনতে না পারে।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে ওর ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতে?"

কুসুম ম্লানমুখে ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ জানতাম।"

বাবলু হেসে বলল, "সব কিছু জেনেও তুমি কিছু জানি না বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তোমাকে আমরা অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম কুসুম। যখন আমরা সেন্টুদার নাম জেনে যেতেই সেই খবরটা তুমি পৌঁছে দিয়েছিলে সেন্টুদার কাছে, তখনই।"

কুসুম মাথা নত করল।

বাবলু বলল, "কাজটা কি ভাল করেছিলে কুসুম? নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো তো? এখন কেমন জব্দ, এই বন্দিশালায়?"

কুসুম করুণ গলায় বলল, "এছাড়া যে আমার আর কোনও উপায় ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো।"

"বাজে কথা রাখো।"

"বাজে কথা নয়। তোমাকে আমি সব বলব। তবে এইভাবে তো কথা হয় না। তুমি ভেতরে এসো।"

"কীভাবে যাব?"

"ওরা এখন সবাই বাড়িতে রয়েছে। আজ সকালে কোথায় নাকি ঝামেলা হয়েছে খুব। তাই দিনের আলোয় বেরোচ্ছে না। তুমি এক কাজ করো, কোনওরকমে ছাদে উঠতে পারবে?"

"না। অতিকষ্টে এই পর্যন্ত এসেছি। এর বেশি আর আমার ক্ষমতা নেই।"

"ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। আমি বরং ছাদে গিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমি জানলার কাছ থেকে একটু সরে গা আড়াল দিয়ে থাকো।"

বাবলু বলল, "বেশ। যা তুমি বলবে।" বলে সরে দাঁড়াল বাবলু।

বাবলু আড়াল হতেই দরজায় টোকা দিল কুসুম।

যিশু নামের একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিতেই কুসুম বলল, "প্যাসিকে নিয়ে একবার ছাদে যাব।"

"এই অন্ধকারে?"

"তাতে কী হয়েছে? সারাদিন একভাবে একটা ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে থাকা যায়?"

"ও ভয় পাবে না?"

"ছাদে যাবার জন্য ও-ই বায়না ধরেছে।"

যিশু আর কোনও কথা না বলে ওদের যেতে দিল।

প্যাসিকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠল কুসুম।

এদের রকমসকম দেখে প্যাসিও কেমন যেন হয়ে গেছে। একেবারে বোবার মতো। নীরবে কুসুমের সঙ্গে ছাদে উঠল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুসুম ছাদে উঠেই এদিক সেদিক একবার দেখে নিয়ে সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিল। যাতে ওরা কেউ হঠাৎ করে উঠে না পড়ে।

এবার ছাদের ঘেরাটার গায়ে আটকানো লোহার একটা বালার সঙ্গে বেঁধে রাখা নাইলনের একটি ফিতেও ঝুলিয়ে দিল কার্নিশের দিকে। এ বাড়ির অস্থায়ী বাসিন্দারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর জন্য অনেকরকম সহজ পন্থা করে রেখেছিল। তাই সেটাই কাজে লাগাল কুসুম।

বাবলু ভাবতেও পারেনি এ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা এত সহজ হবে। তাই সে নাইলনের সেই ফিতেটা ধরেই অনায়াসে ওপরে উঠল। বলল, "বাঃরে। এত তাড়াতাড়ি এটাকে ম্যানেজ করলে কী করে?"

"আমাকে কিছুই করতে হয়নি। আগে থেকেই ছিল এটা।"

"বলো কী?"

"জর্জদাই ব্যবস্থা করে রেখেছিল ওর বা ওর দলের লোকেদের পালানোর সুবিধের জন্য। এরকম ব্যবস্থা চারদিকেই করা আছে।"

"ভাগ্যে করে রেখেছিল। তাই তো এটা আমার কাজে লাগল।"

প্যাসি তখন অবাক চোখে তাকিয়েছিল বাবলুর দিকে।

বাবলু ওকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করে বলল, "কী! কেমন লাগছে মামাবাড়ির আদর?"

প্যাসি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমি এখানে থাকব না।"

বাবলু বলল, "থাকতে হবেও না তোমাকে। আমি যে তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।"

উল্লসিত হয়ে প্যাসি বলল, "সত্যি?"

"সত্যি সত্যি সত্যি।"

বাবলু এবার কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার বলো তো। তোমরা এখানে কীভাবে এলে?"

কুসুম বলল, "শোনো তবে। প্যাসিব সেন্টুমামাকে আমিও চিনতাম না। মাস ছয়েক আগে একবার রাজগীর বেড়াতে গেছি সেখানেই পরিচয় ওর সঙ্গে।"

"কীভাবে?"

"একদিন ভোরে আমি বৈভার পাহাড়ে একা আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর সুন্দর মিষ্টি চেহারা দেখে আমার ভালও লাগল খুব। আবার ভয়ও হল। কেন না অচেনা এইসব যুবকদের একদম বিশ্বাস করতে নেই। ও হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমারই নাম কুসুম?"

"আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি কী করে জানলেন আমার নাম?"

"যে ভাবেই হোক জেনেছি। হয়তো ফুলের মতো তোমাকে দেখতে বলেই মনে হল নিশ্চয়ই এইরকমই কোনও একটা নাম হবে তোমার। হয় কুসুম, নয় গোলাপ, নয়তো জুঁই-চামেলি জাতীয় একটা কিছু।"

"বেশি হেঁয়ালি না করে কী বলতে চান তাই বলুন।"

"প্যাসি তোমার কে হয়?"

"ও আমার প্রাণ।"

"আমারও। তবে কিনা তোমার দিদি কিন্তু আমার ভাগ্নির ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে।"

চমকে উঠলাম আমি। বললাম, "কে আপনি?"

"প্যাসি যখন ভাগ্নি তখন বুঝতেই পারছ আমি ওর মামা।"

"মামা!"

"হ্যাঁ। একমাত্র মামা। তাই বলি এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। কখনও যদি মার খেতে খেতে প্যাসির কিছু হয়ে যায় তা হলে তোমার দিদির বুক থেকেও তার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না।"

"ওর কথা শুনে আমি ভয়ে শিউরে উঠি। বলি, 'আমি দিদিকে সাবধান করে দেব। ওর প্রতি তার কোনও অবিচার হবে না। কোনও অত্যাচার হবে না।"

জর্জদা কঠিন গলায় বলল, "ঠিক? যদি হয়...।" বলে আর না থেকে চলে গেল।

বাবলু বলল, "তার মানে ও অনেকদিন থেকে নজরে রাখত ওকে।"

"হ্যাঁ। আর একবার হল কী স্কুলে যাওয়ার পথে আমাদের ঝাঁঝায় দ্যাখা হল ওর সঙ্গে। ও যেন ক্রোধে ফুঁসছে। বলল, "এই শোনো, প্যাসিকে আমি তোমার দিদি জামাইবাবুর কবল থেকে মুক্ত করব। এই ব্যাপারে

আমি তোমার সাহায্য চাই। পূর্ণ সহযোগিতা যাকে বলে।"

আমি বললাম, "বেশ তো, কী করতে হবে বলো?"

"সেটা পরে বলব। কিন্তু এই ব্যাপারে যদি কোনওরকম চালাকি করতে যাও তবে তার পরিণাম কিন্তু ভয়ংকর হবে। তোমাদের পুরো পরিবারের এমন ক্ষতি করে দেব যে তা ভাবতেও পারবে না।"

আমি বললাম, "আমি রাজি।"

ও বলল, "ছলনা করছ না তো?"

"না। তার কারণ ছলনা করে তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না। তবে কথা দাও প্যাসির কোনও ক্ষতি করবে না তুমি।"

"আমি প্যাসির মামা। পাতানো মামা নয়, আপন। আমি যা করব তা ওর ভালর জন্যই কবব। আর তুমি যা করবে তা আমার ইচ্ছে অনুযায়ী এবং আদেশানুযায়ী। মনে থাকবে?"

"আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, থাকবে।"

এরপরে বেশ কিছুদিন ওর পাত্তা নেই।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎই ও এসে বলল, "আমাকে চিনতে পারো কুসুম?"

বললাম, "না পারবার কী আছে? মাত্র কয়েকদিনের অদেখায় তোমাকে ভুলে যাব আমার স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ নয়।"

"তবু ভাল। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনামতো কাজটা শুরু করা যাক, কী বলো?"

"যা তোমার ইচ্ছা।"

জর্জদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমাব শিকাব এখন বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরে।"

"কার কথা বলছ?"

"প্যাসির বাবা। এই সুযোগ কিন্তু .।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"অপহরণ। তবে কিনা একটু অন্যরকম কায়দায।"

ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। বললাম, "যা করবার তুমি কবো। আমাকে এ সবেব মধ্যে জডাচ্ছ কেন?"

"তার কারণ কাজ এতে পাকা হবে। তুমি আজকালের মধ্যেই তোমার দিদির বাডি চলে যাও। আমি নজর রাখব তোমার গতিবিধির দিকে। তুমি প্যাসিকে স্কুলে দিতে আসবে। আমি কৌশলে কিডন্যাপ করব। আর তখনই প্রয়োজন হবে তোমাকে।"

আমি যেন দু' চোখে অন্ধকার দেখলাম।

জর্জদা বলল, "প্যাসিকে নিয়ে আমি সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে যাব। তুমি যেভাবেই হোক এই অপহরণের পব তোমার দিদিব সঙ্গে ঝগডাঝাঁটি কবে পালিয়ে আসবে। ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।"

"আমার হাতে তুলে দেবে ওকে? তাতে লাভ?"

"লাভ লোকসানের হিসেবটা আমি কষব। তুমি শুধু আমার হয়ে কাজ করবে। দুপুর একটা পঁয়ত্রিশে অমৃতসর এক্সপ্রেস ছাডবে। ওই ট্রেনে করে ওকে নিয়ে তুমি চলে যাবে শিমুলতলায়। রাত ন'টা নাগাদ পৌঁছে যাবে।"

"তারপর?"

"তারপরের দায়িত্বটা আমাব। আমার লোকেরা যেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই থাকবে। কোনওরকম গোলমাল কববে না।"

"তার মানে কৌশলে আমাকেও কিডন্যাপ করবে তুমি।"

"যদি মনে করো, তবে তাই।"

"কতদিন এইভাবে থাকতে হবে আমাকে?"

"যতদিন না আমার স্বার্থটা সিদ্ধি হয়।"

"কিন্তু ওই অচেনা পরিবেশে অচেনা লোকেদের সঙ্গে ..।"

"কোনও অসুবিধে হবে না তোমার। আসলে প্যাসির জন্যই তোমাকে নিয়ে যাওয়া। না হলে ওর আদর যত্ন করবে কে? ভীষণ কান্নাকাটি করবে ও। ওকে কিছুতেই বাখতে পারব না আমি। ওইভাবে বন্দি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকলে আমাকেও মানবে না ও। তাই এই ব্যাপারে তোমাকেও প্রয়োজন।"

"জর্জদার কথা শুনে আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম, অনেক বোঝালাম ওকে। কিন্তু ও আমার কোনও কথাই শুনল না। বলল, "দ্যাখো কুসুম, আমি পুলিশ মার্ডার করেছি। জেল পলাতক আসামি আমি। আমার প্রাণে মায়া মমতা কম। আর ভয় ডরের সঙ্গেও আমার তেমন পরিচয় নেই। তাই যা আমি মনে করি কাজেও তাই করে থাকি। আমার কাজ করতে যদি তোমার অসুবিধে হয় তা হলে থাক। আমি বরং অন্যরকম চিন্তাভাবনা করব। তবে এরপর কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারবে না তুমি। শুধু তুমি কেন, তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকের অশান্তির কারণ হয়ে উঠব আমি। তোমার বাবাকে আগেই বলেছিলাম এখানে তোমার দিদির বিয়ে না দিতে। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। তা শুনলেনই না যখন, তখন তোমার কারণে তাঁকে একটু দুঃখ পেতে হবে বইকী। তাই বলি আমার কথামতো কাজ করো, কিছুদিন পরে আবার তুমি তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে।"

আমি বাধ্য হয়েই বললাম, "তোমার কথামতোই কাজ করব আমি।"

"তাতে তোমার ভালই হবে। আমার এই মা-হারা কচি ভাগ্নিটির প্রতি তোমার দিদি যেরকম অনাদর ও অত্যাচার করেন তাতে ইচ্ছে করলে আমার এই রিভলভার থেকে তাঁর জন্যে একটি বুলেট আমি অনায়াসেই খরচা করতে পারি, কিন্তু করিনি কেন জানো? আসলে মেয়েদের গায়ে আমি হাত দিই না। আমি ক্রিমিন্যাল হতে পারি কিন্তু বর্ন ক্রিমিন্যাল নই। নারী হত্যা করে নিজের পৌরুষকে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না।"

আমি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলাম।

"ও বলল, "তোমাকে এইভাবে জোর করছি বলে তুমি যেন ভেব না যে আমার অন্য কোনও অভিপ্রায় আছে। প্যাসির দেখাশোনা করবার জন্যে একজনকে তো চাই। তা বাইরের কোনও মেয়েকে নিয়ে আসার চেয়ে তোমাকে এনে তোমার হাতে ওকে তুলে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।"

"আমি বললাম, "প্যাসির দায়িত্ব নিতে বা তোমার কথামতো কাজ করতে আর আমার কোনও দ্বিধা নেই। তবে একটা কথা, প্যাসিকে নিয়ে আমি শিমুলতলায় যাব কেন? আমি তো তোমার বাড়িতেও যেতে পারি?"

জর্জদা বলল, "আমার কি ঘর বাড়ি বলে কিছু আছে? আমি যে পলাতক। যতদিন মা ছিলেন ততদিন...। এখন আমার কেউ নেই। মা থাকলে ওকে আমি মায়ের কাছেই নিয়ে যেতাম। কিছুদিন আগে মারা গেছেন মা। তাই তুমি ছাড়া প্যাসির দায়িত্ব কি আর কারও হাতে তুলে দেওয়া যায়? অতএব ওর দেখাশোনা তোমাকেই করতে হবে। ওর বাবা আমার বোনের হত্যাকারী। সে সব অনেক প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। তোমার জানবার দরকার নেই। লোকটা প্রচুর টাকা রোজগার করে। অথচ সব জেনেশুনেও প্যাসিকে ওর সৎ-মায়ের কবল থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে না। আমি অনেকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছি ওঁকে। কিন্তু আমার কথা উনি শোনেননি। তাই এবার উদ্যোগী হয়ে নিজেই এগিয়ে এসেছি আমি।"

"কীভাবে কী করতে চাও তুমি?"

"মেয়ের মুক্তিপণ হিসেবে ওর বাবার কাছ থেকে বেশ বড় অঙ্কের টাকা একটা দাবি করব আমি। সে টাকা দিতে উনি বাধ্য হবেন। টাকা উনি দেবেন কিন্তু মেয়ে আমি দেব না। ওই টাকায় আমি ওকে কার্শিয়াং বা অন্য কোনও জায়গায় রেখে দিয়ে আসব। সেখানে থেকে লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হবে।"

"কিন্তু ধরো, না যদি দেন?"

"দেবেনই। না দেন তখন অন্য ব্যবস্থা দেখব। চুরি, ছিনতাই ডাকাতি যা করেই হোক ওর খরচ চালিয়ে যাব আমি।" বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি ওর প্রতি তুমি কতটা দুর্বল। কেন না বহুবার তুমি ওকে তোমার দিদির অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। সব জানি আমি। জেনে বুঝেই তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি বললাম, "আর কিছুই বলতে হবে না। আজ রাতের গাড়িতেই যাচ্ছি আমি। তারপর তুমি যেদিন বলবে সেদিনই কাজ হবে।"

জর্জদা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

আমিও দিদির বাড়িতে চলে এলাম।

এরপর পরিকল্পনা মাফিক সবকিছুই হয়ে গেল। একটু আগে শুনলাম জর্জদার লোক দুর্গাপুরে প্যাসির বাবার সঙ্গে মানে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল। উনি টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। আজ রাতের অমৃতসর এক্সপ্রেসে শিমুলতলায় নেমে লেভেলক্রসিং-এর কাছে টাকা দিয়ে মেয়ে নেবেন এইরকমই কথা আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ বাবলুদা। তবে কিনা ভয়ের ব্যাপার যেটা, সেটা হল জামাইবাবুকে ও নাকি এখন খুনের পরিকল্পনা করেছে। এই একটা ব্যাপারেই আমার মনটা ভেঙে গেছে ওর ওপর। তার কারণ আমি যেমন প্যাসির ভাল চাই তেমনই আমার দিদি, আমার বাবাই-এর ভালও তো চাই। তা ছাড়া তুমিই বলো না, যে প্যাসির জন্যে জর্জদা এত করছে সে যদি কখনও জানতে পারে ওই সেন্টুমামাই ওর বাবার হত্যাকারী, তবে কি কখনও সে ক্ষমা করবে ওর ওই সেন্টুমামাকে?"

"তাই কখনও করে? কিন্তু ও কি সত্যি সত্যিই খুন করবে ওর ভগিনীপতিকে?"

"সেইরকমই তো শুনলাম। রাগলে ও চণ্ডাল। খুনের পরিকল্পনাটা এইরকম হয়েছে। প্রথমে লেভেলক্রসিং-এর কাছে টাকাটা নেওয়া হবে, তারপর সেই টাকা গুণে দেখার পর জামাইবাবু খুন হবেন। তারও পরে মৃতদেহটা শুইয়ে রাখা হবে লাইনের ওপর। যাতে মনে হবে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা অথবা নিছক আত্মহত্যা।"

বাবলু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুসুমের কথা শুনে।

কুসুম বলল, "বাবলুদা, যেভাবেই হোক এই খুনখারাপির ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে। না হলে আমার দিদি, ছোট্ট বাবাইটা ভেসে যাবে একেবারে। জর্জদার কেন যে অমন উদ্ভট ধারণা জামাইবাবু ওর বোনকে পুড়িয়ে মেরেছে বলে, তা কিন্তু রহস্যময়। তবে আমি যেটুকু জানি বা দেখেছি জামাইবাবুকে, তাতে উনি এ কাজ কখনও করতে পারেন না। তুমি এখনই পুলিশে খবর দিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, করতেই হবে। সেন্টুমামা ওরফে জর্জদা ওরফে জয়নাল যে ধরনের বিপথগামী তাতে ওকে শাস্তি পেতেই হবে। এ বাড়িতে এখন কে কে আছে?"

"জর্জদা, যিশু ও রাজকুমার নামে একজন।"

"তুমি এক কাজ করো কুসুম। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চলো এখান থেকে। প্যাসিকে নিয়েই।"

"অসম্ভব।"

"অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। আমরা এখানে সবাই আছি। পালানোর এমন সুযোগ আব হবে না।"

"তুমি আমাকে জেনেশুনে ওই গোখরো সাপের গর্তে হাত দিতে বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি। তার কারণ ওর খেলা আজই শেষ হবে।"

"আমার যে ভয় করছে খুব।"

"আমার কিন্তু করছে না। তোমার জামাইবাবুকে বাঁচাতে গেলে, তোমার দিদি, বাবাই এদেব ভাল চাইলে একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ওর মোকাবিলা পুলিশ নয়, আমরাই কবব। তাই একটুও দেরি না করে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

প্যাসি একেবারেই শিশু হলেও এই বিপর্যয় যে কী সাংঘাতিক তা বোধহয় বুঝতে পাবল। তাই হতবাক হয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে। কী যে হবে, কী যে হতে চলেছে তা সে বুঝতে পারল না। তবে তাকে নিয়েই যে এত কাণ্ড, তা অবশ্য সে বুঝতে পেরেছে।

বাবলুর নির্দেশমতো আর একটুও বিলম্ব না করে কুসুম সর্বাগ্রে সেই ফিতে ধরে নীচে নামল। তারপর বাবলুও প্যাসিকে বুকে ধরে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু যেখানে ছিল সেখানে যেতেই তো সবাই অবাক হয়ে গেল ওদের দেখে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার! ভূত দেখছি না তো?"

ভোম্বল বলল, "এরা এখানে ছিল কোথায়?"

বাচ্চু এসে কুসুমের হাত ধরল। বিচ্ছু কোলে নিল প্যাসিকে।

পঞ্চু খুব চাপা গলায় কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল ঘন ঘন।

বিচ্ছু বলল, "কীভাবে ওদের দেখা পেলে বলো না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কথা নয়। পরে সময়মতো সব বলব। এখন চুপচাপ কেটে পড়ি চল। ভেতরের ওরা টের পেলে যা তা ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা কি এখন ঘরে ফিরব?"

বাবলু বলল, "এখনই না।"

কুসুম বলল, "আমার মাসির বাড়ি স্টেশন এলাকায় বাজারের দিকে। চলো আমরা সেখানেই চলে যাই। কেউ জানতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "উঁহু। এখন কোথাও নয়। ঘরে নয়, কারও বাড়িও নয়। আমরা এখন বনে জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকব। জর্জদার মোকাবিলা না করে যাব না কোথাও। কুসুম আর প্যাসির অন্তর্ধানে ওর মনের ওপর দারুণ প্রভাব পড়বে। একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়বে ও। রাগে অন্ধ হয়ে ও তাই প্রথমেই ছুটে যাবে বিহারিলজে। তারপর হানা দেবে তোমার মাসির বাড়িতেও।"

"আমার মাসির বাড়ি ও জানবে কী করে বলো?"

"জানবে নয়, জানে। গভীর জলের মাছ ও। পেশাদার গুন্ডা। ওর অজানা কিছু আছে?" বলে বলল, "এখনই এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। ওরা এসে পড়ার আগেই।"

অতএব আর দেরি নয়।

অন্ধকার বন পথ ধরে ওরা পায়ে পায়ে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা পথ গেছে এমন সময় দেখতে পেল দু'জন লোক টর্চ হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। এইসব জায়গায় ডাকাতের উপদ্রব বেশি। ওরা কি তবে ডাকাতের পাল্লায় পড়ল?

বাবলু এরই মধ্যে একবার দেখে নিল পিস্তলটা যথাযথ জায়গায় ঠিক মতো আছে কি না। পঞ্চুও আক্রমণের জন্য নিজেকে তৈরি রাখল।

সেই দু'জন ওদের আরও কাছাকাছি এলে পঞ্চু গোঁ-গোঁ করে গজরাতে লাগল।

ওদের একজন সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল। বলল, "মিল গয়া।"

আর একজন বলল, "এই তো! কাঁহা গয়ে থে তুম?"

বাবলু বলল, "আপনাদের ঠিক চিনলাম না তো?"

একজন বলল, "আমরা পুলিশের লোক। একটু আগে বিহারিকুঠির গফুর এসে খবর দিল তোমরা নাকি সেই দুপুর থেকেই বেপাত্তা। মোড়ের মাথায় যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানে খবর নিয়েই জানলাম তোমরা হলদি ঝরনায় গেছ। ওই জায়গাটা খুবই নির্জন। তা ছাড়া দুষ্ট দুর্জন প্রকৃতির লোকরা সব সময় ধান্দায় ঘোরে ওখানে। আমরা তাই ওখানেই গিয়েছিলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম তোমরা ওখানেও যাওনি। তাই এই পথ ধরে ফিরে আসছিলাম। কিন্তু তোমরা এই রাতদুপুরে জঙ্গলে কী করছিলে?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা হলদি ঝরনায় যাব বলেই এ পথে এসেছিলাম। কিন্তু বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলি। আমাদের পরিচিত এই মেয়েটির সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল। তাই আর ঝরনার দিকে না গিয়ে ওর সঙ্গে ওদের বাড়ির দিকেই চলেছি।"

"তা না হয় চলেছ। কিন্তু রাতদুপুরে জঙ্গলের পথ ধরে কেন? কোথায় বাড়ি ওদের?"

কুসুম জায়গাটার নাম বলল।

ওরা বলল, "চলো তোমাদের একটু এগিয়ে দিই।"

পুলিশের লোকরা ওদের জঙ্গলের পথে না নিয়ে গিয়ে বিহারিকুঠির দিকেই নিয়ে এল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা এখন কুঠিতেই থাকি। একটু গল্প স্বল্প করে পরে যাব।"

পুলিশের লোকরা বিদায় নিলে বাবলু মোড়ের মাথার সেই দোকানে গিয়ে ওদের সকলের জন্য ডাল রুটি ও প্যাসির জন্য একটু দুধের ব্যবস্থাও করে এল।

বিহারিকুঠিতে যাওয়ামাত্রই চেঁচামেচি শুরু করে দিল গফুর। বলল, "তোমাদের জন্য আমি এবারে পাগলা হয়ে যাব। আমি এখানকার কেয়ারটেকার। যাত্রীদের ভালমন্দ সব কিছুর দায়িত্ব যে আমারও ওপর। তা ছাড়া তোমরা খুব কম বয়সের ছেলেমেয়ে। তোমাদের কিছু হলে আমার বদনাম হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "না না। তা কেন হবে? তুমি খুব ভাল লোক। আমরাও নেহাত ছেলেমানুষ নই। তা গফুরভাই, তোমাদের এখানকার বিহারি প্যাঁড়া আমাদের জন্যে নিয়ে এসো না কেজিখানেক। কত দাম পড়বে?"

"সত্তর আশি টাকার মতো নেবে।"

বাবলু টাকা দিয়ে বলল, "নিয়ে এসো তা হলে। ভাল দেখে আনবে।"

গফুর বলল, "ভাল প্যাঁড়া এদেশে আর তৈরি হয় না। ছাতু না হয় ভুষি পাইল থাকবেই। চিনির ভাগও থাকবে বেশি। তবে কিনা খাওয়া যাবে।"

গফুর চলে গেলে ওরা একজোট হয়ে গুছিয়ে বসল।

॥ ৯ ॥

যে কোনও কারণেই হোক বাবলু যা ভয় করেছিল তা হল না। অর্থাৎ জর্জদার কোনও লোকই এল না ওদের বিরক্ত করতে। সম্ভবত পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়েই আসেনি ওরা। তাতে অবশ্য ভালই হল। অযথা কোনও ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল না ওদের।

তবে রাতের খাওয়া-দাওয়াটা ভালই হল। আলু পেঁয়াজ ভাজা, অড়হর ডাল আর রুটি। সেইসঙ্গে ছাতু ভেজাল দেওয়া পাঁড়া।

খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রওয়ানা হল ওদের নৈশ অভিযানে।

প্যাসিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কুসুম ঘরের দরজায় খিল দিয়ে প্যাসিকে নিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। ওরও চোখে এখন ঘুম ঘুম ভাব। মনের মধ্যে ভয় আর উত্তেজনা। কেন না জর্জদাই বলো, আর সেন্টুদাই বলো, আসলে একটা হিংস্র গোখরো সাপ ছাড়া আর কিছুই নয় ও। অথচ কী সুন্দর ও সুশ্রী চেহারার যুবক। সত্যি, মানুষ যে কেন এমন হয়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশনের দিকে না এসে একটু ঘুরপথে অন্ধকারে লাইনের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলল।

পঞ্চু ওদের সকলের দিকে নজর রেখে আগে আগে চলে। একবার করে মাটিতে গন্ধ শোঁকে। পিছু ফিরে তাকায়। আবার এগিয়ে চলে।

বেশ খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় টিলাকৃতি ছোট্ট একটু উচ্চস্থানে উঠে পড়ল ওরা। এখানেও চারদিকে ঝোপঝাড় ও ছোট ছোট মহুয়া গাছে ভরা।

পঞ্চু একবার জায়গাটার চারদিক বেশ ভাল করে টহল দিয়ে নিল। অর্থাৎ দেখে নিল কোথাও কোনও সাপ বা অন্য অনিষ্টকারি কিছু আছে কি না। তারপর একটু পরিষ্কার মতো জায়গা দেখে দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সেখানে।

বাবলু বলল, "আমরাও তা হলে এই জায়গাটাকেই বেছে নিই।"

বিলু বলল, "লুকিয়ে থাকার এবং নজরদারি করার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। কিন্তু ধর, জর্জদার লোকেরাও যদি এখানেই এসে হাজির হয়?"

"তা হলে আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে।"

ভোম্বল বলল, "তবে আমার মনে হয় না এখানে ওরা আসবে বলে। ওবা লাইনের ধারেই কোথাও না কোথায় ওত পেতে থাকবে। শুধু প্যাসির বাবার আসার অপেক্ষা।"

বাচ্চু বলল, "উনি কোন ট্রেনে আসছেন যেন?"

বিচ্ছু বলল, "অমৃতসর এক্সপ্রেসে। আমরা ওই ট্রেনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব। লেটে আসুক আর যখনই আসুক। তারপর যে সব ট্রেন, সেগুলোর স্টপেজ নেই।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, ধরো উনি যদি না-ই আসেন।"

"সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য কোনওরকম পন্থা গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ ওকে তখন সামাল দেওয়া যাবে না, ওর যত রাগ পড়বে গিয়ে কুসুমের ওপর।"

"ওর জীবন তো বিপন্ন হয়ে পড়বে তা হলে।"

"সেজন্য প্যাসিকে উদ্ধার করবার পরেও আমাদের কাজ থেকে যাবে অনেক। জর্জদাকে না ধরা পর্যন্ত রাতের ঘুম চলে যাবে আমাদের।"

ওরা যেখানে বসেছিল সেই জায়গাটা ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা। শুধু ওই জায়গাটা নয়। চারদিকেই ছিল গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকার আরও প্রকট হওয়ার কারণ বন জঙ্গল এখানে এত বেশি যে গাছপালার প্রভাবেই চারদিক পত্রছায়াময়।

দিনমানে হলে এখান থেকে দিকচক্রবাল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যেত। কিন্তু এখন এই রাতের অন্ধকারে দু' হাত দূরের কোনও কিছুও নজরে পড়ে না। তবে কিনা সামান্য আলো থাকায় রেলপথের বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে ভালভাবেই।

ওদের সবার লক্ষ লেভেল ক্রসিংটার দিকে। কিন্তু সেখানে মাঝে মধ্যে পুলিশের আনাগোনা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বও টের পাওয়া গেল না।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল দেখি?"

ভোম্বল বলল, "উড়ো খবর নয় তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু বলল, "জর্জদার লোকেদের একজনকেও তো দেখছি না। গেল কোথায় সব?"

বিচ্ছু বলল, "ওরা ঠিক আছে। ওদের পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করা কত অসুবিধের তা জান? সময় হলেই আসবে ওরা। এখন প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেই তো পুলিশের নজরে পড়ে যাবে। ওই-ওই দ্যাখো পুলিশ কেমন টহল দিচ্ছে লাইনের ওপর দিয়ে।"

বাবলু বলল, "এ জায়গায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরার সত্যিই অসুবিধে আছে। এখানে নামেই একটা স্টেশন। প্যাসেঞ্জার ছাড়া কোনও গাড়ি তো থামেই না বলতে গেলে। তাই লোকজনও নেই। গ্যাং কুলিদের তাঁবুও যা আছে তাও স্টেশন লাগোয়া।"

এমন সময় অনেকদূর থেকে একটা জোবালো আলো লাইনের ওপর এসে পড়ল।

বাবলু বলল, "মনে হয় অমৃতসরই আসছে। হাওড়ার দিক থেকেই আসছে যখন ওই গাড়িই নিশ্চয়।"

বিলু বলল, "তা হলে কি এগোতে থাকব আমরা?"

"এখনই না। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়লে তবেই নামাব প্রশ্ন। আমরা নেমে নীচে গিয়ে অন্ধকারে কোনও গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকব। তারপর প্যাসির বাবাকে আসতে দেখলেই অনুসরণ করতে থাকব তাকে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক লোককে চিনে নিতে পারবি তো?"

বাবলু বলল, "বেঠিক লোক এদিকে আসবেই না।"

ট্রেন আসছে। আলোটা জোব থেকে জোরালো হচ্ছে। মাটি পাথর কাঁপছে। পাহাড় বনভূমি কাঁপছে। শোনা যাচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের আর্তনাদ।

না। ট্রেন থামল না। একটা মালগাড়ি। সোজা বেরিয়ে গেল।

টান টান উত্তেজনায় ভরে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। রাত বাডছে। কিন্তু অমৃতসর এক্সপ্রেস আসছে না কেন?"

বিচ্ছু ওর ঘড়িতে দেখল রাত এগারোটা।

তার মানেই ট্রেন লেট করছে।

ক্রসিং-এর ওপারে পুলিশের একটি জিপ অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ ধরে। যে পুলিশরা লাইনে টহল দিচ্ছিল তারা মাঝে মাঝে যাচ্ছিল সেই জিপের কাছে। আবার লাইনে এসে ঘোরাঘুরি করছিল।

বাবলু বলল, "ব্যাপার কী বল তো?"

বিলু বলল, "পোশাক দেখে মনে হচ্ছে এরা বেলপুলিশ নয়। কিন্তু রাজ্যপুলিশ লাইনে ঘোরাঘুরি করবে কেন?"

ভোম্বল বলল, "এখানে রেলপুলিশ নেই বলেই হয়তো রাজ্যপুলিশের নজবদাবি চলছে।"

বাবলু বলল, "মনে হয় ওরা ব্যাপারটা কোনওভাবে টের পেয়েছে। তাই এসে হাজির হয়েছে এখানে।"

বাচ্চু বলল, "তা যদি হয় তা হলে তো ভুলই করল ওরা। কেন না ওবা এইভাবে এখানে ঘোরাঘুরি করলে জর্জদারা তো আসবেই না।"

বিচ্ছু বলল, "ওদের উচিত ছিল কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে থাকা। এবং চরম মুহূর্তটিতে আত্মপ্রকাশ করা। যেটা আমরা করতে চলেছি।"

বাবলু এবার একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আর এখানে এইভাবে বসে থেকে লাভ নেই। চল আমরা নীচে নামি। এখানে বড্ড মশার কামড়।"

বাবলুর কথায় নামা শুরু করল সকলে।

পঞ্চু একবার দেহটাকে টান করে নীরবে ওদের সঙ্গ নিল। ওর হাবেভাবে মনে হল শত্রুকে আক্রমণের জন্য ও সবসময়ই তৈরি।

ওরা নীচে নেমে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এক জাযগায় থমকে দাঁডাল।

পুলিশের জিপটাকে এখান থেকে বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে। ওরা একভবে জিপের দিকে তাকিয়ে থেকে ওর ভেতরে আরও পুলিশ আছে কিনা বোঝবার চেষ্টা করল।

বিলু বলল, "আছে। দু'জনে টহল দিচ্ছে দু'জন বসে আছে জিপে।"

যারা টহল দিচ্ছিল লাইনের আলোয় বিচ্ছু তাদেরই একজনের মুখ হঠাৎ করেই দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল। বলল, "বাবলুদা! কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই হয়েছে।"

"কেন রে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"একজন পুলিশের মুখ আমার খুব চেনা চেনা লাগছে।"

"তাই নাকি?"

"তুমি ভাল করে লক্ষ করো, তুমিও চিনবে।"

"কিন্তু এই আলো আঁধারিতে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একবার যদি থমকে দাঁড়াত একটু কোথাও।"

কিন্তু না। ওরা খুব অস্থিরভাবেই হনহনিয়ে চলে গেল।

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। না পাচ্ছি জর্জদার দ্যাখা, না আসছে ট্রেন।"

বাবলু বলল, "আমারও। ওদিকে বিহারিকুঠিতে কুসুম প্যাসিকে নিয়ে আছে। জর্জদা যদি সেখানে গিয়ে ঝামেলা করে তা হলে কিন্তু সমূহ বিপদ হবে ওদের। প্যাসিকে হয়তো নিয়ে পালাবে কিন্তু কুসুমের যে কী হবে তা কে জানে?"

বিলু বলল, "ওদের কারও দ্যাখা যখন এখানে নেই তখন নিশ্চয়ই ওরা ওখানেই ঝামেলা করতে গেছে।"

বাবলু বলল, "তোরা যে যেখানে আছিস সেখানেই থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে একটু এগিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী! কেন এবং কী কারণে পুলিশ এইভাবে টহল দিচ্ছে এখানে।"

বিলু বলল, "আমি কি সঙ্গে যাব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তুই এদের কাছে থাক।"

বাবলু খুব সন্তর্পণে পঞ্চুকে নিয়ে লাইন টপকে জিপের কাছে এল। এসেই চোখ কপালে উঠে গেল ওর।

জিপের মধ্যে পুলিশের পোশাক পরে বসেছিল যিশু ও জর্জদা দু'জনেই। তবে কিনা রহস্যের ব্যাপার এটাই যে পুলিশের জিপটা হল আসল। সেই জিপের মধ্যে ওরা যে কীভাবে এল তা ওর মাথায় ঢুকল না। তবে কি পুলিশের গাড়ি ছিনতাই করে পুলিশের পোশাক পরে বসে আছে ওরা! এ তো ভয়ানক কাণ্ড তা হলে। অর্থাৎ মরণপণ লড়াই ওরা করবেই আজ। তা যদি হয়, তা হলে প্যাসির বাবারও যেমন মৃত্যু অনিবার্য তেমনই কুসুমেরও অকালে ঝরে যাওয়ার মুহূর্ত খুব একটা দেরিতে নয়।

বাবলু এক পা এক পা করে গাড়ির খুব কাছে এগিয়ে এল। পেছনদিকের চাকার কাছে ঝুঁকে পড়ে নিজেকে আড়াল করে কান কাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল ওদের কথাবার্তা।

পঞ্চু রইল আরও একটু আড়ালে। এমনভাবে, যাতে বাবলুকে আক্রমণ করলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ও।

যিশুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল একসময়, "ঝুঁকিটা একটু বেশিরকম নেওয়া হয়ে গেল।"

"এ ছাড়া উপায়ও তো কিছু ছিল না। শয়তানটা যে পুলিশে খবর দেবে তা কে জানত? ভাগ্যে আগে ভাগে টের পেলাম।"

"টাকাটা পাওয়ার পর কী করবে?"

"বেইমানি করব না। যখন যেমন যা পরিকল্পনা করেছি ঠিক তেমনই কাজ হবে। তবে এখন আর অন্য কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে পালাব।"

"আপে না ডাউনে?"

"আপে তো কখনওই নয়। প্রথমেই স্টেটের বাইরে চলে যেতে হবে। বিহার অতিক্রম করতে গেলে যেতে হবে মোগলসরাই পর্যন্ত। না হলে আসানসোল কিংবা দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে।"

"শেষেরটাই ঠিক।"

"আমার মনে হয় ওটা আরও বেশি বিপজ্জনক হবে। তার কারণ বেঙ্গল পুলিশ দারুণ অ্যাক্টিভ। পুলিশ গুম, জিপ উধাও, এ খবর তো বেশিক্ষণ চাপা থাকবে না। তখন কিন্তু জেলায় জেলায়, স্টেটে স্টেটে খবর চলে যাবে। তাই আমি বলি কী মোগলসরাই, বেনারস কিংবা ইলাহাবাদে চলে যাই বরং। ওগুলো সব ট্যুরিস্ট স্পট। কেউ আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দিনকতক হাওয়া বদল করে ঘুরে বেড়িয়ে হঠাৎই একদিন ফিরে আসব ধূমকেতু হয়ে।"

"এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। তবে কিনা যার জন্য এত কাণ্ড সেই তো হাতছাড়া হয়ে গেল। কী বুদ্ধি ওর। মেয়েটা যে এমন একটা চাল চালবে তা ভাবতেও পারিনি। আচ্ছা, এর পেছনে ওই ডেঞ্জারাস ছেলেমেয়েগুলোর কোনও হাত নেই তো?"

"মনে হয় না। কুসুমেরই পরিকল্পনা এটা। কেন না আমাদের এইসব ব্যাপার স্যাপারের কথা তো ওদের জানবার নয়। ওদের সঙ্গে ঝামেলাটা অন্য ব্যাপার নিয়ে। ওরা এসবের মধ্যে নেই। তবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেয়েটা কিন্তু খুব ভুল করল। মনে মনে ওর ব্যাপারেও আমি একটা অন্যরকম পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কী সেটা?"

"পরিকল্পনা যখন ভেস্তে গেল তখন আর ও নিয়ে আলোচনা করে লাভ কী? এখন ঘড়ি দ্যাখ, ক'টা বাজে।"

"পৌনে বারোটা।"

"কোনও মানে হয়? হাওড়া থেকে এইটুকু পথ আসতে তিন ঘণ্টা লেট। অমৃতসর তা হলে পৌঁছবে কখন?"

ওদের কথাবার্তা শুনে বাবলু একটু নিশ্চিন্ত হল। কেন না সন্দেহের তিরটা যে ওদের দিকে নেই তা ভেবেই আশ্বস্ত হল ও। এবং মনে মনে উৎসাহও পেল। এখন পরিস্থিতির মোকাবিলাটা ওরা ভালভাবেই করতে পারবে।

যে দু'জন পুলিশের পোশাক পরে লাইনে ঘোরাফেরা করছিল তাদের হঠাৎই আসতে দেখা গেল।

বাবলু আরও একটু সাবধান হল এবার।

ওরা আসতেই ওদের একজন বলল, "এবার তুমি যাও জর্জদা। আপ ট্রেনের সিগন্যাল হয়েছে। ডাউনেও একটা মালগাড়ি আসবার সময় হয়েছে। কাজ হাসিল করেই চলে এসো তুমি। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।"

"কীরকম?"

"আমরা চারজন। ড্রাইভার আর ইনস্পেক্টর ছাড়া পুলিশও চারজন। ইঞ্জেকশনের মেয়াদ ওদের শেষ হয়ে হয়ে আসছে। বলো তো আর একবার একটু সুচ বিঁধিয়ে আরও এক দেড় ঘণ্টার জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিই ওদের। তারপর আমাদের কাজ শেষ হলে এই পোশাকগুলোই আবার ওদের পরিয়ে দিয়ে এই গাড়িতেই যে যেখানে যেমনভাবে বসেছিল ঠিক তেমনভাবেই ওদের বসিয়ে ডাউনলাইনে এই গাড়িটাকে ট্রেন আসবার আগের মুহূর্তে রেখে দিয়ে আসব। তারপর জোর একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। তার ফলে আমরাও পুলিশ অপহরণ বা অন্য ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব।"

যিশু বলল, "কিন্তু সেই মুহূর্তে গেটম্যান যদি গেট বন্ধ করে দেয়?"

"দেবে না। তার কারণ এত রাতে এ পথে কোনও যানবাহন চলাচল করে না। তা ছাড়াও গেটটা ভেঙে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে। ওদিকটা সামলে নেব আমরাই। তুমি আর দেরি কোরো না। লাইনে চলে যাও।"

জর্জদা নেমে দাঁড়াতেই যিশু বলল, "তুই একা যাস না। আর এখনই পুলিশের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ছোকু বরং গাড়ির কাছে থাকুক। কেন না পরিস্থিতি খারাপ বুঝলে এই গাড়ি নিয়েই আমরা পালাতে পারব। আগের কাজটা আগে হোক।"

রাজকুমার বলল, "এটা অবশ্য মন্দ বলেনি যিশু। কেন না যে লোক আগেভাগে এখানকার পুলিশকে জানিয়ে রাখতে পারে সে যে বডিগার্ডও কিছু সঙ্গে নিয়ে আসছে না তাই বা কে বলতে পারে?"

ছোকু বলল, "এমনও হতে পারে অ্যাটাচিতে টাকার বদলে শুধুই কাগজ পোরা আর আমরাও পুলিশের জালে।"

জর্জদা বলল, "হতে তো অনেক কিছুই পারে। এখন কী হয় সেটাই দেখা যাক। তবে সত্যিই যদি তেমন কিছু হয় তো ওদের পুরো ফ্যামিলিটাকে আমি শেষ করে দেব।"

ওরা চলে গেল।

গাড়ির মধ্যে রইল শুধু ছোকু।

বাবলু ইচ্ছে করলে ওকে কবজা করতে পারত। কিন্তু এখন আর ও আক্রমণের রাস্তায় গেল না। পরে যা হয় তা দেখা যাবে। ও পঞ্চুকে নিয়ে অন্ধকারে মিশেই লাইনের দিকে ছুটল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল বাবলুর জন্য।

বাবলু গিয়ে সবকথা বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওরা।

বিলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে এই মুহূর্তে আমাদের দু'দিকেই নজর রাখতে হবে।"

এমন সময় স্টেশনের দিক থেকে জোরালো একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর।

অমৃতসর এক্সপ্রেস ধীর শ্লথ গতিতে এগিয়ে আসছে। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই গতি নেবে সে। পরের স্টেশন ঝাঁঝা। মাঝে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে। সেখানে প্যাসেঞ্জার ছাড়া কোনও গাড়িই থামে না।

বাবলু সবাইকে সতর্ক করে চারদিকে নজর রাখতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জর্জদা পুলিশের পোশাক পরে সদর্পে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

যিশু ওকে অনুসরণ করতে লাগল।

বাবলুও চলল যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।

ওরা কেউ টেরও পেল না। তার কারণ এই মুহূর্তে ওরা এতটাই নিশ্চিন্ত ছিল যে আর কোনওদিক থেকে কোনওভাবে আক্রমণ আসতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা মাথাতেও ছিল না ওদের।

পঞ্চুও নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে চলল।

একটু পরেই নজরে পড়ল স্টেশনের দিক থেকে কে যেন একটা ব্রিফকেস হাতে দ্রুত এদিকে আসছে।

ওই-ওই তো আসছে। নিশ্চয়ই প্যাসির বাবা।

ঠিক তাই। না হলে ওইভাবে আসবেই বা কে? ভদ্রলোক একাই আসছেন। সঙ্গে কোনও বডিগার্ড নেই। কিচ্ছু নেই। তবে কি ব্রিফকেস ভর্তি করে সত্যসত্যই জর্জদার চাহিদা মতো টাকা এনেছেন? কে জানে?

একসময় মুখোমুখি হলেন দু'জনে।

পঞ্চু একবার বাবলুর দিকে তাকাল। যদি কোনও নির্দেশ পায়। বাবলু ইশারায় চুপ থাকতে বলল ওকে।

জর্জদা বলল, "টাকা এনেছেন?"

প্যাসির বাবা বললেন, "আপনি?"

"আমি এখানকার সেকেন্ড অফিসার। যারা আপনাকে টাকা আনতে বলেছিল তারা সবাই এখন আমাদের কবজায়।"

"কিন্তু আমি তো পুলিশকে কিছু জানাইনি। তা হলে আপনি খবর পেলেন কী করে?"

"সে কী! আপনি খবর দেননি?" বলে কী যেন ভেবে জর্জদা বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই আপনার কোনও হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের কাজ।"

"তা হবে।"

"কত টাকা আছে এতে?"

"তোমার চাহিদা মতো তিন লাখ।"

"আমার চাহিদা মতো?"

প্যাসির বাবা হেসে বললেন, "পুলিশের ছদ্মবেশে কে তুমি শয়তান তা তোমার কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, পুলিশকে আমি সত্যিই কিছু জানাইনি। এখন আশা করি তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও বিরোধ নেই। আমার মেয়ে কোথায়?"

"আগে টাকাটা দিন।"

"আগে আমার মেয়েকে দাও।"

"মেয়ের ওপর খুব যে দরদ দেখছি। এখন আমার বোনকে যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তবেই আপনার মেয়েকে ফেরত পাবেন।"

"তোমার বোন মৃত।"

"আপনিও তা হলে ডেড বডি হন।"

জর্জদার কথা শেষ হওয়ামাত্রই প্যাসির বাবা সজোরে একটা ঘুষি মারলেন ওর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যিশু ও রাজকুমার ঝাঁপিয়ে পড়ল রণক্ষেত্রে।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই জর্জদা ওর রিভলভার তাগ করল।

আর সেই মুহূর্তেই ট্রিগারে চাপ দেবার আগে অন্ধকারের আতঙ্ক পঞ্চু এক লাফে ঝামড়ে ধরল জর্জদার হাতটাকে। কবজিতে দাঁত বসিয়ে এত জোরে কামড় দিল যে রিভলভার খসে পড়ল হাত থেকে। কিন্তু ততক্ষণে সশব্দে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে লাগল সাইডিং-এ রাখা একটা ওয়াগনের গায়ে।

এরই মধ্যে জর্জদা প্যাসির বাবার হাত থেকে ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে যিশুর দিকে।

যিশু সেটা লুফে নিয়ে অপেক্ষমান সেই জিপ গাড়ির দিকে ছুটতেই ভোম্বল অতর্কিতে ওর পায়ের ফাঁকে একটা পা গলিয়ে দিল। যেই না দেওয়া অন্ধকারে লাইনের ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। এত জোরে পড়ল যে আর উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা রইল না।

ভোম্বল ওর হাত থেকে ব্রিফকেসটা নিয়েই লাফিয়ে পড়ল লাইনের একপাশে। আর একটু দেরি করলেই হয়েছিল আর কী। কেন না ঝমঝম শব্দে ডাউনের একটা মালগাড়ি তখন ছুটে আসছে অন্ধকার বিদীর্ণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লাইনের দু'দিকে হাত রেখে প্রাণান্ত এক চিৎকার করে উঠল যিশু। "হেল্প মি। হেল্প মি প্লিজ...!" কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেলে দ্যাখা গেল দু' হাত কাটা যিশু ঊর্ধ্বনেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মরেনি। তবে ভয়ে ও যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন।

এদিকে জর্জদার রিভলভার তখন বাবলুর হাতে।

বাবলু সেটা নিয়ে ওর দিকেই তাগ করে বলল, "আমাকে ঠিক এখানে এই পরিবেশে তুমি দেখতে পাবে বলে আশা করোনি তাই না?"

জর্জদার দু' চোখে ক্রোধের আগুন। বলল, "শয়তান ছেলে। এইসব কাণ্ডের মূলে তা হলে তুই।"

"আমি একা নই। আমরা সবাই।"

যিশু ওখানে হাত কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। জর্জদা এখানে বাবলুর কবজায়। সেই অবসরে রাজকুমারের সঙ্গে প্যাসির বাবার খণ্ডযুদ্ধ লেগে গেছে খুব। কিন্তু পেশাদার একজন গুন্ডার সঙ্গে প্যাসির বাবা পেরে উঠবেন কেন? তাই সমানে মার খেয়ে যেতে লাগলেন।

তবে কিনা বেশিক্ষণ মার খেতে হল না। বিলু, বাচ্চু আব বিচ্ছু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজকুমারের ওপর।

তার ওপর এসে জুটল পঞ্চু। নেকড়ের মতো লাফিয়ে বাজকুমারের গলার টুঁটি কামড়ে ধরতেই ওর সমস্ত লম্ফঝম্ফ শেষ।

এদিকে এদের এই খণ্ডযুদ্ধে, পঞ্চুর হাঁকডাকে ও ছিটকে পড়া সেই গুলির শব্দে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ইয়ার্ডেও। যতই ছোট স্টেশন হোক না কেন কিছু স্টাফ তো আছেনই। দু'-একজন পুলিশ নিয়ে সবাই ছুটে এলেন।

একজন রেলপুলিশ বলল, "ক্যা হুয়ারে ভেইয়া! ডাকাইতি হো রহে ক্যা?"

স্টেশনমাস্টারও এসেছিলেন টর্চ ও আলো হাতে।

বাবলু বলল, "চারজন ডাকাতের তিনজন আমাদের কবজায়। বাকি একজন লেভেল ক্রসিং-এব কাছে পুলিশের জিপে ড্রাইভারের আসনে বসে আছে। ওরা টহলদাবি পুলিশের জিপ আক্রমণ করে সেটিকে দখল করেছে। আর পুলিশকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে তাদের ইউনিফর্ম পরে নিজেরা পুলিশ সেজে এইসব নাটক করেছে। আপনারা শিগগির গিযে ওদের উদ্ধার করুন।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "হাউ ডেঞ্জারাস। কাঁহাপর হ্যায় ও লোগ?"

পঞ্চুই তখন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বেলের যে খালাসি ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে বিহারি লজে পৌঁছে দিযেছিল সে তো এদের কাণ্ড দেখে খুব খুশি।

এদিকে সকলের এই অন্যমনস্কতার অবসরে জর্জদা হঠাৎই অন্ধকারে লাইনের ওপর দিয়ে ছোটা শুরু করল। কিন্তু করলে কী হবে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে পালানো কি এতই সহজ?

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই তাড়া করল ওকে।

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "জর্জদা! পালিয়ো না। ভাল চাও তো ধবা দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

জর্জদার এখন পালিয়ে বাঁচা ছাড়া কোনও গতি নেই।

বাবলু বলল, "তুমি ছুটো না জর্জদা। আমাদের সঙ্গে ছুটে পেরে উঠবে না।"

ছুট ছুট ছুট। জর্জদার ছোটার গতি আরও বেড়ে গেল।

বাবলু হেঁকে বলল, "আমার কিন্তু ডান হাতে পিস্তল বাঁ হাতে রিভলভার। দুটোই চালাতে পারি আমি।"

জর্জদা কর্ণপাতও করল না ওর কথায়।

অগত্যা জর্জদার সেই রিভলভারইটাই প্রয়োগ করল বাবলু। কিন্তু কাজ হল না। সেটিতে যে গুলিটা পোরা ছিল তা তখন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াতেই শেষ হয়েছে। আর তারই কারণে বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, "ডিসুম।"

একটি গুলিতেই কাজ হল। গুলিটা ওর পায়ের হাঁটুর খাঁজে গিয়ে লেগেছে। তাই সশব্দে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জয়নাল ওরফে জর্জদা ওরফে প্যাসির সেন্টুমামা।

ততক্ষণে অনেক লোকজন পুলিশ রেলকর্মচাবী সবাই ছুটে এসেছে। বন্দি পুলিশরাও অজ্ঞানতার ঘোর কাটিয়ে ছুটে এসেছে সবাই। রাজকুমার, যিশু, জর্জ সবাই ধরা পড়ল। গোলমাল দেখে পালিয়ে বাঁচল

ছোকুটা। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের।

প্যাসির বাবা তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে কী যে করবেন কিছু ভেবে পেলেন না। বললেন, "তুমি কে ভাই? আমার এই বিপদে আমাকে এমনভাবে রক্ষা করলে?"

বাবলু বলল, "আমি নই, আমরা। আমরা সবাই। পাণ্ডব গোয়েন্দা।" তারপর বলল, "কুসুমের মুখ থেকেই আমাদের পরিচয় পাবেন। এখন আসুন আমাদের সঙ্গে। কুসুম আর প্যাসি আমাদের জিম্মাতেই আছে।"

পুলিশের লোকেরা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে ধৃতদের নিয়ে বিদায় নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও প্যাসির বাবাকে নিয়ে ফিরে এল বিহারিকুঠিতে।

প্যাসির বাবা তো মেয়েকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারপর কুসুমের মুখে সব শুনে বললেন, "জর্জ, মানে সেন্টু ছেলেটা বদ সঙ্গে পড়ে খারাপ হলেও প্যাসিকে কিন্তু সত্যিই ভালবাসে ও। তা ওর পরিকল্পনামতোই কাজ করব আমি। প্যাসিকে কার্সিয়াঙেই পাঠিয়ে দেব। ওখানেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কুসুমও থাকবে। আমরা সবাই মাঝে মাঝে সেখানে যাব। দেখাশোনা করব। ভালই হবে। মেয়েটা মারের হাত থেকে বাঁচবে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। কুসুমও পাহাড় ভালবাসে, প্রকৃতি ভালবাসে। ভালই হবে ওর। কীরে কুসুম? রাজি তো?"

প্যাসির বাবার এই প্রস্তাবে কুসুম তো এক কথায় রাজি।

প্যাসির বাবা আরও বললেন, "সেন্টুটার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। ওর যদি সুমতি হয়, ওকে যদি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। তা হলে ওর সঙ্গেই কুসুমের বিয়েটা দিয়ে দেব। তা হলে আর যাই হোক আমার ওপর থেকে ওর ভুলটা ভাঙবে। কী! এই ব্যাপারে তোমাদের কী মত?"

বাবলু বলল, "সবাই আমরা একমত।"

কুসুম বলল, "বড্ড ফাজিল হয়েছ তোমরা, না? এই দ্যাখো ভোর হয়ে আসছে। তোমাদের এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণাটা তা হলে আমিই করি? থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা! হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও ওর সায়ে সায় দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম